এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ নেপালে নিখোঁজ বাঙালি পর্যটকদের মালপত্র পরিবারকে পৌঁছনোর উদ্যোগ
সরকারি অনুদান না-নেওয়ার সিদ্ধান্ত বড় পুজোগুলির ৩

কলকাতা ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ২২ ভাদ্র ১৪৩৩ বুধবার বিংশ বর্ষ ৯০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 09.09.2026, Vol. 20 Issue No. 90, 8 Pages, Price 3.00

লাইসেন্স বাতিল

খাদ্য সুরক্ষায় ফেল, কোপে ৪০ নামী দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসবের মরশুমের মুখে শহরের নামজাদা রেস্তোরাঁ ও খাদ্য বিপণিগুলিতে তীব্র ধাক্কা। নিম্নমানের ও ভেজাল খাবার বিক্রি, ক্ষতিকারক রাসায়নিকের ব্যবহার এবং চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের অভিযোগে কলকাতার অন্তত ৪০টি নামী রেস্তোরাঁর লাইসেন্স সাময়িকভাবে সাসপেন্ড করল রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। একইসঙ্গে লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে ৫০টি প্রতিষ্ঠানের। তালিকায় রয়েছে শহরের অত্যন্ত পরিচিত ও জনপ্রিয় খাদ্য বিপণিগুলির নাম; নাগেরবাজারের আরসালান, বাইপাসের ধারের শিমলা বিরিয়ানি, রিপন স্ট্রিটের করিমস, পুরনিগমের পাশের নিজাম এবং বিখ্যাত মিষ্টির দোকান বলরাম মল্লিক ও রাধারমণ মল্লিক, মিষ্টিমুখ-সহ কয়েকটি নামী রেস্তরাঁ ও খাদ্যবিপণির নাম।

মঙ্গলবার বিকেলে কলকাতা পুরসভায় আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে এই নজিরবিহীন পদক্ষেপের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানান পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে। তিনি বলেন, 'কলকাতা জুড়ে খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের এই বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৫৯২টি জায়গায় ঝটিকা তল্লাশি চালানো হয়েছে। উদ্ধার হওয়া

১২২৪ কেজি পচা ও অস্বাস্থ্যকর খাবার বাজেয়াপ্ত করে সঙ্গে সঙ্গেই তা নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।' তিনি আরও জানান, রাসায়নিক ও বিষাক্ত রংয়ের উপস্থিতি পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট রেস্তোরাঁগুলি থেকে ইতিমধ্যে ১৬১টি খাবারের নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। এদিকে পুরসভা সূত্রে খবর, যে ৪০টি সংস্থার লাইসেন্স সাসপেন্ড করা হয়েছে, তারা খাদ্য সুরক্ষার নিয়মাবলী ও স্বাস্থ্যবিধি সঠিকভাবে মেনে চলার অঙ্গীকার করে পুনরায় আবেদন জানালে তবেই তাদের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা হবে। নতুবা এদের বিক্রি করার অনুমতি মেলা কঠিন।

উল্লেখ্য, দুর্গাপুজোর আগে শহরবাসীকে ভেজাল ও বিষাক্ত খাবারের হাত থেকে বাঁচাতে রাজ্য সরকারের নির্দেশে ছোট দোকান থেকে শুরু করে বহুজাতিক রেস্তোরাঁ- সর্বত্রই কড়া নজরদারি চালাচ্ছে খাদ্য দপ্তর। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে জমা পড়া রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই এই কঠোর সিদ্ধান্ত। এর আগেও চিনাপাড়ার বিগ বস এবং বারবিকিউ নেশনের মতো বেশ কিছু নামী রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি হগ মার্কেট (নিউ মার্কেট) চত্বরে 'ক্রেতা সুরক্ষা সপ্তাহ' কর্মসূচির সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, ফ্ল্যাট জালিয়াতি, সবজি-মাছে ক্ষতিকর রংয়ের প্রয়োগ কিংবা মাপে কারচুপি; যে কোনও ধরনের অসাধু কারবারের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে চলবে রাজ্য সরকার।

এদিকে, এই ঘটনার পর তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। বিখ্যাত জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা প্রায় একযোগেই জানান, 'ভাবতেই অবাক লাগছে, নামী রেস্তোরাঁর মোড়কে এতদিন সাধারণ মানুষ খাবারের নামে ঠিক কী ধরনের বিষ খেয়ে আসছিলেন! খাদ্য দপ্তরের এই তৎপরতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।' পাশাপাশি সতর্ক করে তাঁরা এও জানান, খাবারে টেক্সটাইল ডাই বা কৃত্রিম রঙিন কেমিক্যাল এবং পচা মাংস ব্যবহারে যকৃৎ (লিভার), কিডনি এবং স্নায়ুতন্ত্রের অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে।

পাহাড়ে পুজোর উপহার শুভেন্দুর

বিপর্যয় মোকাবিলায় জিটিএকে ২৫৪ কোটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: খারাপ আবহাওয়ার জন্য বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে রওনা দিয়েও দৃশ্যমানতা কম থাকায় মঙ্গলবার কালিম্পংয়ে অবতরণ করতে পারলেন না রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শেষ পর্যন্ত শিলিগুড়ির উত্তরকন্যা থেকেই ভার্চুয়াল পদ্ধতির মাধ্যমে কালিম্পংবাসীর উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন তিনি। সেই সভা থেকে পাহাড়ে বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে (জিটিএ) ২৫৪ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন ভার্চুয়াল মাধ্যমে কালিম্পংবাসীর উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আমি দশ মিনিট ধরে অবতরণের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু জ্বালানি কম থাকায় উত্তরকন্যায় ফিরে আসতে হয়। আমি ৬ অক্টোবর ফের পাহাড়ে আসব। ২২ সেপ্টেম্বর আমি কোচবিহার ও জলদাপাড়ায় গন্ডার দিবস পালন করতেও আসব। ২ অক্টোবর আমি বক্সায় আসব। ৬ অক্টোবর দার্জিলিং যাব। ফেরার সময় কালিম্পং হয়ে ফিরব।'

জিটিএ নিয়ে চলতে থাকা পরিস্থিতি প্রসঙ্গেও এ দিন মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, জিটিএ-র সমস্যা মেটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাহাড় সংক্রান্ত বিষয়গুলি দেখার জন্য স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। এছাড়াও গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'জিটিএ-র সমস্যার সমাধান করে দিয়েছি। আমি স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি পাহাড়ের সমস্ত বিষয়ে কাজ করার। কালিম্পংয়ে একটি মেডিক্যাল কলেজ বরাদ্দ হয়েছে। আমি নিজে থেকে তার শিলান্যাস করব। এটা কালিম্পংবাসীর জন্য বড় উপহার।'

পাহাড়ে সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং ধসের ঘটনাকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে রাজ্য প্রশাসন। সম্প্রতি মিরিকে বড় ধসের ঘটনার কথা উল্লেখ করে এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, পরিস্থিতি মোকাবিলায় সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, 'বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের মুখ্যসচিব রাজেশ সিন্‌হাকে পাহাড়ের বিপর্যয় নিয়ে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছি। সম্প্রতি মিরিকে বড় ধসের ঘটনা ঘটেছে। আমাদের খুব সাবধানে কাজ করতে হবে। জিটিএ'র চেয়ারম্যান, সভাসদরা পদত্যাগ করেছেন। জিটিএ'র বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। ২৫৪ কোটি টাকা বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য জিটিএকে দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসক সেই কাজ করবেন। মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক ও বাকি সভাসদদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে হবে। স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দেখছেন। বাকি উন্নয়নের কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে।' জিটিএ-র চেয়ারম্যান ও সভাসদদের পদত্যাগের পর নতুন প্রশাসকের হাতেই এখন সংস্থার প্রশাসনিক দায়িত্ব। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য বরাদ্দ ২৫৪ কোটি টাকার কাজ প্রশাসকের তত্ত্বাবধানেই এগোবে। মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এবং অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে পাহাড়ের উন্নয়নমূলক কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাও বলেছেন তিনি।

জিটিএর দুর্নীতিতে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদ: জিটিএ-তে কোনওরকম দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হলে কাউকেই ছেড়ে দেওয়া হবে না। মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠক থেকে এমনই কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, জিটিএ-র তদন্ত শেষ হওয়ার পর দায়ীদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হবে, প্রয়োজন হলে গ্রেপ্তারও করা হবে। বেআইনি ভাবে আত্মসাৎ করা সরকারি অর্থ ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থাও করবে রাজ্য সরকার। জিটিএ-র বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'জিটিএ-তে যে সমস্ত দুর্নীতি হয়েছে, তার কোনওটাকেই আমরা ছাড়ব না।' যদিও এই অভিযোগগুলির তদন্ত করতে ইতিমধ্যেই একটি কমিটি কাজ শুরু করেছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে গঠিত ওই কমিটির কার্যকরী সদস্য আইপিএস আধিকারিক কালিয়াপ্পন জয়রমণ। এই কমিটির সদস্যেরা পাহাড় এবং উত্তরবঙ্গের সংশ্লিষ্ট এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখছেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

জিটিএ-র অধীনে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। ৪০০-এর বেশি শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি তদন্তের আওতায় এসেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। পাশাপাশি, পানীয় জল সংক্রান্ত 'অমৃত' প্রকল্পের অর্থ খরচ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

শুধু তা-ই নয়, পাহাড়ের বিভিন্ন জনজাতির উন্নয়নের জন্য তৈরি একাধিক উন্নয়ন পর্ষদের তহবিল ব্যবহারের বিষয়েও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার বিষয় স্পষ্ট জানান মুখ্যমন্ত্রী। লেপচা ও তামাং বোর্ড-সহ মোট ১১টি উন্নয়ন পর্ষদের টাকা নিয়েও অভিযোগ আছে বলে এদিন মুখ্যমন্ত্রী দাবি করে জানান। কালিম্পংয়ের বাসিন্দাদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস, 'নিশ্চিন্তে থাকুন, যারা দুর্নীতি করেছে তাদের একজনকেও ছেড়ে দেওয়া হবে না।'

যদিও তদন্তে অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গেলে প্রশাসন কী পদক্ষেপ করবে, সে কথাও এদিন স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, তদন্ত শেষ হওয়ার পর এফআইআর করা হবে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চা শ্রমিকদের বোনাস, ৩২০ কোটি আবাস যোজনায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: খারাপ আবহাওয়ার জন্য মঙ্গলবার কালিম্পংয়ে পৌঁছতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শিলিগুড়ি থেকেই ভার্চুয়াল মাধ্যমে কালিম্পং জেলার উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। সেই সভা থেকে চা বাগানের পরিকাঠামো উন্নয়নে ৩২০ কোটি টাকা বরাদ্দ, চা শ্রমিকদের বোনাস, স্বাস্থ্য পরিষেবা, আবাসন, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক ভাতা নিয়ে একাধিক ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার তাঁর বক্তব্যের বড় অংশ ছিল চা বাগানকে কেন্দ্র করেই। পাহাড় ও তরাইয়ের বন্ধ এবং রুগ্ন চা বাগানগুলির সমস্যা মেটাতে কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রতিনিধিরা কাজ করবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, অসমের আদলে পশ্চিমবঙ্গেও 'প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক যোজনা ২০২১' চালু করা হচ্ছে।

এই প্রকল্পের আওতায় পাহাড় থেকে তরাই পর্যন্ত চা বাগানগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে ৩২০ কোটি টাকা খরচ করা হবে। পুজোর মরসুমের আগেই চা শ্রমিকদের ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়ার বিষয় নিয়েও শ্রম দপ্তর থেকে নির্দেশিকা বা পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এছাড়াও দুর্গাপুজো, দীপাবলি এবং ভাইফোঁটার আগে চা শ্রমিকদের হাতে বোনাস পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

মঙ্গলবার চা শ্রমিকদের ছাড়াও কালিম্পং জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়েও বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় জেলার ২ লক্ষ ১৮ হাজারের বেশি মানুষকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিখরচায় চিকিৎসার সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই এক লক্ষের বেশি মানুষের কার্ড সক্রিয় হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। যাঁরা এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন না, তাঁদের জন্য অন্য স্বাস্থ্য বিমার ব্যবস্থা করার আশ্বাসও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় মহিলাদের মাসে ৩ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার কথাও তুলে ধরেন সভায়। প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ওই টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেওয়ার হবে বলেই মুখ্যমন্ত্রী জানান। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে অন্নপূর্ণা দিবসে বিশেষ কিস্তির টাকা দেওয়ার পরিকল্পনার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি পাহাড়ে কর্মসংস্থান বাড়াতে পুলিশের বিশেষ বিভাগে অন্তত এক হাজার কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দ্রুত প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু। এর মধ্যে ৩০০টি পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। একই সঙ্গে ১০০ দিনের কাজের সুযোগ গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি শহরেও বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও বিধবা ও বার্ধক্য ভাতার অঙ্কও বাড়ানোর কথা জানান তিনি। মাসে ১ হাজার টাকা থেকে তা দেড় হাজার টাকা করা হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়।

তিস্তা সংলগ্ন দুর্গত এলাকার পরিস্থিতি মোকাবিলায় উদ্ধারকারী দল মোতায়েনের কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। অর্জুন বাহিনী-সহ অন্যান্য উদ্ধারকারী বাহিনীকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানানো হয়। এছাড়া আবাসন নিয়েও মঙ্গলবার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী বলেন আগামী ছ'মাসের মধ্যে কালিম্পং জেলার ভূমিহীন ও ঘরহীন মানুষদের জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় ৮ হাজার ৩২৫টি নতুন বাড়ি তৈরির তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে।

মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে কালিম্পং জেলার কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মান জানানো হয়।

সচিবস্তরে নবান্নে বড় রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্নে ফের শীর্ষস্তরের আমলাতান্ত্রিক রদবদল। মঙ্গলবার জারি হওয়া রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের সচিব পর্যায়ে বদলি ও অতিরিক্ত দায়িত্বের ঘোষণা করা হয়েছে। কৃষি, দমকল, ভূমি ও ভূমি সংস্কার, কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার এবং অর্থ দপ্তরে এই রদবদল কার্যকর করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বর্তমানে অর্থ দপ্তরের সচিব দেবী প্রসাদ করণমকে কৃষি দপ্তরের সচিব পদে নিয়োগ করা হয়েছে। অন্যদিকে, কৃষি দপ্তরের প্রধান সচিব ওঙ্কার সিং মীণাকে দমকল ও জরুরি পরিষেবা দপ্তরের প্রধান সচিব করা হয়েছে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের প্রধান সচিব সুরেন্দ্র গুপ্তকে কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের প্রধান সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্বও সামলাবেন।

অর্থ দপ্তরেও বাড়ানো হয়েছে দায়িত্ব। রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প রেভিনিউ কমিশনার তথা ইন্সপেক্টর জেনারেল পবন কাদিয়ানকে অর্থ (বাজেট) দপ্তরের সিনিয়র স্পেশ্যাল সেক্রেটারি করা হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি ট্রেজারিজ অ্যান্ড অ্যাকাউন্টসের ডিরেক্টর, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রুপ ইনস্যুরেন্সের ডিরেক্টর এবং রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প রেভিনিউ কমিশনারের অতিরিক্ত দায়িত্বও বহাল রাখবেন।

রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, জনস্বার্থে এবং সক্ষম কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমেই এই নিয়োগ ও দায়িত্ব বণ্টনের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে। নতুন নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা তাঁদের নতুন দায়িত্ব পালন করবেন।

'ঝুট কা গুঞ্জ' প্রবক্তা রাহুলকে তির মোদীর

ভদোদরা, ৮ সেপ্টেম্বর: ভদোদরা মহারাজা সায়াজিরাও ইউনিভার্সিটি প্যাভিলিয়নে আয়োজিত 'নমো ফর বিকশিত ভারত' অনুষ্ঠান ঘিরে উদ্দীপনা ছিলই। তা তুঙ্গে ওঠে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার সেখানে পৌঁছতেই। পরে বক্তব্য রাখার সময় একগুচ্ছ প্রকল্পের কথা বলতে শোনা যায় তাঁকে। সেই সঙ্গেই তিনি তোপ দাগেন কংগ্রেসকে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অত্যন্ত ব্যস্ত কর্মসূচির মধ্যেই এই জনসভার আয়োজন করা হয়। মঙ্গলবার দুপুরের দিকে ভদোদরায় ৩৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার পর এদিনই তিনি মহারাষ্ট্র সফরও করেন।

আগে থেকেই জানা ছিল, এদিন ৩৫,০০০ কোটি টাকার রেল ও সড়ক পরিকাঠামো প্রকল্পের সূচনা করবেন মোদী। এবং ডেডিকেটেড

ফ্রেট করিডোরের তিনটি নতুন সেকশনের উদ্বোধনও করার কথা তাঁর। তার আগে মঞ্চে উঠে মোদী তোপ দাগেন কংগ্রেসকে। দাবি করেন, হাত শিবিরের আমলে দেশের উন্নয়ন থমকে ছিল। তাঁকে কটাক্ষ করতে দেখা যায়, 'গত এক দশকে ভারত রেল কোচ, মেট্রো কোচ, রেল ইঞ্জিনের এক বৃহৎ নির্মাতায় পরিণত হয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে ধরলে আমরা ৫০ হাজার আধুনিক ট্রেন নির্মিত করেছি। বিগত সরকার দশ বছরে ৫০ হাজার শৌচালয়ও বানাতে পারেনি।' সেই সঙ্গেই বিরোধীদের 'নারাজ ফুফাজি' বলেও টিপ্পনী কাটেন মোদী। ফ্রেইট করিডোর প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, 'এবার ক্রুদ্ধ পিসেমশাইরা কী বলবেন? বলবেন, এতে ট্রাক চালকদের অসুবিধা হবে না তো? ট্রাক কোন পথ দিয়ে যাবে? যাঁরা ট্রাক কিনেছেন, তাঁদেরই বা কী হবে?' সেই সঙ্গে লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে 'ঝুট কি গুঞ্জ'-এর প্রবক্তা বলেও আক্রমণ করতে দেখা যায় তাঁকে। তাঁর দাবি, তরুণদের গর্জনেই ওই 'গুঞ্জ' ছাপা পড়বে।

উল্লেখ্য, ২০,৭০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে নির্মিত 'ওয়েস্টার্ন ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোর' উত্তর ভারতের সঙ্গে মুম্বইয়ের জওহরলাল নেহরু বন্দরের (জেএনপিটি) সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপন করবে। এর ফলে আমদানি-রপ্তানি পণ্য পরিবহণ দ্রুততর হবে, লজিস্টিকস বা পণ্য পরিবহণ সংক্রান্ত খরচ কমবে এবং বিদ্যমান রেলপথে চলাচলের চাপ হ্রাস পাবে।

শুক্রবার ব্রিকসের আগে মোদী-পুতিন বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর: আগামী শুক্রবার নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেশকভ মঙ্গলবার এ কথা জানিয়ে বলেন, ''দুই রাষ্ট্রনেতার আলোচনায় পরমাণু সহযোগিতা, প্রস্তাবিত 'সুখোই এসইউ-৫৭' এবং রাশিয়ার অশোধিত তেলের উপর মার্কিন শুল্ক আরোপ ও নিষেধাজ্ঞার মতো বিষয়ে আলোচনা হতে পারে।''

আগামী ১২-১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ব্রিকসের ১৮তম শীর্ষসম্মেলন। গত ৩১ অগস্ট কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে 'শাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন' (এসসিও)-এর ২৬তম শীর্ষসম্মেলনের পার্শ্ববৈঠকে পুতিনকে ব্রিকসে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মোদী। মঙ্গলবার ক্রেমলিনের মুখপাত্র জানিয়েছেন, মোদীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ভারত সফরের সিদ্ধান্ত

নিয়েছেন পুতিন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেড় বছর আগেই ভারতীয় বায়ুসেনার জন্য 'এফ-৩৫ লাইটনিং২' যুদ্ধবিমান বিক্রির বার্তা দিয়েছিলেন নয়াদিল্লিকে। তা ফিরিয়ে পুরনো সামরিক সহযোগী রাশিয়ার তৈরি 'সুখোই এসইউ-৫৭' -এর উপরেই মোদী সরকার ভরসা রাখে কি না, তা নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে ইতিমধ্যেই। কারণ শুধু বিক্রি নয়, ইতিমধ্যেই পঞ্চম প্রজন্মের স্টেল্‌থ ফাইটার জেট এসইউ-৫৭-এর যৌথ উৎপাদন এমনকি, প্রযুক্তি হস্তান্তরেও প্রস্তাব এসেছে মস্কোর তরফে। এ ছাড়া, ভারতে নতুন রুশ পারমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন ও অসামরিক পরমাণুক্ষেত্রের সম্প্রসারণ, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে ডলার-নির্ভরতা কমিয়ে টাকা ও রুবলের ব্যবহার বাড়ানো এবং ইউক্রেন যুদ্ধের পরিস্থিতিতে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ও তেলের উপর শুল্কের বিষয়টি নিয়েও মোদী-পুতিন আলোচনা হতে পারে বলে পেশকভের দাবি।

নন্দীগ্রামের সর্বদলে দেখা নেই তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার জাতীয় নির্বাচন কমিশন নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা করার পরই শুরু হয়েছে প্রশাসনিক প্রস্তুতি। আগামী ৬ অক্টোবর ভোট অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভাবে করতে বদ্ধপরিকর কমিশন। মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুরের নিমতৌড়িতে জেলাশাসকের কার্যালয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়। প্রায় সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত থাকলেও দেখা যায়নি তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও প্রতিনিধিকে। সেই অনুপস্থিতিকে ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক আলোচনা।

জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমারের ডাকা ওই বৈঠকে ভোট পরিচালনা এবং নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এদিনের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নির্বাচনের নিয়ম ও প্রশাসনিক নির্দেশিকা সম্পর্কেও জানান জেলাশাসক। তবে সর্বদলীয় বৈঠকে তৃণমূলের প্রতিনিধি না থাকা নিয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে। কেন দলের কেউ বৈঠকে যাননি, সে বিষয়ে তমলুক বা নন্দীগ্রাম সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল নেতৃত্ব প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চায়নি।

গত বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সময়ে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকেও নির্বাচিত হওয়ায় নিয়ম মেনে পরে নন্দীগ্রাম বিধানসভা আসনটি ছেড়ে দেন তিনি। সেই কারণেই আসনটি শূন্য হয়। এবার সেই আসনেই উপনির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন। যদিও এবার ভোটের আগে তৃণমূলের অবস্থান নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন জল্পনা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি আল্পনা হালদার ১/৯/২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে আল্পনা হালদার ও সুভদ্রা হালদাল একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম আল্পনা হালদার ঘোরঘাটা সেট পাড়া বীরনগর নদীয়া।

Change of Name

I, **ROBIN KUMAR** S/o Subodh Kumar, resident of Bunglow No- 05, Gopinathchak, Ashiyana Greens Colony Raikishor, PO - Changual, P.S-KGP (L), Dist.- Paschim Medinipur, 721 301, hereby solemnly affirm and declared that my daughter's actual / correct name with surname is **ASEAL KUMAR** instead of **ASEAL** for all purpose vide affidavit no.- 11272, Dated 01/09/2026 sworn In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class), at Kharagpur. **ASEAL** D/o **ROBIN KUMAR** and **ASEAL KUMAR** D/o **ROBIN KUMAR** is the same & one identical person i.e. my daughter.

CHANGE OF NAME

I, **Jayanti Ghorai Maity** W/o - Saheb Maity residing at Vill. - Tungur P.O. - Pingla P.S.- Pingla, Dist.-Paschim Medinipur,Pin-721140 have changed my name & my husband's name and shall henceforth be known as **Jayanti Ghorai Maity** W/o - Saheb Maity as declared before the 1st class judicial Magistrate ,Paschim Medinipur vide affidavit no.-21747,dt.-17.08.26 **Jayanti Ghorai Maity, Jayanta Ghorai (Maiti)** and **Jayanti Ghoarai (Maity)** all are same & one indentical person and Saheb Maity and Saheb Maiti all are same & one identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 03/09/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 134 নং এফিডেভিট বলে আমি Md Arman (old name), S/o. Mohd Yousuf Malik, R/o. Purusottampur, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Md Arman নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mohd Arman Malik (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Mohd Arman Malik & Md Arman S/o. Mohd Yousuf Malik, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার স্ত্রী Sufiya Begam.

গত 08/09/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 21395 নং এফিডেভিট বলে আমি Selima Bibi (old name), W/o. Sk Rahamat Ali, D/o. Late Jiyad Ali Mallick, R/o. Near Mallick Para Masjid, Boro Khejuria, Addconagar, Mogra, Hooghly-712121, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Selima Bibi নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Selima Khatun (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Selima Khatun & Selima Bibi, W/o. Sk Rahamat Ali, D/o. Late Jiyad Ali Mallick, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 07/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 21254 নং এফিডেভিড বলে আমি Keshab Chandra Pandit S/o. Barendra Chandra Pandit ও Keshab Ch Pandit S/o. B Ch Pandit সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 08/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 21495 নং এফিডেভিড বলে আমি Tutun Mandi S/o. Jiban Mandi ও Totan Mandi S/o. J. Mandi সাং ইটাচুনা, পান্ডুয়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার মক্কেলগন জেলা-হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, মৌজা-আলতাড়া, জে.এল. নং-০৮, হাল খতিয়ান নং- ১০৫৫, ১০৫৬, ১০৫৭, ১০৫৮, হাল দাগ নং- ১। ১৩৩ নং দাগে-০.২৩ একর, ২। ১৩৪ নং দাগে-০.০৬ একর, ৩। ১৩৫ নং দাগে-০.১০ একর, ৪। ১৪৪ নং দাগে-০৩.৫ একর, ৫। ৬৯ নং দাগে-০.০২ একর, ৬। ৩২ নং দাগে-০.০৪ একর, ৭। ৩৩ নং দাগে- [illegible]

Rajdip Sur (Advocate)
Chandernagore Court
Enrolment No. F/1728/2008

ক্রয়-বিক্রয়

আমি সীমা সরদার, স্বামী শ্যামপ্রসাদ সরদার, চাকদহ লালপুরের বাসিন্দা। চাকদহ বি.ডি.ও. অফিসের কাছেই ১৫ নং কামালপুর মৌজায় ৯১১ নং খতিয়ান ও ৪৫ নং দাগে ০৮ (আট) শতক জমি আদিবাসী ব্যক্তির কাছে বিক্রি করতে চাই। ইচ্ছুক আদিবাসী ক্রেতা 9083828764 নম্বরে যোগাযোগ করুন।

জমি বিক্রয় সংক্রান্ত আপত্তি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী সুজিত আদক ওরফে বাদল আদক, দুইল্যা মৌজা, J.L. No.-35, হাল L.R. 9566 নং খতিয়ানভুক্ত, সাবেক 1647 নং দাগের হাল L.R. 1745 নং দাগে ভুক্ত দলিল দৃষ্টান্তে কশিবেশী 4.5100 শতক (প্রায়) জমি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। উক্ত জমি বিক্রয়ের বিষয়ে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোনো স্বত্ব, স্বার্থ, দাবি, আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে, তাহা যথাযথ প্রমাণপত্রসহ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে/নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিতভাবে জানাইতে হইবে। উক্ত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি প্রাপ্ত না হইলে, পরবর্তীকালে উত্থাপিত কোনো দাবি বা আপত্তির জন্য আমার মক্কেল দায়ী থাকিবেন না।

Ritabrata Chakraborty
Advocate, Howrah Court

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল বিজয় দাস, পিতা- স্বর্গীয় হারাধন দাস সাং- উত্তর কলাতলা পোঃ- চরব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, বিক্রেতা ১) সুমন ব্যানার্জ্জী, পিতা- স্বর্গীয় নিতাই ব্যানার্জ্জী, ২) যমুনা গোলদার, স্বামী- পলাশ গোলদার, উভয়ের সাং- রুদ্রপাড়া সরকার পাড়া, পোঃ - শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, নিকট হইতে গত ইংরাজী ১০-১১-২০২৫ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৪৭৫ নং বিক্রয়কোবালা দলিল মূলে নবদ্বীপ থানার অধীনে ২২নং, ব্রহ্মনগর মৌজার আর এস ও এল. আর ৯৮ নং দাগের L.R ৩০৬ নং খতিয়ানভুক্ত ৬.৬০ শতক সম্পত্তি খরিদ করেন। বিক্রেতাদ্বয়ের পিতা জীবৎকালে গত ইংরাজী ২০.০৬.২০১৩ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৭১৬ নং বিক্রয়কোবালা দলিল মূলে অশোক কুমার দাস, পিতা- স্বর্গীয় বিনোদ বিহারী দাস, সাং- দঃ কলাতলা, পোঃ- চরব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, এর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার ১) যতীন দেবনাথ, পিতা- স্বর্গীয় যোগেশ দেবনাথ, ২) রামকৃষ্ণ দেবনাথ, পিতা- ভুবনদেবনাথ, ৩) বিভাস দেবনাথ, পিতা - বিনোদ বিহারী দেবনাথ, এর নিকট হইতে খরিদ করেন। তৎপর অত্র দলিলের বিক্রেতা গত ইংরাজী ০৮-০৪-১৯৮১ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৭৪৭ নং বিক্রয়কোবালা দলিল মূলে প্রমথ নাথ দাস, পিতা - রামচরন দাস এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। প্রকাশ থাকে যে, প্রমথ নাথ দাস, পিতা- রামচরন দাস এর নামে উক্ত সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত আছে।এক্ষনে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি নবদ্বীপ বিএল.এন্ড.এল.আর.ও. অফিসে নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ বি.এল. এন্ড. এল.আর.ও. মহেশগঞ্জ অফিসে উপযুক্ত প্রমানাদি সহ আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় ভবিষ্যতে কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না এবংআইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। **Subhas Pal (Advocate) Nabadwip Court Nabadwip Nadia**.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি রাজু দেবনাথ, পিতা জীতেন দেবনাথ, সাং- মাজদিয়া স্কুল মাঠ, চরব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়ার বাসিন্দা। থানা- নবদ্বীপ এলাকাধীন ১৮নং মাজদিয়া মৌজার এল আর ২৯১৫ খতিয়ান ভুক্ত এল আর ২৮৮ নং দাগের ৩.৩০শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ১৯/০৪/২০২৩ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১২৪৫নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং- চম্স্বরূপগঞ্জ গাদিগাছা, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া নিবাসী শ্রী শিশির দেবনাথ, পিতা শম্ভু দেবনাথ-এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-২২/০৮/২০২৩ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৬৪৩ নং দলিল দ্বারা সাং-মাজদিয়া বেলডাঙা পাড়া, পোঃ-চর ব্রহ্মনগর থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া নিবাসী প্রশান্ত দেবনাথ পিতা-ননি দেবনাথ-কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

ADVERTISEMENT

In the Court of Ld. Civil Judge (Sr. Div.), Kharagpur Sadar
Probate Case No. 01/2024

M.Sari @ Madi Sari
.... Executor/Petitioner

This information is to notify the General Public about the schedule suit properties mentioned below In The Matter Of Late Saraswati Sharma's property duly notarised vide no. S/718, dated 12.10.2018 is pending before the Ld. Court for Grant of Probate of the WILL. Objection raised by anyone may kindly be responded within 30 days from the date of publication of the matter or else court will be free to pass necessary order.

SCHEDULE

District: Paschim Medinipore,
P.S- Kharagpur (T) Ward No. 27
Holding No.-253/253
ID No. 40548
Total area of land- decimal
Butted and Bounded by
On the North: Railway Line
On the East: Ramu
On the South: Road
On the West: Mala Kondal

Sd/-Nur Huda Mandal (Sheristadar)
District Deligate
Kharagpur Sub- Divisional Court
29/08/2026 Paschim Medinipur

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলীর চুঁচুড়াস্থিত ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত ।

সন ২০২৫ সালের ২২ নম্বর ৩৯ আইন মোকর্দ্দমা।

দরখাস্তকারীনী : শ্রীমতী টুনু ওরফে সোমা সিংহরায় সাহা স্বামী শুভ্রাংশু সিংহরায় সাকিম - ১৮৫, বি.এম.রোড, 'ল্যাভিস্টা এ্যাপার্টমেন্ট' ফ্ল্যাট নম্বর - ৩০১, বড়বাজার, চন্দননগর, পোঃ ও থানা চন্দননগর, জেলা - হুগলী, বর্তমান সাকিম- শুড়িপাড়া খড়ুয়াবাজার, এন.এস. রোড, পোঃ ও থানা - চুঁচুড়া জেলা - হুগলী, পিন -৭১২১০১ ।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে অত্র বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জানানো যাইতেছে যে, জেলা হুগলী, পোঃ ও থানা চুঁচুড়ার অন্তর্গত নেতাজী সুভাষ রোড শুড়িপাড়া খড়ুয়াবাজার নিবাসী অধুনামৃত **কৃপাসিন্ধু সাহা**, পিতা মৃত যতীন্দ্র নাথ সাহা তাহার জীবদ্দশায় গত ইংরাজী ১১।০৫।২০০৯ তারিখে তাহার দ্বারা সম্পাদিত ও রেজেষ্ট্রীকৃত ২২ নম্বর উইল মূলে, উইলে বর্ণিত সম্পত্তি তাহার সহোদরা ভগ্নি অধুনামৃত জ্যোৎস্না সাহার কন্যা **শ্রীমতী টুনু ওরফে সোমা সিংহ রায়কে** প্রদান করিয়া যান এবং উক্ত উইলে তাহার ভাগ্নি দরখাস্তকারিনী শ্রীমতী টুনু ওরফে সোমা সিংহ রায়কে একজিকিউটার নিযুক্ত করিয়া যাইবার পর উক্ত কৃপাসিন্ধু সাহা অবিবাহিত অবস্থায় গত ইংরাজী ১১।০৮।২০২৫ তারিখে পরলোকগমন করিবার পর দরখাস্তকারিনী উপরোক্ত উইলের প্রবেট পাইবার নিমিত্ত অত্র আদালতে উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন । উপরিলিখিত উইলের প্রবেট দরখাস্তকারিনীর অনুকুলে আদালত মঞ্জুর করার সম্বন্ধে বা উক্ত ব্যাপারে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে আগামী ১ এক মাস মধ্যে উক্ত কেসে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন । অন্যথায় এক তরফা বিচারে দরখাস্তকারিনী অনুকুলে উক্ত উইলের প্রবেট মঞ্জুর করা হইবে ।

দরখাস্তকারিনীর পক্ষে
শ্রী নিতাই চন্দ্র ঘোষ, উকিলবাবু

অনুমত্যানুসারে
অম্লান সেন, সেরেস্তাদার,
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার মক্কেলগন জেলা-হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, মৌজা-আলতাড়া, জে.এল. নং-০৮, হাল খতিয়ান- ১২, ৫৭২, ৬৭৫, ৬৭৬, ৬৭৭, হাল দাগ নং- ১। ২১৭ নং দাগে-০.০৮ একর, ২। ২১৯ নং দাগে ০.৪২ একর, ৩। ২১৮ নং দাগে-০.০৩ একর সম্পত্তি ১। সমীর চক্রবর্ত্তী, ২। গৌতম চক্রবর্ত্তী, ৩। পার্থ চক্রবর্ত্তী, ৪। উৎপল চক্রবর্ত্তী, ৫। ইরানী মুখার্জী, ৬। লাবন্য ব্যানার্জী, ৭। সঞ্জয় ঘোষ, ৮। প্রনতী নিয়োগী, ৯। পাপিয়া পান, ১০। সুমিতা মিত্র, ১১। শেখর ঘোষ, ১২। সৈকত ঘোষ, ১৩। সৌরভ ঘোষ, ১৪। সমীর ঘোষ-এর পক্ষে ২৭/ ০৬/ ২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১৯৩৮/২০২৪ নং আমমোক্তারনামা মূলে সন্তোষ কুমার মন্ডল, পিতা-বিনোদ মন্ডল-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে আমার মক্কেলগণ উক্ত আমমোক্তার মূলে আমমোক্তার গ্রহীতার নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করেন। বর্তমানে আমার মক্কেলগন নিজ নিজ দলিলমূলে উক্ত সম্পত্তি মিউটেশনের জন্য আবেদন করবেন। উক্ত আমমোক্তারনামা বা অত্র দাগগুলিতে কোনো অভিযোগ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে খলিসানী বি.এল.আর.ও. অফিসে লিখিত অভিযোগ জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক আবেদনগুলি নিস্পত্তি করা হইবে।

Rajdip Sur (Advocate)
Chandernagore Court
Enrolment No. F/1728/2008

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী কনক ধাড়া ওরফে কনকবালা ধাড়া**, স্বামী শ্রী শঙ্কর ওরফে অরুন কুমার ধাড়া, সাকিম তারকেশ্বর স্টেশন রোড, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪১০, মহাশয়া বিগত ইং ২৮/০২/২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00077/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **১)শ্রী স্বপন ভৌমিক**, পিতা ৺দীনেশ চন্দ্র ভৌমিক, সাকিম মগরা কাঁটাপুকুর, মগড়া, হুগলী-৭১২১৪৮ এবং **২)শ্রী নীলকমল গায়েন**, পিতা ৺নীরঞ্জন গায়েন, সাকিম বাড়োল প্রসাদপুর, মগড়া, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয়দ্বয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেলদ্বয় নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি, বিগত ইং ১০/০৭/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস. আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-05542/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমত্যা শিউলি চক্রবর্ত্তী**, স্বামী ৺বিশ্বজিৎ চক্রবর্ত্তী, সাকিম রবীন্দ্রনগর (দেশবন্ধু পল্লী), রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ফতেপুর, ৫ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫৮ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৭১৯ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১২৪ শতক তন্মধ্যে ৩.৩০ শতক বা ১৪৪০ বর্গফুট সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমত্যা শিউলি চক্রবর্ত্তী** তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার মক্কেলগন জেলা-হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, মৌজা-ব্যাজড়া, জে.এল. নং-০৪, হাল খতিয়ান- ১৬৩, ১০০৯, ১১৪৮, ১৩৫৬, ১৩৫৭, ১৩৫৮, ১৩৫৯, ১৩৬০, ১৩৬১, ১৩৬২, ১৩৬৩, ১৩৬৪, ১৩৬৫, ১৫৩৬ ও ১৫৩৭ হাল দাগ নং- ১। ৪৪৫ নং দাগে-০.২০ একর ২। ৪৩৫ নং দাগে ০.০৫ একর ৩। ৪৪৫/ ১২৮৪ নং দাগে-০.১৪ একর ৪। ৪৩৪ নং দাগে ০.০৪ একর সম্পত্তি ১। তরুণ কুমার ঘোষ, ২। অরুণ ঘোষ, ৩। বাণী সাহা, ৪। রিন্টু ঘোষ, ৫। পতুল ঘোষ, ৬। সঞ্জীব ঘোষ, ৭। সুব্রত ঘোষ, ৮। সুনীল কুমার ঘোষ, ৯। শম্পা ঘোষ, ১০। পার্থ ঘোষ, ১১। সুব্রত কুমার ঘোষ, ১২। অনিমা দাস, ১৩। নিলীমা চ্যাটার্জ্জী, ১৪। প্রতীমা ঘোষ, ১৫। নিখিল ঘোষ, ১৬। সুরজিৎ ঘোষ, ১৭। কাকলী ঘোষ, ১৮। রঞ্জুশ্রী মণ্ডল, ১৯। সৈকত ঘোষ, ২০। আল্পনা ঘোষ, ২১। রুপম ঘোষ, ২২। রুম পাল-এর পক্ষে ০৬/ ০৩/ ২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর. হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৫৩৪/২০২৬ নং আমমোক্তার নামা মূলে এ্যাঞ্জেল এন্টারপ্রাইসস এ্যান্ড কোং-এর পক্ষে পার্টনারদ্বয়কে আমমোক্তার ১। তপতী দাস, স্বামী রাজ কুমার দাস, ২। রাজকুমার দাস, পিতা- সৌরেন্দ্র নাথ দাস আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে আমার মক্কেলগণ উক্ত আমমোক্তার মূলে আমমোক্তার গ্রহীতাদের নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করেন। বর্তমানে আমার মক্কেলগন নিজ নিজ দলিলমূলে উক্ত সম্পত্তি মিউটেশনের জন্য আবেদন করবেন। উক্ত আমমোক্তারনামা বা অত্র দাগগুলিতে কোনো অভিযোগ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে খলিসানী বি.এল.আর.ও. অফিসে লিখিত অভিযোগ জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক আবেদনগুলি নিস্পত্তি করা হইবে।

Rajdip Sur (Advocate)
Chandernagore Court
Enrolment No. F/1728/2008

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী দীপঙ্কর চক্রবর্ত্তী**, পিতা ৺পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী, সাকিম পাঁচরখী, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয় বিগত ইং ২৩/১১/২০২০ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00138/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমাকে (**শ্রী সুব্রত চক্রবর্ত্তী**, পিতা শ্রী কানাই চক্রবর্ত্তী, সাকিম পাঁচরখী, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছি। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা অমরপুর, ৭৪ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩১৭ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৯ নং দাগে কলাবাগান জমি ষোল আনায় ২৮ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি **শ্রী সুব্রত চক্রবর্ত্তী**, উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার পর বর্তমান ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- শ্রী সুব্রত চক্রবর্ত্তী, আমমোক্তার

নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি **ডঃ শ্রীমতী রচিতা মিশ্র** গত ইং ০৭/০৬/২০০২ তারিখে চেন্নাই নর্থ ডিস্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৭৫২ নং আমমোক্তারনামা মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার **ডঃ শ্রী সুরেশ চন্দ্র মিশ্র** মহাশয়ের মাধ্যমে **শ্রী সন্দীপ কুমার গাঙ্গুলী** - এর অনুকুলে গত ইং ১১/১২/২০০৩ তারিখে খড়্গপুর রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৭৫৭৫ নং বিক্রয় কোবালা মূলে বিক্রয় করেন। **শ্রী সন্দীপ কুমার গাঙ্গুলী** তাহার নাম রেকর্ডভুক্ত করিবার জন্য B.L.&L.R.O., Kharagpur - I অফিসে দরখাস্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে, তবে তিনি ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে জানাইবেন, নচেৎ একতরফা শুনানি হইবে।

তফসিল: থানা – খড়্গপুর লোকাল, মৌজা – তালবাগিচা ওরফে কুচলাটারি, জে. এল. নং ১৪৫, সাবেক স্বত্ব নং ১৪৭, হাল স্বত্ব নং ১৪৭/১, রায়ত, বাস্তযোগ্য পতিত ভূমি, পরিমাণ ৪.২ ডেঃ।

Ganga Narayan Paria,
Advocate
Judge's Court, Paschim Medinipur, West Bengal

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার মক্কেলগন জেলা-হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, মৌজা-ভদ্রেশ্বর, জে.এল. নং-১২, হাল খতিয়ান- ১৪৭১, ২৪৯৫, ২৬৬৬, হাল দাগ নং- ৩৮২২ নং দাগে-০.১১ একর (৬ কাঠা ৯ ছটাক ২১ বর্গফুট) সম্পত্তি ১। দেবাশীষ ঘোষ, ২। রুনা ঘোষ-এর পক্ষে ০২/ ০৬/ ২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১২৮৮/২০২৫ নং আমমোক্তারনামা মূলে রাজু মন্ডল, পিতা-বিষ্টুপদ মন্ডল-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে আমার মক্কেলগণ উক্ত আমমোক্তার মূলে আমমোক্তার গ্রহীতার নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করেন। বর্তমানে আমার মক্কেলগন নিজ নিজ দলিলমূলে উক্ত সম্পত্তি মিউটেশনের জন্য আবেদন করবেন। উক্ত আমমোক্তারনামা বা অত্র দাগগুলিতে কোনো অভিযোগ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে খলিসানী বি.এল.আর.ও. অফিসে লিখিত অভিযোগ জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক আবেদনগুলি নিস্পত্তি করা হইবে।

Rajdip Sur (Advocate)
Chandernagore Court
Enrolment No. F/1728/2008

আমি শ্রীমতী অর্চনা মালাকার, স্বামী-শ্রী গনেশ চন্দ্র মালাকার, সাং- ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন বেলুড়, পোঃ- বেলুড়, থানা-বালি, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১২০২। আমি রিষড়া মোড়পুকুর নিবাসী ১) কুমুদ হাটুই, ২) উৎপল হাটুই, ৩) শ্রীমতী মিনতি ঘোষ, স্বামী- লক্ষন ঘোষ, ৪) শ্রীমতী বন্দনা ভাদুড়ী, স্বামী- সনৎ ভাদুড়ী এদের সকলের পিতা- জলধর হাটুই, আমমোক্তার নামা শ্রী রবি রায়, পিতা- সত্যরঞ্জন রায়, নিকট হইতে নোয়াপাড়া মৌজায় জে.এল. নং.-১০১, যার আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং.-৬৫৪ গত রিভিসন্যাল সেটেলমেন্টের ৫৪৯ নম্বর খতিয়ানভুক্ত, যার হাল এল.আর. সেটেলমেন্টর ৫৮ নং খতিয়ানভুক্ত যাহার বর্তমান এল.আর. খতিয়ান- ২১২ নম্বর হইতে আমমোক্তারনামা IV-118, Dt.- 02/08/2011, Sub Registrar Office-II, Hooghly হইতে ৪ কাঠা জমি ক্রয় করি। এই আমমোক্তারনামার বিষয়ে কারোর কোন আপত্তি থাকিলে আগামী এক মাসের মধ্যে বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিস শ্রীরামপুর-এ যোগাযোগ করিবেন। নচেৎ আইন অনুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল পরিমল দাস, পিতা- স্বর্গীয় বেনী মাধব দাস সাং ও পোঃ- চরব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, বিক্রেতা গৌতম দেবনাথ, পিতা- স্বর্গীয় রাজেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, সাং - চরমাজদিয়া, পোঃ - চরব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, এর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শংকর দেবনাথ, পিতা- স্বর্গীয় রাখাল দেবনাথ, সাং- মাজদিয়া স্কুলমাঠ, পোঃ -চরব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, এর নিকট হইতে গত ইংরাজী ০৫.০৯.২০১৮ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি. এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৮৫৯ নং বিক্রয়কোবালা দলিল মূলে নবদ্বীপ থানার অধীনে ১৯ নং চরমাজদিয়া মৌজার আরএস ও এল.আর ১৫২ নং দাগের L.R ৫০৬ নং খতিয়ানভুক্ত ৬.৬০ শতক সম্পত্তি খরিদ করেন। উক্ত আমমোক্তার দলিলখানি ২৭/০৭/২০১৮ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫২ নং দলিল হইতেছে। প্রকাশ থাকে যে, বিক্রেতা ১২.১২.২০১৪ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৯১৩ নং দলিলমূলে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষনে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি নবদ্বীপ বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও. অফিসে নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও. মহেশগঞ্জ অফিসে উপযুক্ত প্রমানাদি সহ আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় ভবিষ্যতে কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না এবং আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। **Subhas Pal (Advocate) Nabadwip Court Nabadwip Nadia**.

PUBLIC NOTICE

I, Alok Kumar Makal, Son of Binod Makal of 115 Duttabad, Sector-I, Salt Lake, Bidhannagar(M), Bidhannagar CC Block, North 24 Parganas, West Bengal – 700 064. By Virtue of an Affidavit Vide No. 30813 dated 03-09-2026, has declared that in Hidco's documents my name has been recorded as "Aloke Makal". That 'Aloke Makal' and 'Alok Kumar Makal' is the same identical person.

PUBLIC NOTICE

I, Amit Kumar Shee, Son of Gopal Chandra Shee of Block – EA, 115 Duttabad Road, Near 1 No. Water Tank, Vidyasagar Simit Shkharata Kendra, Sector-I, Salt Lake, Bidhannagar(M), Bidhannagar CC Block, North 24 Parganas, West Bengal – 700 064. By Virtue of an Affidavit Vide No. 30810 dated 03-09-2026, has declared that in Hidco's documents my name has been recorded as "Amit Shee". That 'Amit Shee' and 'Amit Kumar Shee' is the same identical person.

নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি **শ্রীমতী লীল রাণী চক্রবর্তী** গত ইং ১৫/০২/১৯৮৮ তারিখে খড়্গপুর রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-12 নং আমমোক্তারনামা মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার **শ্রী মুক্তিপদ চক্রবর্তী শ্রীমতী মুক্তি সিং**-কে বিক্রয় করেন। **মুক্তি সিং নরেশ কুমার তামাং**-কে এবং **নরেশ কুমার তামাং** গত ইং ০২/০৫/২০০৮ তারিখে খড়্গপুর রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৪৫৭ নং কোবালা মূলে **মঙ্গলী তামাং**-কে বিক্রয় করেন। **মঙ্গলী তামাং** তাহার নাম রেকর্ডভুক্ত করিবার জন্য B.L.&L.R.O., Kharagpur - I অফিসে দরখাস্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে, তবে তিনি ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে জানাইবেন, নচেৎ একতরফা শুনানি হইবে। **তফসিল:** থানা – খড়্গপুর লোকাল, মৌজা – সালুয়া, জে. এল. নং ২৬২, আর. এস. খতিয়ান নং ১৭৫, এল. আর. খতিয়ান নং ১৭৫, রায়ত, বাস্তু, পরিমাণ ৩ ডেঃ।

Ganga Narayan Paria,
Advocate
Judge's Court, Paschim Medinipur, West Bengal

NOTICE

This is to inform that **Basanti Das** W/o Narayan Chandra Das, R/o- Panchadali, P.O.+P.S.- Panskura, Dist. - Purba Medinipur, 2). **Saraswati Hati** W/o Late Mukunda Hati, 3). **Kanaklata Giri** W/o Late Lambudar Giri 4). **Mallika Kundu** W/o Late Ramchandra Kundu & 5). **Manju Chingri** W/o Harihar Chingri executed General Power of Attorney in respect of **JL No**- 135 & 140 property vide Deed No IV-102/08 on 29/04/2008 in favour of **Bhagariti Hati** and vide Deed No IV-103/08 on 29/04/2008 **Nayan Hati** at A.D.S.R. Kharagpur in respect of property **JL No**- 135 & 140, Mouza- Dhekia & Khidirpur, P.S.- KGP (T), Dist.- Paschim Medinipur. That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me or A.D. S.R. Kharagpur within **30 days** after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law. **Basanti Das**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, **শ্রী ধূর্জ্জটি প্রসাদ** তফশিল বর্ণিত তাহার অংশীয় সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য গত ইং ২৬/০৫/২০১১ তারিখে Merredpally সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৯৪/২০১১ নং আমমোক্তারনামা মূলে তাহার ভ্রাতা **শ্রী পিনাকী গুপ্ত** মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। আমমোক্তার **শ্রী পিনাকী গুপ্ত** স্বয়ং ও **ধূর্জ্জটি প্রসাদের** পক্ষে নিম্নোক্ত সম্পত্তি **ডঃ শ্রী অতীশ বসাক** - এর অনুকূলে গত ইং ২৯/১১/২০১১ I-৭৫৭৬ নং রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল মূলে বিক্রয় করেন। বর্তমানে **ডঃ অতীশ বসাক** তাহার নাম রেকর্ডভুক্ত করিবার জন্য B.L.&L.R.O., Kharagpur- I অফিসে আবেদন করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে, তবে তিনি ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে জানাইবেন, নচেৎ একতরফা শুনানি হইবে। তফসিল : থানা - খড়্গপুর টাউন, মৌজা - সোনামুখী, জে.এল. নং ১৮৮, সমিতির খতিয়ান নং ১৬৭, সমিতির দাগ নং ১১৫(পি), আর. এস. দাগ নং ২৫৯, পরিমাণ ৭ ডেঃ, বাস্তু।

Ganga Narayan Paria, Advocate
Judge's Court,
Paschim Medinipur, West Bengal

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ** ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৩০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ** ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওড়া-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জালিয়াতি ও বিবাদ রুখতে এবার ‘জমির আধার’, ১২ সংখ্যার ইউনিক ল্যান্ড আইডি

দেবাশিস দে

মানুষের পর এবার নিজস্ব স্বতন্ত্র পরিচয় পেতে চলেছে জমিও। সাধারণ নাগরিকের পরিচয়পত্রের ধাঁচেই এবার রাজ্যের প্রতিটি জমির প্লটের জন্য চালু হতে চলেছে ১২ সংখ্যার নির্দিষ্ট ‘ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নম্বর’। সরকারি নথিতে এই নতুন ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে ‘ইউনিফায়েড ল্যান্ড পার্সেল আইডেন্টিফিকেশন নম্বর’ বা ইউএলপিআইএন, যা প্রশাসনিক মহলে ইতিমধ্যেই পরিচিতি পেয়েছে ‘জমির আধার’ নামে। জমি সংক্রান্ত জালিয়াতি, ভুয়ো দলিল তৈরি এবং সীমানা নিয়ে নিত্যদিনের বিবাদ চিরতরে মেটাতেই এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্য প্রশাসন। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো বিস্তীর্ণ ও ভৌগোলিক দিক থেকে বৈচিত্র্যময় জেলায়, যেখানে কৃষিজমির পাশাপাশি দ্রুত নগরায়ণ এবং সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় জমি-সংক্রান্ত জটিলতা প্রায়শই দেখা যায়, সেখানে এই ব্যবস্থা কার্যকর হলে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের হয়রানি অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সমগ্র রাজ্যে ৪২ হাজার মৌজায় কৃষি ও অকৃষি জমি মিলিয়ে মোট প্লটের সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ৯০ লক্ষ থেকে ৬ কোটি ৩ লক্ষের মধ্যে। এই বিপুল সংখ্যক জমির প্রতিটি খণ্ডকে আলাদা পরিচয় দিতে প্রতিটি প্লটের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নির্ভুলভাবে মেপে ১২ সংখ্যার এই নম্বরটি তৈরি করা হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর, ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং, কাকদ্বীপ কিংবা বারুইপুরের মতো মহকুমাগুলিতে জমি চিহ্নিতকরণ ও সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা স্বচ্ছতা আনবে। এই নম্বর চালু করার জন্য প্রতিটি মৌজার ম্যাপ জিও-ডিজিটাইজ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পুরনো মৌজা মানচিত্র ধরে প্রতিটি জমির বর্তমান অবস্থা সরেজমিনে যাচাই করা হবে এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে মানচিত্র সংশোধন করে যাবতীয় ডেটা সরকারি পোর্টালে আপলোড করা হবে। নিখুঁত ভাবে প্রতিটি প্লট চিহ্নিত করতে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মেশিন সংগ্রহ করেছে।

হাওড়া জেলায় পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে কাজ শুরু হলেও খুব শীঘ্রই দক্ষিণ ২৪ পরগনা-সহ রাজ্যের অন্যান্য জেলায় এই ডিজিটাইজেশনের কাজ পুরোদমে ছড়িয়ে পড়বে। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ শেষ হলে জমির মালিকদের হাতে অবিকল পরিচয়পত্রের মতো একটি ‘ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন কার্ড’ তুলে দেওয়া হবে, যাতে উল্লিখিত থাকবে প্লটের ১২ সংখ্যার নম্বরটি। এর ফলে সরকারি পোর্টালে গিয়ে শুধুমাত্র ওই নম্বরটি দিলেই এক ক্লিকে জমির চরিত্র, মালিকের নাম, মৌজা, খতিয়ান কিংবা দাগ নম্বরের মতো যাবতীয় তথ্য চোখের সামনে ভেসে উঠবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নদী তীরবর্তী বা প্রান্তিক এলাকার জমির ক্ষেত্রে মালিকানা যাচাই প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ হবে। পরবর্তীতে জমি বা বাড়ি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে দলিলে এই ১২ সংখ্যার নম্বর উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, এই একক নম্বর ব্যবস্থা চালু হলে একদিকে যেমন অসাধু চক্রের জাল দলিল তৈরির দৌরাত্ম্য বন্ধ হবে, তেমনই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় নতুন শিল্প ও পরিকাঠামোগত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জমি সংক্রান্ত জটিলতা নিমেষেই দূর হবে।

নৈহাটিতে গঙ্গাবক্ষ থেকে অবৈধ উপায়ে মাটি উত্তোলনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নৈহাটি পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ছাইঘাট থেকে অবৈধ উপায়ে গঙ্গাবক্ষ থেকে মাটি উত্তোলনের অভিযোগ উঠেছে মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, তৃণমূল আমল থেকে ওই গঙ্গার ঘাট থেকে মাটি কেটে পাচার চলছে। কয়েকদিন মাটি কাটা বন্ধ থাকলেও, মাটি মাফিয়াদের ফের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক চিরঞ্জীব সিং বলেন, ছাইঘাট থেকে অবৈধ উপায়ে মাটি কাটা হচ্ছে। তবে যারা মাটি কাটছেন, তাঁরা তো দীনমজুর। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল নেতারা আড়াল থেকেই হয়তো গঙ্গাবক্ষ থেকে মাটি তুলছে। অবৈধ কাজে

যুক্ত মূল মাথাকে আগে ধরতে হবে। চিরঞ্জীব আরও জানান, তৃণমূল জমানায় এই ছাইঘাট থেকে অবৈধ ভাবে বালি উত্তোলন করা হত। তৎকালীন সময়ে রাজ্যের বর্তমান পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং লড়াই করে বালি উত্তোলন বন্ধ করেছেন। এবার তাঁরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে মাটি উত্তোলনও বন্ধ করবেন।

চন্দননগরের স্ট্র্যান্ড রোডকে প্যারিসের রাস্তার আদলে সাজানোর পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: একসময়ের ফরাসি উপনিবেশ সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ফের নেমে আসবে প্যারিসের আবহ। তিন দিনের বিশেষ উৎসবের ঘিরে চন্দননগরের বিখ্যাত স্ট্র্যান্ড রোডকে প্যারিসের একটি রাস্তার আদলে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্যের পর্যটন দপ্তর। ১১ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই ‘চন্দননগর ফেস্টিভ্যাল’। পরিকল্পনা সফল হলে বড়দিন ও বর্ষবরণ উপলক্ষেও একই ধরনের আয়োজন করা হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে স্ট্র্যান্ডের বিস্তীর্ণ অংশে তৈরি হবে প্যারিসের রাস্তার পরিবেশ। থাকবে আলোকসজ্জা, বিশেষ নকশার অস্থায়ী কাঠামো, ইউরোপীয় ধাঁচের দোকান এবং ক্যাফের আবহ। চন্দননগরের বিশ্বখ্যাত আলোকশিল্পকেও এক্ষেত্রে প্রধান আকর্ষণ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষ ভিজ্যুয়াল এফেক্ট তৈরির জন্য স্থানীয় শিল্পীরা বিদেশ থেকে উন্নতমানের আলোকসজ্জার সরঞ্জামও এনেছেন বলে জানা গিয়েছে। উদ্দেশ্য, দর্শনার্থীদের কাছে যতটা সম্ভব বাস্তবসম্মত ‘প্যারিস স্ট্রিটে’র অভিজ্ঞতা তুলে ধরা।

রাজ্যের পর্যটন সচিব বরুণ রায় জানিয়েছেন, শুধু সাজসজ্জাই নয়, উৎসবের প্রতিটি পর্বেই থাকবে ফরাসি ঐতিহ্যের ছোঁয়া। স্ট্র্যান্ডে বসবে ফরাসি ও অন্যান্য ইউরোপীয় খাবারের স্টল। পাশাপাশি থাকবে ভারতীয় খাবারের ব্যবস্থাও। সন্ধ্যায় আয়োজন করা হবে সঙ্গীতানুষ্ঠান ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। গঙ্গার ধারে বিশেষ গঙ্গা আরতিরও পরিকল্পনা রয়েছে। উৎসবে যোগ দেওয়ার কথা ভারতের ফরাসি রাষ্ট্রদূত-সহ ফ্রান্সের একাধিক উচ্চপদস্থ প্রতিনিধির।

সেবা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, গ্রাহক-সংযোগ ও ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে ১২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করছে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা জোনে।

৪০ হাজার গ্রামে ৪ লক্ষ চারাগাছ রোপণ করা হবে: দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ মঙ্গলবার ব্যারাকপুর সূর্যপুর অবস্থিত রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন মূক ও বধির বালিকা বিদ্যালয় ও হোমে একদিনব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সূচনা করেন।

মন্ত্রী বলেন, সবুজায়নের লক্ষ্যে রাজ্য জুড়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি জোরদার করা হচ্ছে। মন্ত্রী জানান, ৪০ হাজার গ্রামে ৪ লক্ষ চারাগাছ রোপণ করা হবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজ, ছাত্রাবাসে গাছ লাগানো হবে। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সফল করতে ৪৩৪ টি আলাদা সংগঠনকে যুক্ত করা হয়েছে। বনবিভাগ থেকে গাছও দেওয়া হচ্ছে। বৃক্ষচ্ছেদন নিয়ে পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেন, গাছ কাটার ফলে প্রকৃতি রুষ্ট হচ্ছে। অনাবৃষ্টি যেমন হচ্ছে, তেমন গরম ও ঝড়-ঝাপটা বাড়ছে। মন্ত্রীর কথায়, বৃক্ষচ্ছেদন রোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচিও নেওয়া হচ্ছে। মন্ত্রী জানান, জঙ্গলমহলে হাতির তাণ্ডবে গাছপালা নষ্ট হয়। সেদিকে নজর রেখে হাতির তাণ্ডব রুখতে বড় বড় নালা কাটা হবে। যাতে হাতি ঢুকে গাছপালা নষ্ট না করতে পারে। অবৈধ নির্মাণ নিয়েও এদিন সরব হলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী। তাঁর সাফ বক্তব্য, গাছ কেটে কিংবা খাল বুজিয়ে অবৈধ উপায়ে হোটেল কিংবা রেস্তোরাঁ গজিয়ে উঠলে, সেই হোটেলে কিন্তু তালা পড়বে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২২ ভাদ্র ১৪৩৩, বুধবার

নেপালে নিখোঁজ বাঙালি পর্যটকদের মালপত্র পরিবারকে পৌঁছনোর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নেপালে হড়পা বানে নিখোঁজ বাঙালি পর্যটকদের খোঁজ এখনও মেলেনি। তবে তাঁদের ফেলে আসা মালপত্র অন্তত পরিবারের হাতে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। কাঠমাণ্ডুতে ভারতীয় দূতাবাসের চিঠিতে সেই প্রক্রিয়ারই আনুষ্ঠানিক সূচনা হল।

কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রায় গিয়ে গত ২৬ অগস্ট নেপালের ভয়াবহ হড়পা বানের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের ৩৭ জন পর্যটকের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তাঁদের মধ্যে কলকাতার 'চলো যাই ট্রাভেল ক্লাবে'র সঙ্গে যাত্রায় গিয়েছিলেন ৩২ জন। এখনও পর্যন্ত তাঁদের কোনও সন্ধান মেলেনি। নিখোঁজদের পরিবারের সদস্যেরা নেপালে গিয়ে হাসপাতাল, পুলিশ, উদ্ধার শিবির এবং ভারতীয় দূতাবাসে খোঁজ চালিয়েও প্রিয়জনদের সন্ধান পাননি। সেই আবহেই তাঁদের হোটেলে রেখে যাওয়া মালপত্র দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় আবেগঘন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে খবর, কৈলাস যাত্রার আগে পর্যটকেরা কাঠমাণ্ডুর হোটেলে ভারী লাগেজ রেখে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে রওনা দিয়েছিলেন। সেই মালপত্রই এখন তাঁদের পরিবারের কাছে শেষ স্মৃতি হয়ে উঠতে পারে। সেই কারণেই ভারতীয় দূতাবাস বিষয়টিকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে দ্রুত পদক্ষেপ করেছে। ৫ সেপ্টেম্বর কাঠমাণ্ডুতে ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি (ইকনমিক) গোল্ডি শর্মা নেপালের শুল্ক দপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে একটি আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠিয়েছেন। সেখানে জানানো হয়েছে, চলো যাই ট্রাভেল ক্লাবের সঙ্গে কৈলাস যাত্রায় যাওয়া ৩২ জন ভারতীয় নাগরিক এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৯টি ব্যক্তিগত লাগেজ কাঠমাণ্ডু থেকে সড়কপথে কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে ভ্রমণ সংস্থা। মানবিক কারণে সংশ্লিষ্ট গাড়ির নেপালে প্রবেশ ও ফেরার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শুল্ক ও প্রশাসনিক সহায়তা করার আবেদন জানানো হয়েছে। চিঠিতে গাড়ির নম্বর, চালক, ভ্রমণ সংস্থার প্রতিনিধির নাম এবং কাঠমাণ্ডু, রক্সৌল, বারাউনি, গোবিন্দঘাট হয়ে কলকাতায় ফেরার সম্ভাব্য রুটও উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মালপত্র ভারতে পৌঁছলে তা সংশ্লিষ্ট পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে নিখোঁজদের সন্ধানে ভারত ও নেপালের প্রশাসনের সমন্বিত তল্লাশি অভিযানও অব্যাহত রয়েছে। এদিকে নিখোঁজ পর্যটকদের পরিবারের সদস্যদের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের কাজও চলছে। যাঁরা ইতিমধ্যে নেপালে গিয়েছেন, তাঁদের নমুনা সেখানেই সংগ্রহ করা হয়েছে। যাঁরা যেতে পারেননি, তাঁদের ডিএনএ নমুনা সরকারি উদ্যোগে সংগ্রহ করে নেপালে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, যাতে উদ্ধার হওয়া অজ্ঞাত পরিচয়ের দেহগুলির সঙ্গে মিলিয়ে শনাক্তকরণ সম্ভব হয়।

সরকারি অনুদান না-নেওয়ার সিদ্ধান্ত বড় পুজোগুলির

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আবেদনে সাড়া দিয়ে এবার সরকারি অনুদান না-নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কলকাতার একাধিক বড় দুর্গাপুজো কমিটি। এই তালিকায় আছে টালা প্রত্যয়, সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যার, নাকতলা উদয়ন সংঘ, চোরবাগান সর্বজনীন, রাজডাঙা নব উদয় সংঘ এবং সন্তোষপুর লেক পল্লির মতো একাধিক নামি ও পরিচিত পুজো কমিটি।

সোমবার মিলনমেলা প্রাঙ্গণে রাজ্যের বিভিন্ন পুজো কমিটির সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে দুর্গাপুজোর নিয়মকানুন, বিসর্জনের দিন-সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয়। সেই বৈঠকেই বড় পুজো কমিটিগুলিকে সরকারি অনুদান না নেওয়ার অনুরোধ জানান শুভেন্দু। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, সরকারি অনুদান নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। যেসব পুজো কমিটি অনুদান নিতে চায়, তারা থানায় আবেদন করতে পারবে। সেই আবেদন যাচাই হওয়ার পর মুখ্যসচিবের দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং পরে তা যাবে অর্থ দপ্তরে। যারা সরকারি অনুদান নেবে না, তাদের ব্যক্তিগত ভাবে ধন্যবাদ জানানো হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এরপরই সোমবার সবার আগে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দেয় সন্তোষপুর লেক পল্লি। পুজো কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাদের ভালো স্পনসরশিপ আছে। তাই এক লক্ষ টাকার সরকারি অনুদান তারা নিচ্ছে না। এই অর্থ যাদের সত্যি প্রয়োজন আছে, সেই পুজো কমিটিগুলিকে দেওয়া হোক। এর পরে একে একে সরকারি অনুদান না-নেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানায় চোরবাগান সর্বজনীন, নাকতলা উদয়ন সংঘ, টালা প্রত্যয়, রাজডাঙা নব উদয় সংঘ এবং সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যার। এই পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা তথা বরানগরের বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'আগেও অনুদান নেইনি। এখনও নেব না। শুভেন্দুবাবুকে ধন্যবাদ।'

নাকতলা উদয়ন সংঘের তরফেও সমাজমাধ্যমে জানানো হয়েছে, 'জনদরদি মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবকে সম্মান জানিয়ে নাকতলা উদয়ন সংঘ ২০২৬-এর শারদোৎসব উপলক্ষে রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদান গ্রহণ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা রেখেই সংঘের এই সিদ্ধান্ত। সকলের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে এবারের পুজো সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করাই আমাদের লক্ষ্য।'

পুজোর প্রশাসনিক বৈঠক থেকেই এই বছর দুর্গোৎসব ঘিরে আরও কয়েকটি পরিকল্পনার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। মহালয়ার দিন কলকাতার ইডেন গার্ডেনে বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুর্গোৎসবের সূচনা হবে বলে ঘোষণা করা হবে। প্রায় চার ঘণ্টার ওই অনুষ্ঠানে ড্রোন শো, সমন্বিত আতশবাজি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোকসজ্জা এবং ভিজ্যুয়াল এফেক্টের ব্যবস্থা থাকবে।

পুজোর অনুমোদনের ক্ষেত্রেও কোনও বাধ্যতামূলক শর্ত রাখা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে ঢালাও অনুমোদনের পথেও হাঁটবে না প্রশাসন। পুজো কমিটিগুলির জন্য সরকারি সহযোগিতার কথাও ঘোষণা হয়েছে বৈঠকে। বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির সঙ্গে আলোচনা করে দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে ১০০ শতাংশ বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে বলেই জানান মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও ফায়ার ব্রিগেডের লাইসেন্স নেওয়ার ক্ষেত্রেও কোনও ফি দিতে হবে না।

রাইটার্স বিল্ডিংসের সংস্কারের দায়িত্বে আগ্রহী আদানি গোষ্ঠী

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউটাউনে অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর হাসপাতাল গড়ার পরিকল্পনার পর এবার পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য মহাকরণ বা রাইটার্স বিল্ডিংসের সংস্কারের দায়িত্ব নিতেও আগ্রহ প্রকাশ করেছে আদানি গোষ্ঠী। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যেই পূর্ত দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিংস ঘুরে ভবনের বর্তমান অবস্থা, কাঠামোগত সমস্যা এবং সংস্কারের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেছেন। সব কিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর কলকাতা সফরে এসে এই প্রকল্প নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করতে পারেন গৌতম আদানি।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, আদানি গোষ্ঠীর একটি প্রতিনিধি দল সম্প্রতি পূর্ত দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্য পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিংস পরিদর্শন করে। ভবনের কাঠামোগত স্থায়িত্ব, সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং সংস্কারের সম্ভাব্য পরিধি নিয়ে প্রাথমিক সমীক্ষা চালানো হয়েছে। সেই সমীক্ষার ভিত্তিতেই একটি বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে মহাকরণ কেবল একটি সরকারি ভবন নয়, এটি কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হেরিটেজ স্থাপত্য। ফলে সংস্কারের সময় ভবনের ঐতিহাসিক চরিত্র, মূল স্থাপত্যশৈলী বা সম্মুখভাগে কোনও পরিবর্তন আনা যাবে না। সংরক্ষণ সংক্রান্ত সমস্ত বিধি মেনেই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে কাজ করতে হবে। প্রশাসনিক মহলের দাবি, আদানি গোষ্ঠীর প্রস্তাব চূড়ান্ত হলে হেরিটেজ সংরক্ষণের সমস্ত নিয়ম মেনেই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।

এর আগে নিউটাউনে 'আদানি আরোগ্য মন্দির' নামে একটি অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর হাসপাতাল গড়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে আদানি গোষ্ঠী। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর সেই হাসপাতালের ভূমিপুজো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ রাজ্য সরকারের শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকতে পারেন। প্রশাসনিক সূত্রের ইঙ্গিত, একই সফরে মহাকরণ সংস্কারের পরিকল্পনাও আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করতে পারেন গৌতম আদানি। যদিও প্রকল্পের মোট বিনিয়োগ, কাজের সময়সীমা বা বাস্তবায়নের রূপরেখা নিয়ে এখনও সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি।

১৭৭৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 'রাইটার' বা জুনিয়র কর্মচারীদের দপ্তর হিসেবে রাইটার্স বিল্ডিংস নির্মাণের কাজ শুরু হয়। স্থপতি টমাস লায়নের নকশায় তৈরি এই ভবনই ছিল কলকাতার প্রথম তিনতলা স্থাপনা। পরবর্তী সময়ে একাধিক সম্প্রসারণের মাধ্যমে এটি ব্রিটিশ বাংলার প্রশাসনিক কেন্দ্র হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার পরও দীর্ঘ কয়েক দশক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিবালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এই ভবন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসেও রাইটার্স বিল্ডিংসের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর ব্রিটিশ পুলিশকর্তা এনএস সিম্পসনকে হত্যা করতে এই ভবনে অভিযান চালিয়েছিলেন বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত এবং দীনেশ গুপ্ত। তাঁদের স্মৃতিতেই পরবর্তীকালে ডালহৌসি স্কোয়ারের নাম পরিবর্তন করে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ রাখা হয়।

প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ বর্গফুট আয়তনের এই ভবনে একসময় ৩৪টি সরকারি দফতর এবং প্রায় ছ'হাজার কর্মী কাজ করতেন। ২০১৩ সালে অধিকাংশ সরকারি দপ্তর নবান্নে স্থানান্তরিত হওয়ার পর রাইটার্স বিল্ডিংসের সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা দীর্ঘদিন ধরে অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে আদানি গোষ্ঠীর আগ্রহ প্রকল্পটিকে নতুন গতি দিতে পারে বলেই মনে করছে প্রশাসনের একাংশ।

কলকাতার ঐতিহ্য সংরক্ষণে এর আগেও যুক্ত হয়েছে আদানি গোষ্ঠী। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে কুমারটুলি ঘাট ও সংলগ্ন নদীতীরের সংস্কারের কাজ করছে আদানি পোর্টস অ্যান্ড স্পেশাল ইকনমিক জোন। কুমোরটুলি থেকে চাঁপাতলা পর্যন্ত নদীতীর সৌন্দর্যায়ন, হাঁটার পথ, আলোকসজ্জা, নদীর পাড় সংরক্ষণ এবং ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা রক্ষার কাজ চলছে। সূত্রের খবর, ২৪ সেপ্টেম্বর কলকাতা সফরে সংস্কার হওয়া কুমোরটুলি ঘাটও পরিদর্শন করতে পারেন গৌতম আদানি।

শিল্পমহলের একাংশের মতে, পশ্চিমবঙ্গে বড় বিনিয়োগের পাশাপাশি রাজ্যের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত প্রকল্পে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি উপস্থিতি ও জনআস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলতেই আগ্রহী আদানি গোষ্ঠী। এর আগে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন কালীঘাট মন্দিরের গর্ভগৃহ, চূড়া এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশের সংস্কারের দায়িত্ব নিয়েছিল। এবার মহাকরণ সংস্কারের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে কলকাতার ঐতিহ্য সংরক্ষণে আরও একটি বড় কর্পোরেট উদ্যোগের সাক্ষী হতে পারে বাংলা।

ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস নিয়ে নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ গোয়েঙ্কাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্যামাক স্ট্রিটের কার্যালয় নিয়ে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর চাপ আরও বাড়ল। নিম্ন আদালতের অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার সরাসরি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন ওই ভবনের মালিক তথা গোয়েঙ্কা পরিবার। মঙ্গলবার বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের এজলাসে মামলা দায়ের করার আবেদন জানানো হয়েছে বলে আদালত সূত্রে খবর।

দক্ষিণ কলকাতার ৯ নম্বর ক্যামাক স্ট্রিটের ওই ভবনের সপ্তম ও অষ্টম তলে রয়েছে তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসদীয় ও রাজনৈতিক কার্যালয়। সূত্রের খবর, ভবনটির মালিক রমাদেবী গোয়েঙ্কা। ২০২০ সালে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সঙ্গে এই ভবনটির একাংশ ব্যবহারের চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু মালিকপক্ষের অভিযোগ, চুক্তিপত্রে উল্লিখিত শর্তাবলী মানা হয়নি। উলটে ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে ভবনের দু'টি প্রধান ফ্লোর বেআইনি ভাবে দখল করে রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সিঁড়ির নীচের অংশ, গ্যারেজ এবং ছাদ, সমস্তটাই তৃণমূলের দখলে বলে অভিযোগ মালিকপক্ষের। এমনকী, মালিককে না-জানিয়েই ভবনের গায়ে বিশালাকার বিলবোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলেও দাবি করা হয়েছে।

এই অনিয়মের অভিযোগে গোয়েঙ্কা পরিবারের পক্ষ থেকে আগেই অফিস খালি করার নোটিস পাঠানো হয়েছিল। তবে তৃণমূল শিবির বিষয়টিকে আদালতে নিয়ে গেলে নিম্ন আদালত এক রায়ে স্থিতাবস্থা অর্থাৎ অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ বজায় রাখার নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশকেই এবার উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ করল গোয়েঙ্কা পরিবার।

সাম্প্রতিককালে এই ক্যামাক স্ট্রিটের কার্যালয়কে কেন্দ্র করে রাজনীতির অলিন্দে একের পর এক নাটকীয় মোড় লক্ষ্য করা গিয়েছে। দিনকয়েক আগেই ওই ভবনের গায়ে ঝুলতে থাকা বেআইনি হোর্ডিং বা বিলবোর্ড খুলতে যান কলকাতা পুরসভার আধিকারিক ও কর্মীরা। সঙ্গে ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। কিন্তু পুরকর্মীরা সেখানে পৌঁছতেই তাঁদের বাধা দেন তৃণমূল কর্মীরা। এরপর বচসা পৌঁছায় চরমে। সেই খবর পেয়েই সেখানে এসে পৌঁছান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডেরেক ও'ব্রায়েন। শেষমেশ পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং পুলিশ ও পুরকর্মীদের সঙ্গে তৃণমূল সমর্থকদের প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী ধস্তাধস্তি ও হাতাহাতি চলে। এই ঘটনা আলোড়ন ফেলে বাংলার রাজনীতিতেও। এদিকে ওই হোর্ডিং সংক্রান্ত মামলায় উচ্চ আদালত হস্তক্ষেপ না-করায় ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে শাসকদল।

এরই মধ্যে নতুন মাত্রা যোগ করে রাজ্য অগ্নি নির্বাপক বিভাগ। ভবনটিতে যথাযথ অগ্নিনিরোধক ব্যবস্থা বা ফায়ার সেফটি নেই, এই কারণ দেখিয়ে দমকল বিভাগের তরফে মালিককে নোটিস দিয়ে দ্রুত ৭ম ও ৮ম তল খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নোটিস হাতে পেয়েই তৃণমূলকে তড়িঘড়ি দপ্তর খালি করতে বলে মালিকপক্ষ। কিন্তু দমকলের এই নোটিসের বিরুদ্ধে পাল্টা সুর চড়িয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় কালীঘাট শিবির। গত সোমবার বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের বেঞ্চে বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়ে বিচারপতি রাও প্রশ্ন তোলেন, 'অভিষেকরা তো সেখানে ভাড়াটিয়া। তাঁদের কি জায়গা খালি করে দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়েছে? এই মামলায় মূল মালিকপক্ষ কেন আদালতে উপস্থিত নেই?' এরপর আদালত মন্তব্য করে যে, মালিকেরও আদালতে আসা উচিত ছিল। সোমবার হাইকোর্টে তৃণমূলের আইনি টিম নিম্ন আদালতের সেই পুরোনো স্থগিতাদেশের কথা উল্লেখ করার পরেই, তার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মঙ্গলবারই গোয়েঙ্কা পরিবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়।

দুর্গাপুজোয় আমিষ বিতর্কে বাগেশ্বর বাবার বিরুদ্ধে এফআইআর কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাঙালি সমাজ ও সর্বজনীন দুর্গাপূজায় আমিষ খাদ্যাভ্যাস নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে আইনি বিপাকে বিতর্কিত ধর্মগুরু বাগেশ্বর বাবা ওরফে ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী। দুর্গাপুজো ও বাঙালি সংস্কৃতির আবেগে আঘাত এবং সমাজে ধর্মীয় বিভেদ ছড়ানোর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের তরফে ভবানীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্ব বাগেশ্বর বাবার বিরুদ্ধে অবিলম্বে এফআইআর রুজু করে তাঁকে গ্রেপ্তারের দাবিও জানানো হয়।

সম্প্রতি হাওড়ার লিলুয়ায় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বাগেশ্বর বাবা দাবি করেন, দুর্গাপুজোয় আমিষ ভক্ষণ অন্যায্য ও শাস্ত্রবিরোধী। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ প্রসাদ এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল কলকাতার ভবানীপুর থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ জমা দেয়। পাশাপাশি কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য, 'দুর্গাপুজো শুধু একটি উৎসব নয়, এটি প্রতিটি বাঙালির জাতীয় ও ধর্মীয় আবেগের কেন্দ্রবিন্দু। নবমীতে পাঁঠার মাংস বা পূজার দিনে মাছ-মাংস খাওয়া বাঙালির শতাধী প্রাচীন লোকায়ত ঐতিহ্যের অংশ। বাইরে থেকে এসে ধর্মীয় মঞ্চ ব্যবহার করে এইভাবে বাঙালি জাতিকে অপমান করা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার চেষ্টা কোনও ভাবেই সহ্য করা হবে না।' তবে কংগ্রেসের থানায় যাওয়ার আগেই এই বিতর্কিত মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা এসেছে বিজেপি শিবিরের একাংশ থেকেও। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সরাসরি এই মন্তব্যের অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'বাঙালি সমাজ দুর্গাপুজোর ঐতিহ্য মেনেই নবমীতে পাঁঠার মাংস বা বলির প্রথা পালন করে। কেউ যদি হঠাৎ নিজেকে স্বামী বিবেকানন্দের থেকেও বড় জ্ঞানী বলে মনে করতে শুরু করেন, তবে সমস্যা তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক।'

শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্যকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও। তিনি স্পষ্ট জানান, 'কে বাইরে থেকে এসে কী কথা বলল, তা নিয়ে বাঙালির মাথা ঘামানোর কোনও প্রয়োজন নেই। আমি নিজে মাংস খেতে ভালোবাসি এবং বাঙালি তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও আচার মেনেই উৎসব পালন করবে। এসব অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্যকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই।'

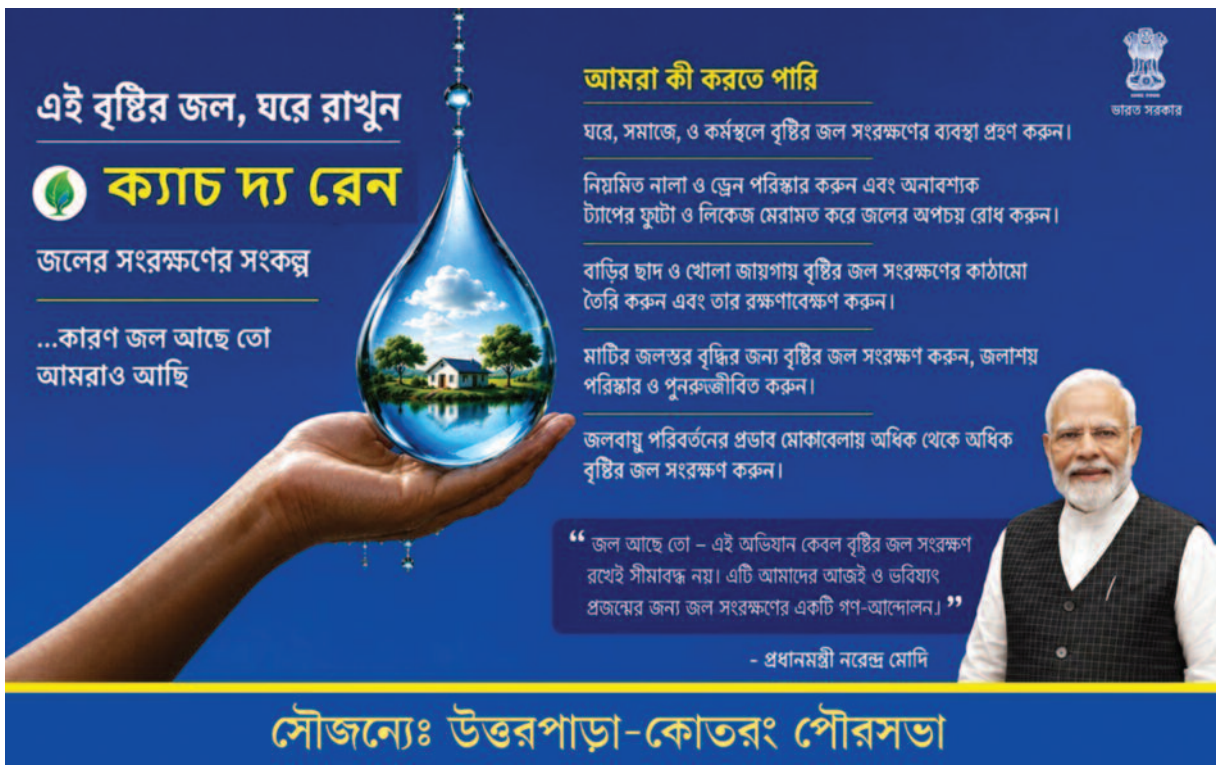

সম্পাদকীয়

উপনির্বাচন ঘোষণা হতেই চাপ বাড়ল কালীঘাট তৃণমূলের ওপর

বাংলায় ফের ভোট। বিধানসভার ২ শূণ্য আসনে উপনির্বাচনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। দেশের একাধিক রাজ্যের সঙ্গে উপনির্বাচন হবে এই রাজ্যেও। কমিশনের ঘোষিত নির্ঘন্ট অনুযায়ী, আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম, রেজিনগর, দুই আসনের জন্য ভোটগ্রহণ করা হবে। ফলাফল ৯ অক্টোবর। রেজিনগর ও নন্দীগ্রাম, রাজ্যের এই দুই আসন থেকে জয়ী হয়েছিলেন যথাক্রমে হুমায়ুন কবীর ও শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু তারা দু'জনেই অন্য আসন থেকে জেতায় তাঁরা এই আসন দুটি থেকে ইস্তফা দেন। ফলে ওই আসন দুটো শূন্য হয়। এবার ওই দুই আসনের উপ নির্বাচন। আর এই উপনির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়তেই নড়েচড়ে বসেছে তৃণমূল শিবির। নির্বাচন ঘোষণা হতেই ফের সেই ঝুলে থাকা প্রশ্নটি সামনে চলে এসেছে, তা হল, আসন্ন উপনির্বাচনে ঘাসফুল প্রতীকে লড়াই করবেন কারা, মমতাপন্থী কালীঘাট শিবির না ঋতব্রত শিবির? এক কথায় যার উত্তর এখনও অজানা। কারণ, নির্বাচন কমিশন এখনও এই লড়াইয়ে তাদের চূড়ান্ত রায় জানায়নি। ঝুলিয়ে রেখেছে দু'পক্ষকেই। ফলে, আসল তৃণমূল কে, ঘাসফুল প্রতীক কার, তার এখনও কোনও মীমাংসা সূত্র বের হয়নি। এর জেরে উপনির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়তেই প্রতীক সঙ্কটে দুই শিবিরই। তার মধ্যেই নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে দুই শিবিরেই। ফলে চলতি মাসেই প্রার্থীপদ ও মনোনয়ন পর্ব মিটিয়ে ফেলতে হবে সব দলকে। কিন্তু প্রতীকের সমস্যা না মিটলে কী হবে, না, কেউ অবশ্য তা জানে না। আগামী ৬ অক্টোবর ভোটগ্রহণ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দেশে এই ধরনের নজিরবিহীন পরিস্থিতি আগে কখনও তৈরি হয়নি। আর এই পরিস্থিতির সমাধান কোন উপায়ে বেরোবে, তাও স্পষ্ট নয়। এর জেরে বেনজির সঙ্কটে দুই শিবিরই। জট যেভাবে পাকিয়েছে তাতে এখন আর তাদেরও কিছু করার নেই। দুই শিবিরই তাকিয়ে কমিশনের দিকে। কোনও মহলের দাবি, এই ক'দিনে যদি ফয়াসালা না হয় সেক্ষেত্রে দুই শিবিরকেই ঘাসফুল প্রতীক ছাড়তে হতে পারে। তাহলে ঋতব্রতদের অন্তত হারাবার কিছু নেই। কিন্তু বিপদে পড়বে কালীঘাট শিবির। প্রতীক হাতছাড়া হলে আরও অনেক বিপদ আসতে পারে, সেটা হাড়ে হাড়ে জানে কালীঘাট শিবিরের শীর্ষকর্তারা।

শব্দছক ২৬৪

রবি দাস

১		২	■	৩			৪
	■	৫			■	■	
■	৬		■	৭		৮	
■	৯			■	■		■
■		■	■	১০	১১		■
১২			১৩	■	১৪		■
	■	■	১৫			■	১৬
১৭				■	১৮		

পাশাপাশি: ১. অবস্থানে সর্বাগ্রে ৩. জাতকুলশীল ৫. বিভিন্ন প্রকার ৬. অন্তর্নিহিত আসল ৭. যুদ্ধ-জাহাজ ৯. জেল্লা ১০. একই সময়ে একই ওদর থেকে জাত একাধিক প্রাণ ১২. মজ্জায় অবস্থিত ১৪. দেহের ওপরাঙ্গের পোাক ১৫. ধূসর রঙের মিষ্টি ফল ১৭. লজ্জা সঞ্চারক ১৮. ধোপা

ওপর-নিচ: ১. রীতি ২. মুসলিমদের দুঃখ-স্মৃতির পার্বন ৩. খনি ৪. খোঁপা ৬. সাজায় সজ্জায় বাজার ৮. ভাষার অথ৪ সমঝায় যে ১১. আনন্দদায়ক ১২. মহুয়া ১৩. গুটিপোকার সুতো ১৬. ব্যাঙ

সমাধান ২৬৩ — পাশাপাশি: ১. কখন ৩. আনারস ৬. বাদাম ৭. থর ৮. মনিব ১০. জবা ১১. চার ১৩. মনমরা ১৫. সহায়তা ১৭. ঘট ২০. সাদা ২১. প্রবল ২২. রাম ২৪. নরক ২৫. হাবভাব ২৬. টহল

ওপর-নিচ: ১. করমচা ২. নবাব ৩. আমজনতা ৪. রথ ৫. সবল ৯. নিরস ১১. রাম ১৩. ময়দানব ১৪. রাঘব ১৬. হামা ১৮. টলমল ১৯. সুরাহা ২১. প্রকট ১৩. সব

আজকের দিন

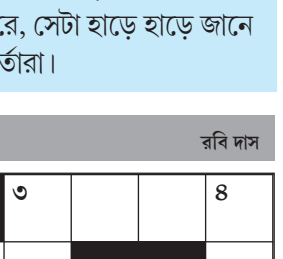

■ **১৯৪৮** — গণতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া (উত্তর কোরিয়া) প্রতিষ্ঠিত হয়।

■ **১৯৭৬** — গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠাতা নেতা এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও জেদং-এর ৮২ বছর বয়সে বেইজিংয়ে মৃত্যু হয়।

জন্মদিন

১৮৭২ *স্বাধীনতা সংগ্রামী সরলা দেবী চৌধুরানির জন্মদিন।*

১৯৬৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অক্ষয় কুমারের জন্মদিন।*

১৯৬৫ *বিশিষ্ট শিল্পপতি গৌতম সিংহানিয়ার জন্মদিন।*

অক্ষয় কুমার

যে ডানা সঙ্কটে উড়ছে না

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

উন্নয়ন আর সংরক্ষণের দ্বন্দ্ব আবারও তৈরী। আবারও পটভূমি তৈরী হল ওড়ার পথে। পাখির ডানায় করাতের মতো আঘাত করছে উন্নয়ন। অনেক ব্যস্ততার মাঝে রাজনৈতিক গল্প তর্কের জেরে আমরা খোঁজ রাখিনি ভারতের বিরল পাখি গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডস দের। ভারতের পুনর্নবীকরণ শক্তি, যা প্রকৃতিবান্ধব যা উন্নয়নের পথে গতি আনে। পরিবেশবান্ধব সেই প্রকল্পই এখন খাঁড়া ঠেকছে গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডসদের জন্য। সংরক্ষণ আর প্রকৃতিবান্ধবতার মধ্যেও শুরু এক নিঃশব্দ সংঘাত। রাজস্থানের জয়সলমীর সংলগ্ন অঞ্চল, যা মূলত খরা প্রবণ। যেখানে আকাশে তীব্র সূর্য। মাঠে হলুদ বিশেষ ধরনের ঘাস, মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে খেজুর গাছ। যাঁরা প্রকৃতির খোঁজ রাখেন, অনুসন্ধান করেন জীববৈচিত্র্য তাঁরা দেখতে পাবেন ঘাসের সাথে রঙ মেলানো কেমফ্লেজ করা কে যেন এল। ঘাসের মতোই হালকা হলদেটে ঘাড় মাথা, গাঢ় খয়েরি বাদামি ধরের রঙ। শুধুমাত্র ধরা যায় তার আকারের জন্য, তখনই ধরা যায় যদি তার জন্য সচেতন ভাবে অপেক্ষায় থাকি। ভারতের মোষ্ট ডেনজারড বার্ড এর তালিকাভুক্ত এই পাখিটি। ১৯৬৩ এর ১লা ফেব্রুয়ারি যখন ময়ূরকে জাতীয় পাখির স্বীকৃতি দেওয়া হলো, তখন এই বিশেষ পাখিটিও সেই পদবীর মুকুটের দাবিদার ছিল তার বিশেষ বিরল বৈশিষ্ট্যের জন্য। অনেকেই মনে করেন ময়ূরের রঙ সৌন্দর্যের জন্যই সে পাখির রাজা। গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডস সেখানে ম্যারম্যারে রঙ, তার ওপর বাসটারডস যার নাম। প্রকৃতির নিয়মেই সে ওই বিশেষ ভৌগলিক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। কখনও দেখা মেলে আরো কিছু ওর পছন্দের তৃণভূমিতে। সে আবার সীমান্ত পেরিয়ে চলে যায় পাকিস্তানেও। তাই জাতীয় পাখি সে কোনোমতেই হতে পারেনা। সে এবার থাকল সংখ্যায় ক'টি? কোথায় কোথায়? কেন লুপ্তপ্রায়! অদ্ভুত এক পরিসংখ্যান উঠে আসছে এই পাখিকে নিয়ে। যে সময় ময়ূরকে জাতীয়পাখি ঘোষণা করা হচ্ছিল তখন প্রকৃতিবিজ্ঞানী রাওল শ্রী ধর্মকুমার সিং ভারতের ১১ টি প্রদেশে আনুমানিক ১২৬০ টি মতো গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডস চিহ্নিত করেন। মাত্র ৪০ বছরের মধ্যে তাদের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়। আজকে সর্বসাকুল্যে তাদের সংখ্যা ১৫০! এমন যে হতে পারে তা অনেক বছর আগেই পাখি বিজ্ঞানী সেলিম আলি অনুমান করেন। তাই সংরক্ষণের ওপর জোর দিতেই হবে যদি এই পাখিকে রক্ষা করতেই হয়। সেই মর্মেই তিনি ১৯৬০ এ টোকিওতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর বার্ড প্রিজরভেশন সম্মেলনে গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডসদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণের প্রস্তাব দেন। উনিও এটিকে সংরক্ষণ, বাস্তুতান্ত্রিক গুরুত্বের প্রচারের দ্বারা ভারতের জাতীয় পাখির তকমা দেওয়ার প্রস্তাব দিলে তা খারিজ করে দেয় তৎকালীন জাতীয় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বোর্ড। মহীশূরের প্রাক্তন মহারাজের নেতৃত্বে তৈরি ওই বোর্ড সেদিন গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডসকে পাত্তাই দিল না। ময়ূরের সাথে গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডস এর কোনো টানাপোড়েন নেই। ময়ূর সেভাবে সংরক্ষণের দরকার নেই। ময়ূর হত্যা না করলেই তারা প্রকৃতির কোলে যথেষ্ট সুরক্ষিত। সমতলে, বনে, হালকা পাহাড়ি অঞ্চলে, মালভূমিতে সর্বত্র এরা পেখম মেলে। গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডস এর বিচরণ মূলত পশ্চিম ভারতের তৃণভূমিতে। একেতো তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। তার ওপরে , ওদের বিচরণক্ষেত্রতেই কার্বন ইমিশন ফ্রি এনারজি অর্থাত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির পরিকাঠামো তৈরী হচ্ছে ব্যাপক হারে। বিশেষ সংঘাত ঘটছে সৌরশক্তির জন্য। সৌরশক্তি চালিত তার গুলি যে উচ্চতায় অবস্থান করে, পাখিগুলোও সেই উচ্চতা স্তরেই উড়তে চায়। বড়জোর ১০০ মিটার উচ্চতায় ওরা খানিকসময় উড়তে পারে। সৌরশক্তিবাহিত উত্তপ্ত তারে গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডস বিদ্যুতস্পৃষ্ট হচ্ছে। ২০২২ এই দুর্ঘটনায় ৭ টি পাখির মৃত্যুহয়। বিষয়টা কিন্তু এতোটাও ফাঁকা ঠোঙার মতো উড়ো বিষয় নয়। এই পাখি বিশ্বে একমাত্র এবং একমাত্র এই অঞ্চলেই পাওয়া যায়। এরা পোষ্য হতে পারে না। এরা বন্যও ঠিক নয়। এদের বংশবৃদ্ধি ল্যাবরেটরিতে করা যায় না। এদের খামার এখনও পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানী তৈরী করতে পারলেন না। এরা এদের নিয়মে থাকে। নিজের আইনে বাঁচে। আপন খেয়ালে উড়ে যায়। চরিত্রে সত্যিই এরা রাজা। দেহআকৃতি অনেকটাই ময়ূরের মতো কিন্তু ওই যে ম্যারম্যারে রঙ যা হলুদ খয়েরি ঘাসের মাঝে ওকে গা ঢাকা দিয়ে সাহায্য করে। উল্লিখিত ২০২২ এর দুর্ঘটনার পূর্বেই ২০১৯ এ ভারতের মহামান্য শীর্ষ আদালতে বহু বিতর্কিত মামলা এম কে রনজিতসিং বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া'র রায় প্রকাশ পায়। তাতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল এই ধরনের তারগুলো যেন মাটির নীচ দিয়ে যায়। গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডসদের যে ৯৯ হাজার বর্গ কিলোমিটার বাস-চারণাঞ্চল তাকে যেন কোনোভাবেই সৌরবিদ্যুত তার বিরক্ত ক্ষতিগ্রস্ত না করে। এতে যে সৌরবিদ্যুত ব্যয় অন্তত ১০ শতাংশ বেড়ে যাবে। মহামান্য শীর্ষ আদালতের শরনাপন্ন সংস্থা। আদালত ২০২৪ এ বললেন- অর্ডার প্রযোজ্য হোক ১৩,৬৬৩ বর্গ কিলোমিটারের জন্য। অর্থাত গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডসদের সংরক্ষিত আদালত নির্দেশিত অনুপ্রদ্রুত এলাকার পরিধি গেল অনেক কমে। পশ্চিমভারতে গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডস এক আবেগের নাম। সমর সিং ভাটি গ্রামের মানুষের সাহায্যে মিলিটারির সম্মানে স্মৃতি সৌধ গঠন করেছেন গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডস মূর্তির। কখনও ডিম নষ্ট হচ্ছে, কখনও প্রতিকূল প্রাকৃতিক আবহাওয়ার কুপ্রভাব। পাখি যে ওড়ার বিশ্বাস হারাল। প্রজননের আস্থা পাচ্ছে না প্রকৃতির থেকে, বাঁচার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে সৌরশক্তির তার। সৌরশক্তি প্যানেল বিষয়ে জোরদার তর্ক চলছে। গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডস অত্যন্ত অবাককরা জীববৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পাখি , জাতীয় সম্পদ তাই এর ডানায় ভর করেই নিবদ্ধ তার চর্চার মাঠ পেলো। ডিসেম্বর ১৮, ২০২৫- ম্যাককুইন বাসটারডস এর নিথর দেহ আছড়ে পড়ল রাজস্থানের রামডেবরা (জয়সালমীর) গ্রামে। ধর্মেন্দ্র পুনিয়া বিষ্ণোই নামের বণ্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে নিশ্চিত হন হাই টেনশন পাওয়ার লাইনের (সৌরশক্তি) সাথে সংঘাত হতেই পাখির মৃত্যু। পোখরানে পাখিটিকে ময়নাতদন্তের জন্য আনা হলে তার দেহে যে বিশেষ সংকেতধারী ট্যাগ মেলে তাতে স্পষ্ট হয় পাখিটি আবু দাভি থেকে উড়ে আসছিল। এ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ২০১৯ থেকেই এই বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন বণ্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা।

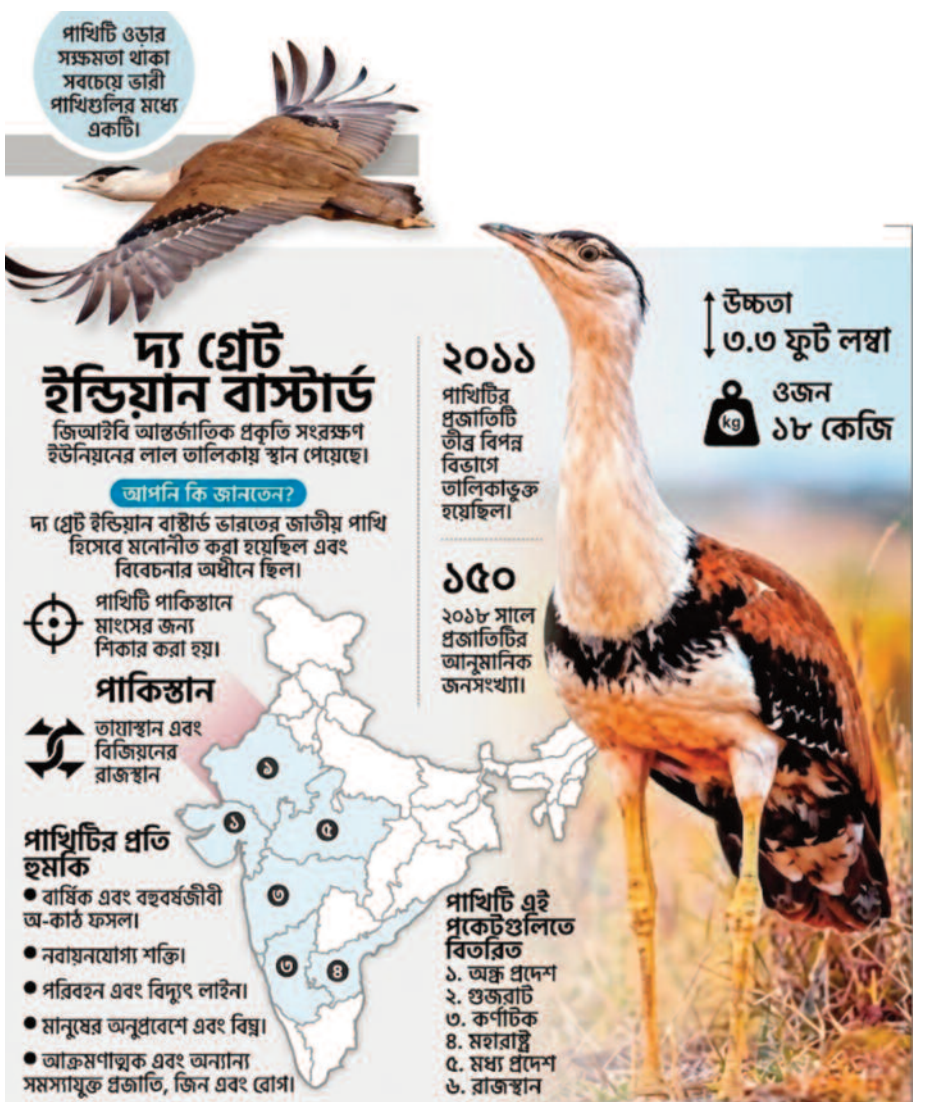

পশ্চিম ভারতে গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডস এক আবেগের নাম। সমর সিং ভাটি গ্রামের মানুষের সাহায্যে মিলিটারির সম্মানে স্মৃতি সৌধ গঠন করেছেন গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডস মূর্তির। কখনও ডিম নষ্ট হচ্ছে, কখনও প্রতিকূল প্রাকৃতিক আবহাওয়ার কুপ্রভাব। পাখি যে ওড়ার বিশ্বাস হারাল। প্রজননের আস্থা পাচ্ছে না প্রকৃতির থেকে, বাঁচার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে সৌরশক্তির তার। সৌরশক্তি প্যানেল বিষয়ে জোরদার তর্ক চলছে। গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডস অত্যন্ত অবাককরা জীববৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পাখি , জাতীয় সম্পদ তাই এর ডানায় ভর করেই নিবদ্ধ তার চর্চার মাঠ পেলো। ডিসেম্বর ১৮, ২০২৫- ম্যাককুইন বাসটারডস এর নিথর দেহ আছড়ে পড়ল রাজস্থানের রামডেবরা (জয়সালমীর) গ্রামে। ধর্মেন্দ্র পুনিয়া বিষ্ণোই নামের বণ্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে নিশ্চিত হন হাই টেনশন পাওয়ার লাইনের (সৌরশক্তি) সাথে সংঘাত হতেই পাখির মৃত্যু। পোখরানে পাখিটিকে ময়নাতদন্তের জন্য আনা হলে তার দেহে যে বিশেষ সংকেতধারী ট্যাগ মেলে তাতে স্পষ্ট হয় পাখিটি আবু দাভি থেকে উড়ে আসছিল। এ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ২০১৯ থেকেই এই বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন বণ্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা।

আই ইউ সি এন রেড লিস্টে ম্যাক কুইন বাসটারডস, গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডস দুইই তালিকাভুক্ত। এবং সেটা আজ না। গত তিন দশক আগে থেকেই। গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডস গাছে উঠতে পারে না। ম্যাক কুইন বাসটারডস আরব দেশে হত্যা করা হয় তার মাংসের ঔষধি গুণের লোভে। গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডস ঘর হারিয়েছে কারণ ওর পছন্দের বিশেষ তৃণভূমি সংকুচিত। সুরক্ষা হারিয়েছে - ডিম ধ্বংস হচ্ছে। এবার যে কটা আছে হাতে গোনা তারা কি তবে ন্যূনতম বাঁচার অধিকারটুকুও হারাবে!

আমাদের অধিকাংশ চর্চা সেইসব বিষয়ে হয় যেখানে সরাসরি অর্থ লাভ লোকসানের অঙ্ক পাই। বিশেষ একটা প্রজাতির জন্য কথা, সতর্কতা, প্রচার, সচেতনতা, দরকারে নির্দেশ কদাচিত দেখি। সোলার প্যানেল পাখি নষ্ট করলে তাতে মাথায় হাত পরে। পাখির একটা আস্ত প্রজাতি যখন সোলার প্যানেলের জন্য তারের জন্য বিপর্যস্ত তা নিয়ে ক'বার কথা হয়! গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডস এর তৃণভূমি কমতে কমতে অন্ধ্রপ্রদেশে আজ ০.০২ শতাংশে এসে ঠেকেছে। দেরাদুন ওয়াইল্ড লাইফ ইন্সটিটিউট অব ইন্ডিয়ার সেপ্টেম্বরের তথ্যানুযায়ী এ মুহূর্তে অন্ধ্রপ্রদেশের কুরনুলেই যা খানিক অনুকূল তৃণভূমি আছে। রোলাপাড়ু অভয়ারণ্য সংলগ্ন অঞ্চলে গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডস প্রিয় তৃণাঞ্চল এখনও যথাযথ ভাবে আছে। ২০২৪ এর গননানুযায়ী স্ত্রী পাখির সংখ্যা অত্যন্ত কম এই অঞ্চলে। ২০১৯ এ এই অভয়ারণ্যে মাত্র ৩ টি স্ত্রী পাখি ছিল। তারা আজ আর নেই। স্কিউড সেক্স রেশিও- তাদের হারিয়ে যাওয়ার আরো এক বড় কারণ। তাদের জিনগত বৈচিত্র্য অত্যন্ত কম। সেটাও তাদের বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। তেলেঙ্গানায় ৫.৫৯ শতাংশ, মহারাষ্ট্রে ৭.৪৯ শতাংশ তৃণভূমি গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডসদের জন্য অনুকূল। রাজস্থানে সৌরবিদ্যুত, অন্যান্য প্রদেশে অনুকূল তৃণভূমির সংকোচন পাখির ডিম থেকে ডানা সর্বত্র শিকল ফেলছে। সেলিম আলি এই দিন অনেক আগেই অনুমান করেছিলেন তাই বিশেষ পদবী ধরে পাখি প্রজাতিটির কড়া সংরক্ষণ চেয়েছিলেন। কোনো পাখি রোমানটিসাইজড মন থেকে তিনি সেদিন বলেননি। পাখির ডানার জোর যিনি মাপতে জানেন তাঁর বোধের সাথে আমাদের দেশের রাজনৈতিক আর বানিজ্যিক বোধের তফাত বিস্তর। মরিশাসে ডোডো পাখি নিশ্চিহ্ন হয়েছিল চারশো বছর আগে। আসল খুনী যে কে তা আজকেও স্পষ্ট নয়। গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডস এর আসল খুনী যে আমরা ইন্ডিয়ানরাই। আমাদের অসচেতনতা লোভ উদাসীনতা অনাগ্রহ সর্বোপরি অজ্ঞতা ওকে সঙ্কটের শিখরে এনে দাঁড় করালো। ময়ূর অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়। বাড়ির ছাদেও। গ্রেইট ইন্ডিয়ান বাসটারডস ঢঙে এক অধ্যায়, বৈশিষ্ট্যেও একঘর গবেষণা, পরিসংখ্যাটাও তাই খাতায় লেখা থাকবে ক্ষমাহীন অক্ষরে।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

হেরে যাওয়া মানে হারিয়ে যাওয়া নয়, বরং নিজেকেই খুঁজে পাওয়া। যে যত নিজেকে খুঁজে পায়, সে তত আপনাকে আবিষ্কার করে, ততই তার জেতার পথ স্পষ্ট মনে হয়। আত্মসচেতনতাই আত্মবিশ্বাসের ভিত তৈরি করে, জয়ের পথে এগিয়ে দেয়।

কোট-আনকোট

বন্ধ চা বাগানগুলিও খোলা হবে। শ্রমিকদের ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়া হবে। আগামী ৫ অক্টোবরের মধ্যেই বোনাস পৌঁছে যাবে। পাহাড় ও সমতলের বাগানগুলির শ্রমিকদের এবার একই পরিমাণ বোনাস দেওয়া হবে।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সাইবার প্রতারণায় উত্তরপাড়ায় যুবক-সহ ধৃত ১২ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: নাম করা মাল্টি ন্যাশনাল আইটি কোম্পানির চাকরি ছেড়ে সাইবার প্রতারণায় যুক্ত উত্তরপাড়ার যুবক। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সাফল্য। চন্দননগর পুলিশের সাইবার গোয়েন্দাদের জালে ১২ জন অভিযুক্ত, যাদের বয়স ২২ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে।

পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তরপাড়ার এক যুবক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াশোনা করে নামজাদা মাল্টি ন্যাশনাল আইটি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। তারপর চাকরি ছেড়ে সাইবার প্রতারণায় হাত পাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে একাধিক ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড প্যান কার্ড চেক বই ব্যাঙ্কের পাশ বই, তিনটে মোবাইল সাতটা মোবাইলের সিম উদ্ধার হয়েছে। অভিযুক্তরা গোটা দেশে বিভিন্ন রাজ্যে সাইবার প্রতারণা করত। সেই অভিযোগ আসার পরই তদন্ত শুরু করে চন্দননগর পুলিশের সাইবার থানা। ডিসি ডিডি প্রশান্ত সেনগুপ্ত জানান,'যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের বাড়ি বিভিন্ন জায়গায়। তদন্তের স্বার্থে তাদের নাম আমরা জানাচ্ছি না এখনই। তাদের নিজেদের ভেতর পরিচয় ছিল আবার কয়েকজনের ক্ষেত্রে সেটা নয়। তবে তাদের অপরাধের কৌশলটা একই রকম। কখনও হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেজে লিংক পাঠিয়ে সেটার মাধ্যমে প্রতারণা। আবার কাউকে উপকারের অছিলায় প্রতারণা চলে। কিছুটা জামতারা গ্যাং স্টাইলে এই প্রতারণা চক্রে আরও বহু লোক যুক্ত থাকতে পারে। যেহেতু এদের নেটওয়ার্ক গোটা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে, তাই পুরো গ্যাংকে ধরা সময় সাপেক্ষ। ঠিক কতজনের থেকে কত টাকা প্রতারণা করেছে, প্রতারকরা অভিযোগ এখনো পর্যন্ত দায়ের হয়নি।'

রবীন্দ্র সদনে দিশারীর সপ্তম নাট্য উৎসব

মৃণালজিৎ গোস্বামী

সিউড়ি: নাটকের শহর সিউড়িতে অনুষ্ঠিত হল 'দিশারী সপ্তম নাট্য উৎসব'। দিশারী সাংস্কৃতিক চক্র, লাভপুরের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির আর্থিক সহায়তায় সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে দুই দিনব্যাপী এই নাট্য উৎসবের আয়োজন করা হয়।

উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পদ্মশ্রী প্রাপক লোকশিল্পী রতন কাহার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাট্যকার ও অভিনেতা সুবিনয়

দাস, বাবুন চক্রবর্তী, উজ্জ্বল হক, মলয় ঘোষ-সহ বিশিষ্ট নাট্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা।

রবিবার উৎসবের প্রথম দিনে মঞ্চস্থ হয় দুটি নাটক। বীরভূমের প্রথম মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামী দুকড়িবালা দেবীর জীবন ও সংগ্রামের কাহিনি অবলম্বনে সিউড়ি ইয়ং নাট্য সংস্থার প্রযোজনা 'বীরভূমের বীরাঙ্গনা' দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি দিশারী সাংস্কৃতিক চক্রের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয় 'চাপাডাঙার বউ'। সোমবার উৎসবের দ্বিতীয় দিনে রবীন্দ্র সদন মঞ্চে দিশারী সাংস্কৃতিক চক্রের আরও দুটি নাটক 'মতিলাল' এবং 'ডাক হরকরা' মঞ্চস্থ হয়। নাটকের পাশাপাশি উৎসবের মঞ্চে সংগীত পরিবেশন করেন সৈয়দ আবশার হোসেন ও অর্চিষ্মান গুপ্ত। তাদের গান উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের বিশেষভাবে আনন্দ দেয়। দুই দিনের নাট্য উৎসব ঘিরে সিউড়ির নাট্যপ্রেমীদের মধ্যে ছিল যথেষ্ট উৎসাহ। উৎসবের শেষে দিশারী সাংস্কৃতিক চক্রের সম্পাদক পার্থ সিংহ জানান, নাটকের শহর সিউড়িতে রাঢ়ের কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্ম অবলম্বনে নির্মিত তাদের নাটকগুলি দর্শকদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। দর্শকদের প্রতিক্রিয়া তাঁদের উৎসাহিত করেছে এবং এই সাফল্যে তাঁরা খুশি। উৎসবে দুই দিন সিউড়ির বিভিন্ন নাট্যদলের পক্ষ থেকেও নাট্যচর্চা ও উৎসবের সাফল্য নিয়ে প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হয়। নাট্য নির্দেশক রজ্ সাহা, বাবুন চক্রবর্তী, উজ্জ্বল হক, কল্যাণ ভট্টাচার্য, নির্মল হাজরা, নারায়ণ প্রসাদ ভট্টাচার্য, লক্ষ্মণ বিষ্ণু, সোমনাথ মুখোপাধ্যায় এবং তারাশঙ্কর গবেষক দেবাশিস মুখোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত থেকে উৎসবের সাফল্য কামনা করেন।

নন্দীগ্রাম বিধানসভা আসনে আসন্ন উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে আয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব।

তৃণমূল আমলে কাজ করা যেত না: জুন মালিয়া

এনসিপিআই সাংসদ জুন মালিয়ার মুখে শুধুই বিজেপি বন্দনা শোনা গেছে। মানুষকে বঞ্চনা নিয়েও প্রাক্তন সরকারকে একাধিকবার কাঠগড়ায় তোলেন জুন মালিয়া।

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: 'তৃণমূল জামানায় হাত খুলে কাজ করা যেত না, কেন্দ্রীয় প্রকল্প নিয়ে সাংসদরা কাজ করতে পারতেন না।' বিস্ফোরক দাবি তৃণমূলত্যাগী মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়ার।

মঙ্গলবার মেদিনীপুরে জাতীয় যক্ষা নির্মূল কর্মসূচিতে অংশ নেন মেদিনীপুরের সাংসদ জুন। ছিলেন বিজেপি বিধায়ক শংকর গুছাইত-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। সেই কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের সামনে তিনি পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ করে বলেন, 'তৃণমূল আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত জনমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার কথা সংসদদের জানানো হতো সেই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে দেওয়া হতো না।' তিনি দাবি করেন, 'কলাইকুন্ডায় বিমানবন্দর তৈরি করার জন্য কেন্দ্রীয় এভিয়েশন মন্ত্রীর সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে আবেদন জানিয়েছিলেন। তৃণমূল জামানায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার জমি না দেওয়ার কারণে এই বিমানবন্দর তৈরি করা যায়নি। তবে বর্তমান বিজেপি সরকারের আমলে সেই জমি-জট কেটে যাবে। আগামী বছরের শুরুতেই মিলতে পারে সুখবর।' এই দিন বেশ কয়েকজন উপভোক্তার হাতে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বীমা যোজনা কার্ড তুলে দেওয়ার পর বর্তমান সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জুন মালিয়া। সব মিলিয়ে এদিন

NOTICE

সর্পলেহনা আলবাঁধা গ্রাম পঞ্চায়েত (বোলপুর শ্রীনিকেতন পঞ্চায়েত সমিতি), সর্পলেহনা, লালদহ, বীরভূম Memo No:- 231/SAGP/2026, Dt. 07.09.2026 অনুযায়ী পঞ্চায়েত এলাকার জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, সর্পলেহনা আলবাঁধা গ্রাম পঞ্চায়েতে চুক্তির ভিত্তিতে একজন কালেকটিং সরকার নিয়োগ করা হবে। পঞ্চায়েত থেকে ২২-০৯-২০২৬ তারিখ দুপুর দুটো পর্যন্ত আবেদনপত্র পাওয়া যাবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২২-০৯-২০২৬, বিকেল তিনটে পর্যন্ত। বিস্তারিত জানতে পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

প্রধান
সর্পলেহনা-আলবাধা গ্রাম পঞ্চায়েত

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of Un-Identified Male deadbody, found on 04.07.2026 at about 11.15 Hrs. Lying at New Complex near clock room PF No. 23. Description of the Deadbody is Age - 62 Yrs (Approx), Sex- Male, Complexion- Sallow, Height- 5 Feet 5 Inch, Build- Thin, Hair - Black & White, Wearing - One grey coloured Jangia. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D. West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027. Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D 1365(3)/2026

শ্রী বালাজি (মালা) টেক্সটাইলস লিমিটেড

(পূর্বে শ্রী বালাজি (মালা) টেক্সটাইলস প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত)
সিআইএন: U17299WB2005PLC105711
৬৫, স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রিট, সি.আর. ফ্লোর,
ব্লক-এ, বাঙ্গুর আর্কেড, কলকাতা-৭ (পশ্চিমবঙ্গ)
ফোন: ৯৮৩০০ ৪৫১৯৮ ই-মেইল: info@malasaree.com ওয়েবসাইট: www.malasaree.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, শ্রী বালাজি (মালা) টেক্সটাইলস লিমিটেড (পূর্বে শ্রী বালাজি (মালা) টেক্সটাইলস প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত)-এর সদস্যদের ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী বুধবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ২:০০ টায় ভিডিও কনফারেন্স বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ভিসি/ওএভিএম) -এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন করা যায়,

সভায় সম্পাদনীয় কার্যাবলী নির্ধারণকারী এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তির সাথে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি, আর্থিক বিবরণী, উপস্থিতি স্লিপ, প্রক্সি ফর্ম এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সার্কুলার সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে। কোম্পানি এই নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটেও আপলোড করেছে।

এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ এবং তার সাথে পঠিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ১০ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রবিধান ৪২ অনুসারে, কোম্পানির এজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির মেম্বারস রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।

২১তম বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) বিজ্ঞপ্তির সাথে সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.malasaree.com, বিএসই লিমিটেড ("বিএসই") -এর ওয়েবসাইট এবং এনএসডিএল -এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ আপলোড করা হয়েছে।

সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে এজিএম-এ কার্যাবলী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে সম্পাদন করা হতে পারে। ই-ভোটিংয়ের সময়কাল ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হবে। উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে ই-ভোটিং-য়ের অনুমতি দেওয়া হবে না।

কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বুধবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ডিপোজিটরিগুলি দ্বারা পরিচালিত মেম্বারস রেজিস্টার বা বেনিফিসিয়াল ওনার্স রেজিস্টারে যে ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে, শুধুমাত্র তিনিই এজিএম-এর আগে বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। যে সদস্যরা এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই তাদের ভোট দিয়েছেন, তারাও এজিএম-এ অংশগ্রহণ করার যোগ্য হবেন কিন্তু সেই রেজোলিউশন(গুলি) -এর উপর পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না যার জন্য সদস্য ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং-য়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন।

এরপর ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। সদস্য কর্তৃক একটি রেজোলিউশনের উপর একবার ভোট দেওয়া হলে, পরে সদস্যকে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বুধবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনে সদস্যদের শেয়ারের অনুপাতে তাদের ভোটাধিকার নির্ধারিত হবে।

যদি আপনার ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরিগুলির কাছে নিবন্ধিত না থাকে, তবে আপনি বুধবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫:০০ টার মধ্যে বা তার আগে তা নিবন্ধন করতে পারেন।

যে শেয়ারহোল্ডাররা সশরীরে বা প্রক্সির মাধ্যমে সভায় উপস্থিত হবেন তারা সভার স্থানে ব্যালটের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন, তবে, রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে আগে থেকেই ভোট দেওয়া থাকলে, সভার স্থানে ব্যালটের মাধ্যমে আর কোনো ভোট দেওয়াকে অবৈধ বলে গণ্য করা হবে এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে দেওয়া ভোটই বহাল থাকবে।

একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ই-ভোটিং এবং ব্যালট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটদান পরিচালনার জন্য কলকাতার প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি মিস স্নেহা আগরওয়াল-কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

বোর্ডের আদেশে
শ্রী বালাজি (মালা) টেক্সটাইলস লিমিটেড-এর পক্ষে
নয়না সাহা
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
মেম্বারশিপ নং: 65981

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড

TITAGARH
সিআইএন: L27320WB1997PLC084819
নিবন্ধিত কার্যালয়: পোদ্দার পয়েন্ট, ১০ম ফ্লোর, ১১৩ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬
কর্পোরেট কার্যালয়: টিটাগড় টাওয়ারস, ৭৫৬ আনন্দপুর, ই.এম. বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭
যোগাযোগ: +৯১ ৩৩ ৪০১৯০৮০০, ফ্যাক্স: +৯১ ৩৩ ৪০১৯০৮২৩
ইমেল: investors@titagarh.in; ওয়েবসাইট: www.titagarh.in

২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড ("কোম্পানি") -এর সদস্যদের ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিমালা, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস")-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ") এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি") কর্তৃক জারিকৃত প্রযোজ্য সার্কুলারের সাথে পঠিত বিধানসমূহ মেনে, এজিএম আহ্বানকারী ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য আগামী বুধবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ১:৩০ মিনিটে (ভারতীয় প্রমাণ সময়) ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। লিস্টিং রেগুলেশনস-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ এবং উপরোক্ত সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ২৯তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর কাজ ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে সম্পন্ন করেছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করার ওয়েব-লিঙ্ক এবং পাথ সহ একটি চিঠিও সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যারা কোম্পানি/ডিপোজিটরিগুলির কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি।

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবর্ষের জন্য কোম্পানির এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.titagarh.in** -এ এবং **ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ("এনএসই")** এবং **বিএসই লিমিটেড ("বিএসই")** -এর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি **ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল")** -এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও উপলব্ধ।

সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর প্রবিধান ৪৪-এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১০৮ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, মেনে কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করছে। ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি এনএসডি-এল -এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।

ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত হওয়ার এবং এজিএম-এর আগে ও এজিএম চলাকালীন ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির অংশীভূত নোটে প্রদান করা হয়েছে।

ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা, **কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বুধবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে** মেম্বারস রেজিস্টার বা ডিপোজিটরিগুলি দ্বারা পরিচালিত বেনিফিসিয়াল ওনার্স-এর রেজিস্টারে যাদের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে, তারা লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকারী হবেন এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের পাশাপাশি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের সুবিধাও গ্রহণ করতে পারবেন। কাট-অফ তারিখে যিনি সদস্য নন, তার এই বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত। সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে হবে।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল **শনিবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯:০০ টায় (ভারতীয় প্রমাণ সময়) শুরু হবে** এবং **মঙ্গলবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫:০০ টায় (ভারতীয় প্রমাণ সময়)** শেষ হবে। এরপর এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। যে সমস্ত সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন তবে এজিএম চলাকালীন পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর কোনো ব্যক্তি যদি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, পাশাপাশি ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী যে কোনো ব্যক্তি, এনএসডিএল-কে **evoting@nsdl.com**-এ, ম**হেশ্বরী ডাটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ")-কে contact@mdplcorporate.com** -এ, অথবা কোম্পানিকে **investors@titagarh.in** -এ লিখে রিমোট ই-ভোটিং/এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত বিবরণ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে।

ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা যারা কোম্পানির কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং অন্যান্য কেওয়াইসি বিশদ নিবন্ধন/আপডেট করেননি, তাদের আরটিএ-কে **contact@mdplcorporate.com** -এ এবং/অথবা কোম্পানিকে **investors@titagarh.in** -এ প্রাসঙ্গিক ফর্ম এবং সমর্থনকারী নথি সহ যথাযথভাবে পূরণ করা ও স্বাক্ষরিত ফর্ম ISR-1 জমা দিয়ে তা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের দ্বারা নির্দেশিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং অন্যান্য বিশদ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলির বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা অভিযোগ থাকলে, সদস্যরা **মিস পল্লবী মহাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল,** ট্রেড ওয়ার্ল্ড, 'এ' উইং, ৪র্থ ফ্লোর, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বাই ৪০০০১৩-এর সাথে **022-4886 7000 / 022-2499 7000** টেলিফোন নম্বরে অথবা **evoting@nsdl.com** -এ ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। বিকল্পভাবে, সদস্যরা কোম্পানির সেক্রেটারিয়াল টিমকে investors@titagarh.in-এ লিখতে পারেন।

সম্পূর্ণ ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটিকে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে যাচাই করার জন্য কোম্পানি মেসার্স সুশীল গয়াল অ্যান্ড কোং, **কোম্পানি সেক্রেটারিজ-এর শ্রী সুশীল কুমার গয়াল,** যার প্র্যাকটিস সার্টিফিকেট নং **৮২৮৯,** তাকে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করেছে।

এজিএম সমাপ্তির দুই কার্যদিবসের মধ্যে রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন পরিচালিত ই-ভোটিংয়ের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন সহ ঘোষিত ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.titagarh.in** -এ স্থাপন করা হবে এবং যে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে তাদের এবং এনএসডিএল-কে জানানো হবে।

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
আদিত্য পুরোহিত
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
এম নং. এসিএস ২৭৮২৫

স্থান: কলকাতা
তারিখ: সেপ্টেম্বর ০৮, ২০২৬

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি
[কোম্পানি (সংগঠন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ৩০ বিধি অনুসারে]
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন
(কেন্দ্রীয় সরকার) আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চল, কলকাতা-এর সম্মুখে
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর বিষয়ে
এবং
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩(৪) এবং কোম্পানি (সংগঠন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৩০(৫) (ক) অনুসারে
এবং
হনুমান গ্রাফিক্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর বিষয়ে
(সিআইএন: U74300WB1996PTC079933)
নিবন্ধিত কার্যালয়: ইজি দপ্তর ৭৫সি, পার্ক স্ট্রিট, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৬ .... আবেদনকারী

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, উপরে উল্লিখিত আবেদনকারী কোম্পানি তার নিবন্ধিত কার্যালয় "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "মহারাষ্ট্র রাজ্য - রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিস - মহারাষ্ট্র - মুম্বাই এর এক্তিয়ারভুক্ত"-এ পরিবর্তন করার লক্ষ্যে, কোম্পানির মেমোর্যান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন -এর ক্লজ ২ (অবস্থান ক্লজ)-এ প্রস্তাবিত পরিবর্তনের অনুমোদনের জন্য কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার, আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চল, কলকাতা-এর নিকট একটি আবেদন দাখিল করার প্রস্তাব করছে, যা গত ১০ই জুন, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের শর্তানুযায়ী।

কোম্পানির সংঘ স্মারক-এর প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)-এ বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম দাখিল করে অথবা আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চল, কলকাতা, নিজাম প্যালেস, দ্বিতীয় এমএসও বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, ২৩৪/৪, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ-এর ঠিকানায় সশরীরে বা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত আপত্তিপত্র পাঠাতে পারেন এবং এর একটি অনুলিপি আবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে পাঠাতে হবে:

হনুমান গ্রাফিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অভিষেক লোহিয়া
ডিরেক্টর
DIN: 03155998

তারিখ: ০৮/০৯/২০২৬
স্থান: কলকাতা

কেএইচএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

(পূর্বে এইচডব্লিউএল ট্রেডার্স লিমিটেড নামে পরিচিত)
সিআইএন: U64300WB2022PLC255148
নিবন্ধিত কার্যালয়: সার্কুলার কোর্ট, ৮ এ.জে.সি. বোস রোড, ৪র্থ ফ্লোর, রুম নং ৪৭,
কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ; ফোন: ০৩৩ ২২৮২৩৫৮৫

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ৪র্থ বার্ষিক সাধারণ সভা ("৪র্থ এজিএম") একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতির প্রয়োজন ছাড়া কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক জারিকৃত যথাক্রমে ৮.০৪.২০২০, ১৩.০৪.২০২০, ৫.০৫.২০২০, ১৯.০৯.২০২৪ এবং ২২.০৯.২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০৯/২০২৪ এবং ০৩/২০২৫-এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিমালা মেনে ৪র্থ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য আগামী **বুধবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১:৩০ মিনিটে (ভারতীয় প্রমাণ সময়) ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")** সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। ৪র্থ এজিএম-এর জন্য বিবেচিত স্থান হবে নিবন্ধিত কার্যালয় অর্থাৎ সার্কুলার কোর্ট, ৮ এ.জে.সি. বোস রোড, ৪র্থ ফ্লোর, রুম নং ৪৭, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ।

এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, ৪র্থ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সেই সমস্ত সদস্যদের ইমেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি / ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(দের)-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এর কাট-অফ তারিখে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ("সিডিএসএল")-এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ("রিমোট ই-ভোটিং")-এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। সমস্ত সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে

(i) রিমোট ই-ভোটিং রবিবার, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ০৯:০০ টায় শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫:০০ টায় শেষ হবে;

(ii) যে কোনো ব্যক্তি, যিনি ইমেলের মাধ্যমে ৪র্থ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি helpdesk.evoting@cdslindia.com বা igl.kolcorp@gmail.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি কোনো ব্যক্তি রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য আগে থেকেই CDSL-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন, তবে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে;

(iii) যে সদস্যরা ৪র্থ এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেন তারা ভিসি/ওএভি-এম সুবিধার মাধ্যমে ৪র্থ এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে ৪র্থ এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না;

(iv) ৪র্থ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ রয়েছে; এবং

(v) ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী যে সদস্যদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত নেই, তারা ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি)-এর মতো প্রয়োজনীয় বিবরণ প্রদান করে igl.kolcorp@gmail.com বা admin@mcsregistrars.com-এ ইমেলের মাধ্যমে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করতে পারেন। ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করতে পারেন।

কোম্পানির মেম্বারস রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস আগামী বৃহস্পতিবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে বুধবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।

কেএইচএল ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর পক্ষে
মনীষা টিব্রেওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি

তারিখ: ০৮.০৯.২০২৬
স্থান: কলকাতা

LORDS CHEMICALS LIMITED

CIN : L24112WB1992PLC055558
Regd. Office : 1/1A, Mahendra Roy Lane,
PS Pace Building, Room # 705A, 7th Floor, Kolkata - 700 046
Phone : 033-40733155, Email : lords@lordsgroup.in, www. lordsgroup.in

NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting (the "Meeting") of LORDS CHEMICALS LIMITED will be held on Wednesday, 30th September, 2026 at 03.00 p.m. IST through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means("OAVM"). In compliance with General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 14, 2021, May 5, 2022, December 28, 2022, September 25, 2023, September 19, 2024 and other applicable circulars, if any, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circular dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 5, 2023, October 7, 2023, October 3, 2024 and other applicable circulars, if any, issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circular'), Companies are allowed to hold AGMs through VC/OAVM, without the presence of Members at common venue. Hence the AGM of the Company is being held through VC / OAVM to transact the business set out in the Notice calling the AGM.

In compliance with the above circulars, Electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2025-26 were sent to all the Shareholders whose email address are registered with the Company/Depository Participants. The electronic dispatch of Annual Report to the Shareholders has been completed on 8th September, 2026. The Annual Report including Notice of AGM shall also be available on the Website of the Company www.lordsgroup.in. Further, a letter containing the web-link, including the exact path where complete details of the Annual Report of the Company for the Financial Year 2025-26 will be sent to those shareholders whose email IDs are not available with the Company or RTA or Depositories of the Company.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date 22nd September, 2026, may cast their vote electronically on the business as set out in the notice of the AGM through Electronic voting system provided by NSDL from place other than the venue of the AGM (Remote E-voting) or at the AGM through voting by poll.

All the members are informed that:

i. The remote e-voting period commences on Sunday, 27th September, 2026 at 9:00 am IST
ii. The remote e-voting period shall end on Tuesday, 29th September, 2026 at 5:00 pm IST
iii. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Tuesday, 22nd September, 2026.
iv. The E-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M IST on 29th September, 2026.
v. The E-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on the resolution is cast by the Members, it cannot be changed subsequently.
vi. The Notice is sent to Members, whose names appear in the Register of Members/List of beneficial Owners as on Friday, 4th September, 2026. Members who have acquired shares after the dispatch of Notice and before the cut-off date i.e Tuesday, 22nd September, 2026 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or and lords@lordsgroup.in
vii. Members who have casted their vote through remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
viii. The facility for voting by poll shall also be available during the meeting and the members attending the AGM who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their vote through voting by poll system at the AGM.
ix. The manner of remote e-voting for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM. Members who have not yet registered their email addresses are requested to follow the process mentioned in the notice of AGM, to receive login ID and password for e-Voting.
x. In case shareholders/ members have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 22nd September, 2026 to Wednesday, 30th September, 2026(both days inclusive) for the purpose of the AGM.

By Order of the Board of Directors
Sd/-
Ajay Kumar Jain
Managing Director
DIN: 00499309

Place: Kolkata
Date: 08.09.2026

নবীন এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

সিআইএন: L15431WB1979PLC032425
ঠিকানা: ২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, ৪র্থ ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০৭ (পশ্চিমবঙ্গ)
ই-মেইল আইডি: navinagroind@gmail.com / **ফোন নং:** +৯১-৭০৫৩০৯৯৫০১

৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য আগামী বুধবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৩.৩০ মিনিটে ২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, ৪র্থ ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০০৭-এ অবস্থিত কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি গত শনিবার, ০৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুমোদিত মাধ্যমে সদস্যদের কাছে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছে।

সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রবিধান ৪৪-এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ মেনে, সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সমস্ত রেজোলিউশনে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (ই-ভোটিং) ব্যবহার করে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বুধবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে শুধুমাত্র যে সমস্ত সদস্যদের নাম কোম্পানির মেম্বারস রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিগুলি দ্বারা পরিচালিত বেনিফিসিয়াল ওনার্স-এর রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তারাই রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। কাট-অফ তারিখে যারা সদস্য নন, তাদের সেই অনুযায়ী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল রবিবার ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে (সকাল ৯.০০ টায় আইএসটি) শুরু হবে এবং মঙ্গলবার ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে (বিকেল ৫.০০ টায় আইএসটি) শেষ হবে। এই সময়কালে, সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। এরপর কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। যে সমস্ত সদস্য এজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজোলিউশনগুলিতে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করা থেকে অবরুদ্ধ নন, তারা এজিএম চলাকালীন ব্যালট/পোল-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।

যে সদস্যরা এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ উপস্থিত হতে পারেন তবে পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

কোম্পানি কর্তৃক ইলেকট্রনিকভাবে বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন; তিনি https://evoting.kfintech.com -এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, তিনি যদি রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য আগে থেকেই এনএসডিএল -এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন তবে তিনি পুনরায় ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি দেখুন। কোনো জিজ্ঞাসা/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা 1800-309-4001 টোল ফ্রি নম্বরে কেফিনটেক -এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা einward.ris@kfintech.com এবং/অথবা evoting@kfintech.com -এ ইমেল পাঠাতে পারেন।

এজিএম সমাপ্তির দুই কার্যদিবসের মধ্যে ভোটিংয়ের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন সহ ঘোষিত ফলাফল অবিলম্বে কোম্পানির ওয়েবসাইট (https://sites.google.com/view/navinagroindustriesltd) এবং ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম https://evoting.kfintech.com-এ উপলব্ধ হবে। কোম্পানি কর্তৃক এই ফলাফল ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (সিএসই)-এও পাঠানো হবে, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে (https://sites.google.com/view/navinagroindustriesltd) এবং সিএসই-এর ওয়েবসাইটে (www.cse-india.com) উপলব্ধ রয়েছে।

নবীন এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
(রাঘবেন্দ্র দুবে)
ডিরেক্টর
DIN: 08719568

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৫.০৯.২০২৬

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড

সিআইএন (CIN): L70109WB1986PLC040864
নিবন্ধিত কার্যালয়: ৫এফ এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১
প্রধান কার্যালয়: ইউনিট নং ৪ ও ৫, ৩য় তলা, প্লট নং ডি-২, সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার,
সাকেত, নয়াদিল্লি-১১০০১৭, ফোন নম্বর: 011-4265 4265
অফিসিয়াল ই-মেইল: investorrelations@ashianahousing.com,
ওয়েবসাইট: www.ashianahousing.com

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির **৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)** আগামী **মঙ্গলবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ মিনিটে** ভিডিও কনফারেন্স (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সমস্ত প্রযোজ্য বিধান এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিমালা, এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর সাথে পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ), ভারত সরকার এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার প্রযোজ্য প্রবিধান দ্বারা জারিকৃত সাধারণ সার্কুলার এবং অন্যান্য সার্কুলার মেনে অনুষ্ঠিত হবে।

উপরোক্ত সার্কুলারগুলি মেনে, বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(দের)-এর কাছে নিবন্ধিত ছিল। উক্ত বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.ashianahousing.com** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ এবং বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে, তাদের ওয়েবসাইট যথাক্রমে **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com** -এও উপলব্ধ থাকবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রবিধান ৪২ অনুসারে, আপনাদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে কোম্পানির মেম্বারস রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস আগামী বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে এবং ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবর্ষের জন্য লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকারী শেয়ারহোল্ডারদের রেকর্ড নেওয়ার জন্য, যদি সেই সভায় শেয়ারহোল্ডার-দের দ্বারা অনুমোদিত হয়, ২৩ থেকে ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ২২শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ (মঙ্গলবার) তারিখে ব্যবসার সময় শেষে যে শেয়ারহোল্ডারদের নাম বইতে বেনিফিসিয়াল ওনার্স হিসেবে থাকবে তারা লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকারী হবেন। সেবি সার্কুলার অনুসারে, যে শেয়ারহোল্ডাররা অনুরোধ করবেন তাদের কাছে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদনের ফিজিক্যাল কপি পাঠানো হবে।

যে শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, অথবা লভ্যাংশ পাওয়ার জন্য তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ম্যান্ডেট আপডেট করেননি, অনুগ্রহ করে এই নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন:

ক) ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের বিবরণ, ইমেল-আইডি, ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, মোবাইল নম্বর, এবং প্যান (পিএএন)-এর স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য আমাদের রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে বিটাল হাউস, ০৩য় তলা, ৯৯ লোকাল শপিং সেন্টারের পিছনে, মদনগির, দিল্লি-১১০০৬২ ঠিকানায় নির্ধারিত ফর্ম ISR 1 এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ফর্মে তাদের বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ফর্ম ISR 1 এবং অন্যান্য সম্পর্কিত ফর্মের বিন্যাস কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://www.ashianahousing.com/real-estate-investors/financial-reports#3** -এ উপলব্ধ।

খ) ইলেকট্রনিক মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের কোম্পানির কাছ থেকে সমস্ত যোগাযোগ ইলেকট্রনিকভাবে পাওয়ার জন্য তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের (ডিপি) সাথে তাদের ইমেল-আইডি নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

গ) শেয়ারহোল্ডার যে ব্যাঙ্কে লভ্যাংশ পেতে চান তার নাম ও শাখা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ধরন, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর, এমআইসিআর কোড, আইএফএসসি কোড এবং প্রথম ধারকের নাম সম্বলিত একটি বাতিল চেকের স্ক্যান কপি কোম্পানিকে investorrelations@ashianahousing.com বা বিকল্পভাবে beetal@beetalfinancial.com -এ প্রদান করতে হবে।

ই-ভোটিংয়ের সুবিধা:

কোম্পানি তার সমস্ত সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত রেজোলিউশনগু-লিতে বার্ষিক সাধারণ সভার আগে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য এনএসডিএল -এর রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। উপরন্তু, কোম্পানি সভার চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমেও ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করবে।

রিমোট ই-ভোটিং ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ (শুক্রবার) সকাল ০৯:০০ টায় শুরু হবে এবং ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ (সোমবার) বিকেল ০৫:০০ টায় শেষ হবে। রিমোট ই-ভোটিং বা বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের রেকর্ড তারিখ হলো ২২শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ (মঙ্গলবার)। শুধুমাত্র রেকর্ড তারিখে মেম্বারস রেজিস্টার বা ডিপি (DPs) দ্বারা পরিচালিত বেনিফিসিয়াল ওনার্স-এর রেজিস্টারে যার নাম লিপিবদ্ধ আছে, তিনিই রিমোট ই-ভোটিং বা বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণ করার অধিকারী হবেন।

রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি:

ক) সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিত পদ্ধতি অনুযায়ী রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেম এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলীর উপর তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

খ) রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য লগইন ক্রেডেনশিয়াল সদস্যদের কাছে ই-মেইলের মাধ্যমে উপলব্ধ করা হবে যখন তারা উপরে দেওয়া পদ্ধতিতে সফলভাবে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধন করবেন।

২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ (সোমবার) বিকেল ০৫:০০ টার পরে রিমোট ই-ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না। যে সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ভিডিও কনফারেন্স/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটিংয়ের সুবিধার সাথে যুক্ত অভিযোগগুলি সমাধানের জন্য দায়ী ব্যক্তির বিবরণ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়কর আইন ২০২৫ অনুসারে, লভ্যাংশ আয় শেয়ারহোল্ডারদের হাতে করযোগ্য এবং কোম্পানিকে নির্ধারিত হারে শেয়ারহোল্ডারদের প্রদত্ত লভ্যাংশ থেকে উৎসে কর কাটার প্রয়োজন রয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের জন্য নির্ধারিত হারের জন্য, অনুগ্রহ করে আয়কর আইন ২০২৫ দেখুন। টিডিএস বিধানগুলির অনুবর্তিতা সক্ষম করার জন্য শেয়ারহোল্ডারদের তাদের আবাসিক ঠিকানা, ইমেল আইডি, মোবাইল নম্বর, আধার, এবং প্যান ডিপি-এর সাথে (যদি শেয়ারগুলি ইলেকট্রনিক ফর্মে থাকে) এবং আরটিএ অর্থাৎ বিটাল ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে (যদি শেয়ারগুলি ফিজিক্যাল ফর্মে থাকে) আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বোর্ডের আদেশে
আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার)

স্থান: নয়াদিল্লি
তারিখ: ০৭.০৯.২০২৬

সুজিত মণ্ডল খুনের তদন্তে সামশেরগঞ্জে সিআইডি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, সামশেরগঞ্জ: সুজিত মণ্ডল খুনের ঘটনার তদন্তভার নিতে মঙ্গলবার সামশেরগঞ্জ থানায় পৌঁছল চার সদস্যের সিআইডি দল। মঙ্গলবারই সুজিত মণ্ডল খুনের ঘটনার যাবতীয় তথ্য, নথি সামশেরগঞ্জ থানা থেকে সংগ্রহ করে তদন্তকারী দল। সোমবারই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী সুজিত মণ্ডল খুনের ঘটনার তদন্তভার সিআইডির হাতে তুলে দেন। তখনই সামশেরগঞ্জ থানার ওসি সুব্রত ঘোষকে পুলিশ লাইনে ক্লোজ করেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার সন্ধ্যায় থানার দায়িত্ব নেন মৃণালকান্দি দাস। পাশাপাশি ফরাক্কার এসডিপিও শেখ সামিসুদ্দিনকে পানিসমেন্ট পোস্টিংয়ে পাঠানো হয়। ধুলিয়ান পুলিশ আউট পোস্টের এসআই ও এএসআইকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার সুরিন্দর সিংকে ওয়ারনিং দিয়ে শোকজ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সুজিত মণ্ডল খুনের তদন্তভার নিল সিআইডি। চার সদস্যের সিআইডি প্রতিনিধি তদন্ত শুরু করে দিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই এক মহিলা-সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনজনই পুলিশি হেপাজতে রয়েছে। সিআইডি দলের তাদের সঙ্গে কথা বলার পরিকল্পনা রয়েছে।

সামশেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুজিত মণ্ডলের খুনের ঘটনায় এবার তদন্তে নামল সিআইডি। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই ঘটনার তদন্তভার সিআইডির হাতে তুলে দেওয়ার কথা জানান। সেই নির্দেশের পর মঙ্গলবার দুপুরে সামশেরগঞ্জ থানায় এসে পৌঁছয় সিআইডির প্রতিনিধি দল। থানায় পৌঁছে তদন্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও নথি সংগ্রহের পাশাপাশি ঘটনার গতিপ্রকৃতি খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা। উল্লেখ্য, গত ২৯ আগস্টের সকালে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হয়ে যান সুজিত মণ্ডল। এরপর সামশেরগঞ্জ থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে তার পরিবার। পরিবারের অভিযোগ, নিখোঁজ হওয়ার পর থেকেই তাঁরা পুলিশের কাছে বারবার বিষয়টি জানান এবং দ্রুত তদন্তের দাবি করেন। এমনকি একটি ফোন নম্বর থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে ফোনও করা হয়েছিল বলে পরিবারের দাবি। সেই ফোন নম্বর এবং কথোপকথনের অডিও রেকর্ডিং পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হলেও যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ পরিবারের। এরপর ৩ সেপ্টেম্বর সামশেরগঞ্জের পার্শ্ববর্তী ফরাক্কা ব্লকের বল্লালপুর ফিডার ক্যানেল সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি পা উদ্ধার করে ফরাক্কা থানার পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশও। তদন্তে উদ্ধার হওয়া পা সুজিত মণ্ডলের বলে শনাক্ত হয়। যদিও এখনও পর্যন্ত তাঁর দেহের বাকি অংশ উদ্ধার হয়নি। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিকে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে সুজিত মণ্ডলের পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে পথে নামে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। গত রবিবার হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সদস্যরা ন্যায় বিচারের দাবিতে সামশেরগঞ্জ থানার সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে ধর্ণায় বসেন। খবর মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের ডিআইজি অজিত যাদব সেখানে যান। এরপরই পুরো ঘটনা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আসে। ঘটনার নিরপেক্ষ পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পাশাপাশি মৃত সুজিত মণ্ডলের স্ত্রী পুলিশের হোমগার্ডের চাকরির প্রস্তাব দিয়েছেন। ক্ষতিপূরণ হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব তহবিল থেকে দশ লক্ষ টাকাও দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় সিআইডি তদন্ত শুরু হওয়ায় এবার সুজিত মণ্ডলের পরিবার ন্যায়বিচারের আশায় আলো দেখছেন। পরিবারের বক্তব্য, 'সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ প্রথমে সুজিত মণ্ডল নিখোঁজ ঘটনায় সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব দেওয়ায় এবং তদন্তভার সিআইডির হাতে দেওয়ায় আমরা খুশি।'

আরামবাগ মেডিক্যালে সারপ্রাইজ ভিজিটে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ প্রফুল্ল চন্দ্র সেন সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা ও পরিকাঠামোর বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সারপ্রাইজ ভিজিট করলেন আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ। আচমকা হাসপাতালে পৌঁছে বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখার পাশাপাশি চিকিৎসাধীন রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন তিনি। হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা, সমস্যার কথা এবং কী কী ক্ষেত্রে আরও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে, তা জানার চেষ্টা করেন বিধায়ক। এদিন হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা, বিভিন্ন বিভাগের পরিকাঠামো, হাসপাতালের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং রোগী ও তাঁদের পরিবারের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেন হেমন্ত বাগ। হাসপাতালের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন তিনি। পাশাপাশি সাধারণ মানুষ যাতে সরকারি হাসপাতালে আরও সহজে এবং উন্নত মানের চিকিৎসা পরিষেবা পান, সেই বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথাও জানান বিধায়ক। হেমন্ত বাগ বলেন, 'আরামবাগ প্রফুল্ল চন্দ্র সেন সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে সারপ্রাইজ ভিজিটে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখলাম এবং রোগী ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে কথা বললাম। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা যাতে আরও উন্নত ও সহজলভ্য হয়, সেই বিষয়গুলির উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের পরিকাঠামো, পরিষেবা এবং রোগীদের সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হয়েছে।' সবমিলিয়ে বিধায়কের এই পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মহলে একটি বিষয়ই এখন আলোচনায়, হাসপাতালের সমস্যা ও ঘাটতিগুলি কত দ্রুত চিহ্নিত করে তার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কারণ, আরামবাগ মহকুমা এবং সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে এই হাসপাতাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসা পরিষেবা আরও উন্নত হলে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষকে চিকিৎসার জন্য দূরের বড় হাসপাতালে ছুটতে হবে না বলেই মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

জঙ্গলে তোয়ালে মোড়া সদ্যোজাত উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জঙ্গল থেকে উদ্ধার তোয়ালে মোড়া সদ্যোজাত। মঙ্গলবার সাতসকালে ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার লক্ষ্মীপাড়ায় এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় গৃহবধূ শঙ্করী দাস রোজকার মতোন এদিন বাগানে গিয়েছিলেন গোরু আনতে। সেই সময় তিনি জঙ্গল থেকে স্পষ্ট একটি বাচ্চার চাপা কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। সেখানে গিয়েই তার চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে যায়। তোয়ালে মোড়া রক্তমাখা অবস্থায় পড়ে রয়েছে এক

সদ্যোজাত। পিঁপড়ের কামড় খেয়ে জঙ্গলের মধ্যে পড়ে থাকা সদ্যোজাতের চিৎকার শুনে উদ্ধারে এগিয়ে আসেন গ্রামবাসীরাও। সময়ের মধ্যে সদ্যোজাত ওই পুত্র সন্তানটিকে উদ্ধার করতে না পারলে হয়তো শিয়াল বা কুকুরে ছিঁড়ে খেত বলেও দাবি করেছেন উদ্ধারকারী গ্রামবাসীরা। এই খবর পেয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে ওই সদ্যোজাতকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয় চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের কর্তব্যরত এক চিকিৎসক জানিয়েছেন, ওই সদ্যোজাতের শরীরে লাল পিঁপড়ের কামড়ে কিছুটা ক্ষত হয়েছে। কিছুটা অক্সিজেনের সমস্যা ছিল। তড়িঘড়ি ওই বাচ্চাটিকে ইনসেনটিভ কেয়ার ইউনিটে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগের থেকে ওই বাচ্চাটি অনেকটাই সুস্থ রয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, দত্তক নেওয়ার বিষয়ে সরকারি কিছু প্রক্রিয়া রয়েছে। তবে এই ঘটনার সঙ্গে কারা যুক্ত রয়েছে সেটিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। আশেপাশের এলাকার কোনও মহিলা গর্ভবতী ছিল কিনা সেই সম্পর্কেও খোঁজ নিতে শুরু করেছে পুলিশ।

১১ সেপ্টেম্বর মাহেশে মিছিলের ডাক তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এবার পথে নামতে চলেছে কালীঘাট তৃণমূল। তারই অঙ্গ হিসাবে ১১ সেপ্টেম্বর মাহেশের রথবাড়ির সামনে থেকে শ্রীরামপুর আদালত পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। ওই পদযাত্রায় হাজির থাকবেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের দাবি, ১১ সেপ্টেম্বর মিছিলের জন্য অনুমতি চেয়ে পুলিশের কাছে আবেদন জানানো হলেও, পুলিশের দিক থেকে এখনও কোনও সবুজ সঙ্কেত মেলেনি। তাই মিছিলের অনুমতি পেতে কলকাতা হাইকোর্টে তৃণমূলের তরফে মামলা দায়ের করা হয়েছে। কালীঘাট তৃণমূলের শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা চুঁচুড়ার প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, 'আদালত আমাদের আবেদন গ্রহণ করেছে। বৃহস্পতিবার আমাদের আবেদন শোনা হবে।' ক্ষমতা হারানোর পরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এখনও পর্যন্ত কলকাতার বাইরে সে অর্থে কোনও রকম রাজনৈতিক কর্মসূচি করেননি। আদালত যদি মিছিলের অনুমতি দেয়, তা হলে ক্ষমতা থেকে বিদায় নেওয়ার পরে কলকাতার বাইরে এটাই তাঁর প্রথম রাজনৈতিক কর্মসূচি হতে যাচ্ছে। তার জন্য আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি মমতার মিছিলে লোক জোগাড় করতে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন হুগলির তৃণমূল নেতারা।

রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরই রাজ্যের অন্যান্য অংশের সঙ্গে হুগলিতেও বহু তৃণমূল নেতা হয় গ্রেপ্তার হয়েছেন, নয় তো এলাকা ছাড়া। অনেক পুরসভা এবং গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া হয়েছে তৃণমূলের। রাজ্যে পালাবদলের পরে মোট দু'দফায় গ্রেপ্তার হয়েছেন অসিত মজুমদার। তবে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি জামিন পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। হুগলির তৃণমূল নেতাদের মধ্যে তাঁকেই সবথেকে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। রাজ্যের প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর মতো কেউ কেউ আবার তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবিরে নাম লিখিয়েছেন। তাঁদেরকে অবশ্য এখনও পর্যন্ত কোনও রকম পুলিশি ঝামেলার মুখে পড়তে হয়নি। সব মিলিয়ে কালীঘাট শিবিরের তৃণমূল নেতারা এই মুহূর্তে অনেকটাই ছন্নছাড়া। এই অবস্থায় শ্রীরামপুরের মতো জায়গায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিলে কতটা লোক হবে, তা নিয়ে ধন্দে রয়েছেন তৃণমূল নেতারা। তা সত্ত্বেও এই কর্মসূচি সফল করতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখছে না কালীঘাট তৃণমূল। জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের দাবি, শ্রীরামপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিলে হাঁটবেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত মজুমদার, সঞ্জীব চক্রবর্তী, কৌশিক শীল, সুদীপ চক্রবর্তী, সমীর সাহার মতো পুরোনো তৃণমূল কর্মীরা। তৃণমূল সূত্রের খবর, মিছিলের অনুমতির জন্য চন্দননগর কমিশনারেটের কাছে গত পয়লা সেপ্টেম্বর আবেদন করা হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। আবার আবেদন বাতিলও করা হয়নি। তৃণমূল নেতৃত্বের আশঙ্কা, বিজেপি সরকারের পুলিশ হয়তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিলের জন্য অনুমতি দেবে না। সেই আশঙ্কা থেকেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। এই কর্মসূচি বানচাল করতে বিজেপির নির্দেশে তৃণমূলের নেতা, কর্মীদের পুলিশ আটক কিংবা গ্রেপ্তার করতে পারে, সেই আশঙ্কার কথাও আদালতকে জানিয়ে রেখেছেন তারা। এদিন মামলা দায়েরের পর অসিত মজুমদার বলেন, 'বিজেপির সরকার এবং পুলিশের উপরে আমাদের কোনও ভরসা নেই। গত ২১ জুলাই কলকাতায় কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার আগেই আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবারেও হয়তো শ্রীরামপুরে প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দেওয়ার আগে আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে পুলিশ। সেই আশঙ্কার কথা আমরা আমাদের আবেদন পত্রেও উল্লেখ করেছি। বিচার ব্যবস্থা ও আদালতের উপরে আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। বিজেপি গণতন্ত্রকে নষ্ট করে দিয়েছে। পুলিশ দিয়ে বিরোধীদের জব্দ করার কৌশল নিয়েছে। কিন্তু এ সব করে আমাদের দমানো যাবে না।' এ বিষয়ে বিজেপির কোনও নেতা অবশ্য মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কৃষ্ণনগর: মঙ্গলবার নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষ্যে একটি কমসূচি আয়োজিত হল। যা কি-না নব ভারত সাক্ষরতা কর্মসূচির ১০০ শতাংশ সাক্ষরতার লক্ষ্য অর্জনের পথে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্যই ছিল নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কদের বুনিয়াদি সাক্ষরতার আওতায় আনা, সংখ্যাজ্ঞান, ডিজিটাল দক্ষতা, আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং জীবনের জন্য অপরিহার্য দক্ষতায় ক্ষমতায়িত করে তোলা। এদিন আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে আমন্ত্রিত বক্তারা সকলেই নিজেদের বক্তব্যে বলেন, 'সাক্ষরতা কেবল পড়তে ও লিখতে পারার ক্ষমতা নয়, এটি মর্যাদা, ক্ষমতায়ন এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের ভিত্তি।' এদিনের কর্মসূচি উপলক্ষ্যে একাঙ্ক নাটক, নাচ, গান, কবিতা, আবৃত্তি, নৃত্য-নাট্য অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিল কৃষ্ণনগর ১ ব্লকের ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে ৪ জন চিহ্নিত অসাক্ষর উপভোক্তা। তারা নিজেদেরকে শিক্ষার আলোয়

নিয়ে আশার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগর দক্ষিণের বিধায়ক সাধন ঘোষ, অতিরিক্ত জেলা শাসক উন্নয়ন, মহকুমা শাসক সদর কৃষ্ণনগর, জেলা জনশিক্ষা প্রসার আধিকারিক, বিডিও কৃষ্ণনগর ১, ওসি লিটারেসি, ব্লক সভাপতি, সব ব্লকের এক্সটেনশন অফিসার ও মাস এডুকেশন আরও অনেক জেলার আধিকারিকগণ।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু কৃষকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বজ্রপাতে মৃত্যু হলো এক কৃষকের। ঘটনায় আহত ৮ জন। এমনই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার চাপড়া থানার দক্ষিণ বৃত্তিহুদা এলাকায়। স্থানীয় লোকজন তাদেরকে উদ্ধার করে চাপড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত ব্যক্তির নাম সারফরাজ মণ্ডল (২৩)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকায় চাষের জমির পাট ছাড়ানোর কাজ করছিল পুকুরে। সেই সময় হঠাৎ কালো মেঘে ঢেকে যায় গোটা এলাকা। আচমকা শুরু হয় বজ্রপাত-সহ বৃষ্টি। আর তাতেই মৃত্যু হয় ১ জনের। আহতদের মধ্যে একজনকে নিয়ে যাওয়া হয় শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে। এমন ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। স্থানীয় সূত্রে খবর, ভরা বর্ষার মরশুমে পাট ভেজানোর পর পাট ছাড়ানোর কাজ চলছিল। সেই সময়তেই বজ্রপাতের এই ঘটনা ঘটে।

SBI আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান
৩য় ফ্লোর, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, বর্ধমান-৭১৩১০১ (প.ব.)
ফোন - ০৩৪২-২৫৬৭১৪১, ই-মেইল: sbi.10264@sbi.co.in
ভেহিকেল ই-অকশন নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: শিব কান্ত মনহর, ই-মেইল আইডি: Sbi.10264@sbi.co.in, **মোবাইল নং** 8001175974

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র কাছে হাইপোথিকেট করা নীচে বর্ণিত যানটি **১৬.০৯.২০২৬** তারিখে কোনো দায়বদ্ধতা, যদি থাকে, তা সহ **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে", "যাই থাক না কেন"** এবং **"বিনা হস্তক্ষেপে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা এবং অ্যাকাউন্টের বিবরণ	যানের বিবরণ
১.	**ঋণগ্রহীতার নাম: বর্ষা ভৌমিক** **লোন অ্যাকাউন্ট নং:** 44715867282 **০৮.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া ৭,৮৫,৭১২.০০ টাকা এবং এর সাথে সুদ, খরচ এবং অন্যান্য চার্জ**	**প্রস্তুতকারক:** TATA PASSENGER ELECTRIC MOBILITY LTD **মডেল:** TATA TIAGO EV XE MR **যান নং:** WB41Q6491 **ইঞ্জিন নং:** TZ180XS92AB25091342 **চ্যাসিস নং:** MAT568005SKK78417 **নিবন্ধনের তারিখ:** ০৯.১২.২০২৫ **সংরক্ষিত মূল্য: ৩,৩০,০০০.০০ টাকা** **আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি): ৩৩,০০০.০০ টাকা** **বিড বৃদ্ধির পরিমাণ:** ৫,০০০.০০ টাকা

পরিদর্শনের তারিখ: ১৪.০৯.২০২৬ (সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত)
পরিদর্শনের জন্য যোগাযোগ করুন- 8001152664 (ম্যানেজার এনপিএ)
১) ইচ্ছুক বিডারদের অংশগ্রহণের আগে যান(গুলি) পরিদর্শন করা এবং বিবরণ, গুণমান এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কারণ সফল বিডিংয়ের পরে কোনো ধরণের অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না।
২) অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে নিজের খরচে ডেলিভারির পর এক মাসের মধ্যে নিজের নামে যানটি হস্তান্তর করা ক্রেতার দায়িত্ব। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রযোজ্য কর এবং জিএসটি প্রযোজ্য হবে এবং তা ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
৩) একটি ইনডেমনিটি বন্ডে স্বাক্ষর করে ডেলিভারির পরে যানটি নিজের নামে স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতাকে দায়িত্ব নিতে হবে।
৪) ঋণগ্রহীতা(গণ)/তাঁর আইনি উত্তরাধিকারীদের জন্য **১৬.০৯.২০২৬ তারিখ বিকাল ৪:০০ টার মধ্যে** বা তার আগে সুদ, খরচ এবং অন্যান্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য এই নোটিশটি প্রকাশ করা হলো।
৫) বিডার/ক্রেতাকে তাঁর মোবাইল নং এবং ইমেইল আইডি ব্যবহার করে ই-অকশন পোর্টাল **https://BAANKNET.com** -এ নিবন্ধন করতে হবে। baanknet দ্বারা অনলাইনে কেওয়াইসি ভেরিফিকেশন করা হবে। তাই বিডারকে প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে, যা যাচাই করতে ০২টি কার্যদিবস (working days) সময় লাগতে পারে।
৬) বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ই-অকশন পোর্টাল **https://BAANKNET.com** -এ আপলোড করা হয়েছে। ব্যাঙ্ক বা অনুমোদিত অফিসার এতদ্বারা কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনো বা সমস্ত প্রস্তাব বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

তারিখ: ০৯.০৯.২০২৬ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: পূর্ব বর্ধমান **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রিটেইল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০১৭; টেলিফোন: (+৯১৩৩) ৬৬৫৫ ৭৭৪৬/৮৭৭
ওয়েবসাইট: www.idbibank.in সিআইএন-L65190MH2004GO1148838
[পরিশিষ্ট IV-এ] [রুল ৮(৬)-এর শর্তাংশ দেখুন] স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর শর্তাংশের সাথে পঠিত স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সুরক্ষিত পাওনাদার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বাস্তবিক দখল নেওয়া হয়েছে এমন নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা স্থাবর সম্পত্তি, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পাওনা আদায়ের জন্য নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) কাছ থেকে ১২.১০.২০২৬ (সোমবার) তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যাই থাক না কেন" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) নিজ নিজ সম্পত্তির বিবরণের বিপরীতে প্রদর্শিত হয়েছে।
১২.১০.২০২৬ তারিখে নিলাম হতে চলা সম্পত্তির বিবরণ (১৫ দিনের নোটিশ)

শাখার নাম	ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ গ্যারান্টার(গণ)/ বন্ধকদাতা(দের) নাম এবং অ্যাকাউন্ট নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ডিমান্ড নোটিশ অনুযায়ী দাবিকৃত পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
রাজারহাট শাখা	**অনন্যা সাহা** (ঋণগ্রহীতা) এবং **অভিজিৎ ভাস্কর** (সহ-ঋণগ্রহীতা) **অ্যাকাউন্ট নং এলএএন-** 0184675100021766 **এবং** 0184675100021775	অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং: এ, উত্তর দিক, ৪র্থ ফ্লোর, প্রাঙ্গণ নং: ডিসি ১৩, শাস্ত্রী বাগান, পোঃ- দেশবন্ধু নগর, থানা- বাগুইআটি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০০৫৯ -এ অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে:- আভা অ্যাপার্টমেন্ট; দক্ষিণে:- তমাল বোস ও অন্যান্যদের সম্পত্তি; পূর্বে:- ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিমে:- ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা। এর সাথে সংযুক্ত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত কাঠামো ও নির্মাণ।	**১) ২৯শে জুলাই, ২০২৫** **২) ১৮ই জুন, ২০২৬** **গ) ০৭.০৫.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ৪৩,৫৮,৯৬০.১৬ টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ আটান্ন হাজার নয়শো ষাট টাকা এবং ষোলো পয়সা মাত্র) (০৯.০৪.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সুদের হিসাব সহ), এর সাথে ১০.০৪.২০২৫ তারিখ থেকে চক্রবৃদ্ধি হারে চুক্তিবদ্ধ অতিরিক্ত সুদ।**	**ক) ৩৯,৪১,০০০/- টাকা** **খ) ৩,৯৪,১০০/- টাকা** **গ) ১০,০০০/- টাকা**

সারফায়েশি অ্যাক্ট ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ
বিড ডকুমেন্ট কাজের দিনগুলিতে (সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত) কলকাতা জোনাল অফিস, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, রিষড়া শাখা থেকে অথবা ০১.১০.২০২৬ থেকে ১১.১০.২০২৬ পর্যন্ত ওয়েবসাইট: https://www.bankeauctions.com (সি১ইন্ডিয়া (পি) লি. দ্বারা পরিচালিত | www.c1india.com) এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট: https://www.idbibank.in থেকে পাওয়া যেতে পারে।

আন্ডারটেকিং, কেওয়াইসি নথি এবং ইএমডি সহ বিড ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**১১.১০.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা পর্যন্ত।**
পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়:	**০৯.১০.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা পর্যন্ত।**
ই-অকশনের তারিখ ও সময়:	**১২.১০.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা পর্যন্ত।**

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদার আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.idbibank.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।
তারিখ: ০৯.০৯.২০২৬; স্থান: পশ্চিমবঙ্গ **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড**

SBI এসবিআই, হোম লোন সেন্টার, বিধাননগর (১৫৩৪২)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬, ভিআইপি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৫৪, ই-মেইল আইডি: sbi.15342@sbi.co.in
সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) এর অধীন নোটিশ

এতদ্বারা একটি নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) / গ্যারান্টার(গণ) ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ক্রেডিট সুবিধাগুলির আসল এবং সুদ পরিশোধ করতে খেলাপি হয়েছেন এবং সেগুলিকে নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে তাঁদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় নোটিশ জারি করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি তাঁদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছায়নি এবং সেই কারণে এই নোটিশের মাধ্যমে তাঁদের জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং	ঠিকানা সহ ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারের নাম / শাখার নাম	টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী সুমিত রায় (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- শ্রী সমীর কুমার রায় ই-মেইল আইডি: sumroy@qataraviation.com **শ্রীমতী পূজা চ্যাটার্জি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- শ্রী সুমিত রায় **উভয়ের ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং- ০৫, দার আহ জাজি স্ট্রিট নং- ৯০৭, আহতুমা দারালজাজি গেট, কাতার। **শ্রী সুমিত রায় (ঋণগ্রহীতা)** ই-মেইল আইডি: Suhaanroy753@gmail.com **শ্রীমতী পূজা চ্যাটার্জি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** **উভয়ের ঠিকানা:** "বীণাপাণি অ্যাপার্টমেন্ট" ফ্ল্যাট নং- সি২, ২য় ফ্লোর, বিশরপাড়া, প্রাঙ্গণ নং- ৩০৯, মধ্য নীলাচল, থানা- এয়ারপোর্ট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১৩৪। **শ্রী সুমিত রায় (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- সমীর কুমার রায় আর২/২৭৭, বিধাননগর হাউজিং কলোনি, দুর্গাপুর- ৭১৩২০৬, পশ্চিমবঙ্গ। **শ্রীমতী পূজা চ্যাটার্জি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- সুমিত রায় কন্যা- প্রদীপ চ্যাটার্জি, ২০/৭, রাজা মনীন্দ্র রোড, থানা - চিৎপুর, কলকাতা-৭০০০৩৭, পশ্চিমবঙ্গ। **লোন অ্যাকাউন্ট নং- 38217670865 (এইচবিএল), 38217694956 (সুরক্ষা) এবং 38270795416 (হোম-টপ-আপ)** **শাখার নাম: এইচএলসি বিধাননগর**	**পার্ট - ১** **অস্থাবর সম্পত্তির হাইপোথিকেশন।** **নেই** **পার্ট - ২** **(টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ)** প্রথম তফসিলে উল্লেখিত প্রাঙ্গণে নির্মিত উক্ত ভবনের দ্বিতীয় তলায় (২য় ফ্লোরে), উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ৭৮৬ (সাতশো ছিয়াশি) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের কমবেশি "সি২" নম্বরযুক্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বাধীন আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার মধ্যে ২ (দুটি) বেডরুম, ১ (একটি) রান্নাঘর, ১ (একটি) লিভিং-কাম-ডাইনিং, ১ (একটি) টয়লেট, ১ (একটি) ডব্লিউ.সি. এবং মার্বেল মেঝে সহ ১ (একটি) ব্যালকনি রয়েছে। এর সাথে প্রথম তফসিলে বর্ণিত জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং এর উপর অবস্থিত তিন তলা ভবনের সমস্ত ইজমেন্ট, কোয়াসি-ইজমেন্ট, সাধারণ অংশ, সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধাগুলি সংযুক্ত, যা সাধারণভাবে "বীণাপাণি অ্যাপার্টমেন্ট" নামে পরিচিত, যার জমির পরিমাণ ৫ (পাঁচ) কাঠা ৩৬ (ছত্রিশ) বর্গফুট কমবেশি, যা মৌজা বিশরপাড়া, জে.এল. নং ৫, আর.এস. নং ৮৯, তৌজি নং ১৭২, দাগ নং ৩৫৬/৫৮৫, খতিয়ান নং ৮৬০-এর অধীনে, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২৯৫ (২১৭) এবং প্রাঙ্গণ নং ৩০৯, মধ্য নীলাচল, ওয়ার্ড নং ২, নর্থ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমানার মধ্যে, থানা- এয়ারপোর্ট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনায় অবস্থিত। দলিল নং ০৫৩২৪, বুক নং- ১, সিডি ভলিউম নং- ১১, পাতা ৭১৭৫ থেকে ৭২১২, ২০১৪ সালের জন্য এ.ডি.এস.আর.ও. বিধান-নগর (সল্ট লেক সিটি), উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী সুমিত রায়,** পিতা- শ্রী সমীর কুমার রায় এবং **শ্রীমতী পূজা চ্যাটার্জি,** স্বামী- শ্রী সুমিত রায়ের **নামে রয়েছে।** **ভবনটির সীমানা:** উত্তরে: ১২ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা; দক্ষিণে: ১২ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা; পূর্বে: ছবি রাণী ভট্টাচার্যের বাড়ি; পশ্চিমে: শিপ্রা সাহা ও অন্যান্যদের বাড়ি।	২৫.০৮.২০২৬	২০.০৮.২০২৬	**১৭,৫৭,০৭৪.০০ টাকা (সতেরো লক্ষ সাতান্ন হাজার চুয়াত্তর টাকা মাত্র) ২৫.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী।** এর সাথে আনুষঙ্গিক খরচ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যতের সুদ প্রদান করতেও আপনি দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প জারির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরের ঋণগ্রহীতা(দের) এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, এটি করতে ব্যর্থ হলে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন শেষ হওয়ার পর সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সারফায়েশি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে এর আগে কোনো নোটিশ(সমূহ) জারি করা হয়ে থাকলে তা বাতিল এবং প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে গণ্য করা যেতে পারে।

তারিখ: ০৯.০৯.২০২৬ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: কলকাতা **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বিধাননগর**

বैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond Banking
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
জোনাল অফিস: হাওড়া জোন
৫ বিটিএম সরণি, ৪র্থ ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (সারফায়েশি অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সারফায়েশি)-এর সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ব্যাঙ্কের পাওনা আদায়ের জন্য নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলির ই-অকশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ গ্যারান্টারদের শাখা / নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ/ বকেয়া পরিমাণ	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য এবং ইএমডি
শাখা: ডোমজুড় **অ্যাকাউন্ট - মেসার্স অশ্বিনী আর্থেনওয়্যার এলএলপি** **পার্টনার: শ্রী অখিল পরসরামপুরিয়া এবং শ্রীমতী ঊষা পরসরামপুরিয়া** **ঠিকানা: নিবন্ধিত কার্যালয়:** শ্রী কৃষ্ণ চেম্বারস, ৭৮ বেন্টিক স্ট্রিট অফিস নং ১বি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১ **ফ্যাক্টরি:** মুন্সীরহাট ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স শঙ্করহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত-২ জগৎবল্লভপুর, হাওড়া-৭১১১৪০ **আবাসিক:** ব্লক-৪, ফ্ল্যাট ৩সি, স্পেস টাউন হাউজিং কমপ্লেক্স, হলদিরামের কাছে, রাজারহাট, গোপালপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০০৫২	পূর্ব দিকে মুখ করা তৃতীয় তলায় (৩য় ফ্লোরে) অবস্থিত ৩সি নম্বরযুক্ত একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের ইকিউএম, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ১০৯৩ বর্গফুট। এর মেঝে মার্বেল দিয়ে তৈরি এবং এটি তিনটি বেডরুম, একটি ডাইনিং কাম কিচেন, দুটি বাথরুম, একটি বারান্দা নিয়ে গঠিত। এই সম্পত্তিটি এলআর দাগ নং ৪৮১৩, খতিয়ান নং ২৭৩৮, জেএল নং ২১, মৌজা উত্তর চন্দননগর, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২২/২২, শরৎ চন্দ্র গলি, (১২ ফুট চওড়া), ওয়ার্ড নং ৩০, হুগলী চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০৫ -এ অবস্থিত এবং শ্রী অখিল পরসরামপুরিয়ার নামে উক্ত ভবনের জমির অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ এবং সাধারণ অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও দায়বদ্ধতা সহ বিদ্যমান। **সম্পত্তির সীমানা: উত্তরে:** শ্রী হরিহর পালের সম্পত্তি দ্বারা; **দক্ষিণে:** শ্রী আশুতোষ ঘোষের বাড়ি দ্বারা; **পূর্বে:** শরৎ চন্দ্র গলি দ্বারা (১২ ফুট চওড়া); **পশ্চিমে:** জিটি রোডের অংশ দ্বারা। **ফ্ল্যাটের সীমানা: উত্তরে:** খোলা আকাশ দ্বারা; **দক্ষিণে:** খোলা আকাশ দ্বারা, **পূর্বে:** খোলা আকাশ দ্বারা; **পশ্চিমে:** সিঁড়ি, লিফট এবং ফ্ল্যাট নং ৩বি দ্বারা।	**২,০৮,০৭,৯০২.৮৪/- টাকা এর সাথে ইউসিআই এবং আনুসাঙ্গিক খরচ**	**ডিমান্ড নোটিশের তারিখ-** ১৬-০৯-২০২৫ **প্রতীকী দখলের তারিখ-** ১২.০৩.২০২৬	**সংরক্ষিত মূল্য:** ২৯,৭১,০০০/- টাকা **ইএমডি:** ২,৯৭,১০০/- টাকা

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ২৫.০৯.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত
পরিদর্শনের জন্য অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করুন

নিয়ম ও শর্তাবলী:
(১) অকশন সেল/বিডিং শুধুমাত্র **https://BAANKNET.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং"** প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা হবে।
(২) **সমস্ত সম্পত্তির জন্য নিলামের তারিখ ও সময় ২৫.০৯.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত, যার পর ১০ মিনিট করে সীমাহীন এক্সটেনশন থাকবে, অর্থাৎ শেষ ১০ মিনিটে কোনো বৈধ বিড পাওয়া গেলে, অকশনটি আরও ১০ মিনিটের জন্য বাড়ানো হবে।** শেষ ১০ মিনিটে কোনো বৈধ বিড না পাওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকবে। উপরে উল্লেখিত সংরক্ষিত মূল্যের এক ধাপ উপর থেকে অকশন শুরু হবে। **বিডাররা ১০,০০০/- টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) এর গুণিতকে তাঁদের প্রস্তাব বাড়াতে পারবেন। আগ্রহী পক্ষগুলি ০৯.০৯.২০২৬ থেকে ২৪.০৯.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টার মধ্যে সাইটে সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করতে পারেন।**
(৩) **ইচ্ছুক বিডারদের https://BAANKNET.com পোর্টালে তাঁদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং তাঁদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে হবে।** সম্ভাব্য বিডাররা অকশনের জন্য কীভাবে নিবন্ধন করতে হবে, অকশনের পদ্ধতি এবং অন্যান্য অনুসরণীয় প্রক্রিয়াগুলি উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে দেখতে পারেন। কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে ইচ্ছুক বিডাররা **শ্রী নীহার রঞ্জন কুঁয়ার- মোবাইল: 7008373426 অথবা শ্রী অভিষেক দোলুই- মোবাইল: 8276803513** নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।
(৪) বিডারদের আগে থেকেই কিছু আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে, যেমন:
i) বিডার/ক্রেতার নিবন্ধন: বিডারকে তাঁর মোবাইল নম্বর এবং ইমেইল আইডি ব্যবহার করে ই-অকশন পোর্টাল **https://BAANKNET.com** -এ নিবন্ধন করতে হবে।
ii) কেওয়াইসি ভেরিফিকেশন: বিডারকে প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। কেওয়াইসি নথিগুলি ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা যাচাই করা হবে (২ দিন সময় লাগতে পারে)।
iii) গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর: ই-অকশন পোর্টালে তৈরি হওয়া চালান ব্যবহার করে অনলাইনে/অফলাইনে অথবা নেফ্ট /ট্রান্সফার ব্যবহার করে ফান্ড ট্রান্সফার করতে হবে। সম্ভাব্য বিডাররা বিস্তারিত জানার জন্য **https://BAANKNET.com** দেখতে পারেন।
(৫) অনলাইনে জমা দেওয়া এনক্লোজার সহ বিড ফর্মের একটি অনুলিপি **অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোনাল অফিস, ৫, বি.টি.এম. সরণি, ৪র্থ ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১-এর ঠিকানায় পাঠাতে হবে অথবা এর সফ্ট কপিগুলি ARD.Howrah@bankofindia.bank.in -এ ই-মেইল করে পাঠাতে হবে যাতে তা ২৫.০৯.২০২৬ তারিখের আগে পৌঁছায়।**
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তি/সম্পদগুলি **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে"** এবং **"বিনা হস্তক্ষেপে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ইচ্ছুক বিডারদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়বদ্ধতা, নিলামে রাখা সম্পত্তির মালিকানা এবং সম্পত্তির উপর প্রভাব ফেলে এমন কোনো দাবি/অধিকার/বকেয়া, এবং ফিজিক্যাল দখল নেওয়ার ক্ষেত্রে জড়িত সময় ও খরচ (প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তিগুলির জন্য) সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব অনুসন্ধান করা উচিত। সম্পত্তি কর, এনার্জি চার্জ ইত্যাদি সহ সমস্ত সঞ্চিত বিধিবদ্ধ বকেয়া সফল বিডারকে বহন করতে হবে। অনুমোদিত অফিসার/সুরক্ষিত পাওনাদার কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া/দায়বদ্ধতার জন্য এবং ফিজিক্যাল দখল নেওয়ার ক্ষেত্রে জড়িত কোনো বিলম্ব, খরচ এবং/অথবা আইনি সমস্যার জন্য (প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তিগুলির ক্ষেত্রে) কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।
(৭) উপরোক্ত তফসিলে নির্দিষ্ট করা বিবরণগুলি অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্কের সর্বোত্তম তথ্যের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। অনুমোদিত অফিসার এবং/অথবা ব্যাঙ্ক এই পাবলিক নোটিশে কোনো ভুল, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য দায়ী থাকবে না।
(৮) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে উল্লেখিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি করা হবে না। ইচ্ছুক বিডারদের **https://BAANKNET.com** -এ প্রদত্ত ওয়ালেটে উপরে বর্ণিত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা করতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৯) **ইচ্ছুক বিডারদের নিজেদের নিবন্ধন করতে হবে এবং অকশনের তারিখের অনেক আগে, কোনো অবস্থাতেই ২৫.০৯.২০২৬ তারিখ বিকাল ৫.০০ টার পর নয়, উপরে উল্লেখিত পোর্টালে ইএমডি পরিমাণ জমা করতে হবে।**
(১০) **সর্বোচ্চ/সফল বিডারকে ইতিমধ্যেই প্রদান করা ইএমডি সহ বিডের পরিমাণের ২৫% অবিলম্বে অর্থাৎ একই দিনে বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিড গ্রহণের পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে জমা দিতে হবে, এটি করতে ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।** সর্বোচ্চ বিডারকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল বিডার/ক্রেতা হিসেবে ঘোষণা করা হবে যদি বিডার আইনত বিড করার যোগ্য হন।
(১১) **বিড/ক্রয়ের মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় বিড গ্রহণ/নিশ্চিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে বা তার আগে (ব্যাঙ্কিং আওয়ারের মধ্যে) প্রদেয় হবে। সফল বিডার কর্তৃক অর্থ প্রদানে খেলাপির ক্ষেত্রে বিডার কর্তৃক ইতিমধ্যে জমা দেওয়া পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে। অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক সম্পত্তির নতুন নিলাম পরিচালনা করতে স্বাধীন থাকবে এবং সম্পত্তির প্রতি খেলাপি ক্রেতা/বিডারের যেকোনো দাবি বা প্রদত্ত যেকোনো অর্থের প্রতি বা যে অর্থের জন্য সম্পত্তিটি পরবর্তীতে বিক্রি করা হতে পারে তার কোনো অংশের প্রতি দাবি বাজেয়াপ্ত করা হবে।**
(১২) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার বিডারের নামে সেল সার্টিফিকেট জারি করবেন এবং এরপর বিক্রয়টি সম্পূর্ণ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনো দাবি গ্রহণ করবে না।
(১৩) অসফল বিডারের ইএমডি কোনো সুদ/খরচ/চার্জ ছাড়াই ফেরত দেওয়া হবে।
(১৪) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ বিড বা যে কোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার এবং কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই তাঁর সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় বিক্রয় স্থগিত/মুলতবি/বাতিল করার বা বিক্রয়ের কোনো নিয়ম ও শর্তাবলী পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
(১৫) কনভেয়েন্স ডিড, প্রযোজ্য কর যার মধ্যে পরিষেবা কর/টিডিএস (যদি থাকে) অন্তর্ভুক্ত, এর জন্য প্রদেয় সমস্ত চার্জ/ফি সফল বিডার/ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
(১৬) এই প্রকাশনাটি দ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অধীনে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাদের অগ্রিমের প্রতি ১৫ দিনের নোটিশ হিসেবেও গণ্য হবে।
(১৭) আরও বিবরণ, প্রক্রিয়া সম্মতি এবং নিয়ম ও শর্তাবলী ডাউনলোড করার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **www.bankofindia.bank.in**

স্থান: কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার**
তারিখ: ০৯.০৯.২০২৬ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোন**

মুম্বইয়ে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থল থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার দুই

পরিচয় দিয়েছিলেন পিএমও-র কর্তা হিসেবে

মুম্বই, ৮ সেপ্টেম্বর: মুম্বইয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এক অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। ওই অনুষ্ঠান শুরু আগেই বন্দুক-সহ দুই সন্দেহভাজনকে ধরল মুম্বই পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে এক জনের কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের (পিএমও) ভুয়ো আইডি কার্ডও মিলেছে। সূত্রের খবর, ওই ব্যক্তি নিজেকে 'পিএমও কর্তা' বলে পরিচয় দেন অনুষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তাকর্মীদের কাছে। তাঁর সঙ্গে যে আর এক জন ছিলেন, তাঁকে নিজের দেহরক্ষী বলেও পরিচয় দেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, অনুষ্ঠানস্থলে এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। কেন তিনি এসেছেন, কী পরিচয় ইত্যাদি জানার চেষ্টা করেন নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা। তখনই ওই ব্যক্তি নিজেকে 'পিএমও কর্তা' বলে পরিচয় দেন। সঙ্গে একটি পিএমও-র আইডি কার্ডও দেখান।

পিএমও-র ওই পরিচয়পত্র দেখে সন্দেহ হয় নিরাপত্তাকর্মীদের। সেটা যাচাই করতে গিয়েই তাঁরা দেখেন, ওই পরিচয়পত্র জাল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে পাকড়াও করেন নিরাপত্তাকর্মীরা। ওই ব্যক্তির সঙ্গে থাকা দেহরক্ষীরও তল্লাশি হয়। তখনই তাঁর কাছে একটি বন্দুক পাওয়া যায় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, ভুয়ো পরিচয় দেওয়া ওই যুবকের নাম রোহন পারেখ। কেন তিনি পিএমও-র ভুয়ো পরিচয়পত্র নিয়ে মোদীর অনুষ্ঠানস্থলে এসেছিলেন, তা খতিয়ে দেখছে মুম্বই পুলিশের অপরাধদমন শাখা।

সামনের বছরেই দেশে ছুটবে বুলেট ট্রেন

ঘোষণা রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর: সামনের বছরেই দেশে ছুটবে বুলেট ট্রেন। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৭ সালে অগস্ট-সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ভারতে বুলেট ট্রেন চলতে শুরু করতে পারে। বুলেট ট্রেন তৈরির কাজ বহু দূর এগিয়েছে, তা-ও জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী।

ভারতের প্রথম বুলেট ট্রেন ছুটবে মুম্বই এবং আমদাবাদের মধ্যে। তবে এক বারে পুরোপথে ট্রেন চালু হবে না। ধাপে ধাপে এই পথে ট্রেন চালুর পরিকল্পনা রয়েছে রেলের। সেইমতো কাজও এগোচ্ছে। প্রথম ধাপে গুজরাতের সুরত থেকে বিলিমোরা পর্যন্ত ছুটবে বুলেট ট্রেন। এই পথটি ৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ। গুজরাতে এক অনুষ্ঠানে রেলমন্ত্রী বুলেট ট্রেন চালুর ব্যাপারে আশার বাণী শোনান। রেলমন্ত্রী বলেন, 'আগামী বছরের মে বা জুন মাসের মধ্যে ভারতের নিজস্ব বুলেট ট্রেন পরীক্ষামূলক ভাবে চালানো হবে। দুই থেকে চার মাস পরীক্ষামূলক যাত্রার পর প্রধানমন্ত্রী বুলেট ট্রেনটির উদ্বোধন করবেন।' অশ্বিনী জানান, বুলেট ট্রেন চালু হলে বদোদরা থেকে মুম্বইয়ে দেড় ঘণ্টায় পৌঁছোনো যাবে।

অশ্বিনীর কথায়, 'দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি বুলেট ট্রেনের কাঠামো তৈরির কাজ দু'দিন আগেই শেষ হয়েছে। এ বার স্কুইজ টেস্ট হবে।' এই পরীক্ষার মাধ্যমে ট্রেনের বগির কাঠামোর সক্ষমতা যাচাই করা হয়। নবনির্মিত কাঠামো কতটা 'লোড' নিতে পারছে, তা পরীক্ষা করে দেখেন ইঞ্জিনিয়ারেরা। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই ওই বগি পরীক্ষামূলক ভাবে চালানো হয় ট্র্যাকে। রেলমন্ত্রী আশাবাদী, পরের বছর মে মাসে বুলেট ট্রেনটিকে পরীক্ষামূলক ভাবে চালানো হতে পারে।

সৌদিতে পর পর হামলা হুথি গোষ্ঠীর

রিয়াধ, ৮ সেপ্টেম্বর: মঙ্গলবার ভোর থেকে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পশ্চিম এশিয়া। এ বার সৌদি আরবে পর পর হামলা চালিয়েছে ইরানের সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হুথি। এই শিয়া সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় অন্তত ৭৩ জন সাধারণ নাগরিক জখম বলে অভিযোগ সৌদি কর্তৃপক্ষের।

ইয়েমেনের রাজধানী সানা-সহ বিভিন্ন অঞ্চল বর্তমানে হুথির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সৌদি আরবের মদতপুষ্ট ইয়েমেনের সুন্নি মুসলিম গোষ্ঠীর সরকার ধারাবাহিক অভিযান চালাচ্ছে হুথিদের বিরুদ্ধে। তবে সানা-সহ উত্তর ইয়েমেনের বিভিন্ন অংশ এখনও হুথিদের নিয়ন্ত্রণে। এরই মধ্যে সম্প্রতি উত্তর ইয়েমেনের আল-জাওফ প্রদেশের একটি জেলে আকাশপথে হামলা হয় বলে অভিযোগ। হুথির দাবি, আল-হাজেম শহরে ওই হামলায় শিশু-সহ সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন আরও সাত জন। ওই হামলার জন্য সৌদির দিকেই আঙুল তুলেছে তারা।

সিকিমের পার্বত্য অঞ্চলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কোরের মহড়া

সোমা মুখোপাধ্যায়

সেনাদের পেশাগত দক্ষতা, পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিকূল পরিবেশে শারীরিক সহনশীলতা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতাকে একত্রিত করে একটি সেনা মহড়ার আয়োজন করে ত্রিশক্তি কোর। সিকিমের প্রতিকূল উচ্চ পার্বত্য পরিবেশের জন্য সিকিমের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় এই মহড়ার আয়োজন করা হয়। অত্যাধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির হাতিয়ার নিয়ে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য সম্প্রতি একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল ভারতীয় সেনার তরফে।

দুর্গম পাহাড়ি ভূখণ্ড এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণে নিরন্তর শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দেন সেনারা। সেনার অংশগ্রহণকারী দলগুলো তাঁদের সামনে উপস্থাপিত চ্যালেঞ্জগুলো সম্পন্ন করার মাধ্যমে অদম্য সাহস, সংকল্প এবং পেশাগত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের এই কর্মদক্ষতাকে কার্যকর পদক্ষেপে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে সেনাদের ভূমিকাকেই তুলে ধরা হয়েছে।

এই মহড়াটি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আধুনিক প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকেও প্রতিফলিত করেছে। কর্মীদের উপর চাপের পাশাপাশি, এটি একটি প্রতিকূল পার্বত্য পরিবেশে যুদ্ধের সরঞ্জাম মূল্যায়নের সুযোগও করে দিয়েছিল। যে পরিস্থিতিতে সৈন্যদের কাজ করতে হয়, তার উপযোগীতা বৃদ্ধির উপরই জোর দেওয়া হয়েছিল। অংশগ্রহণকারী সকল দলের প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করাই ছিল সেনাদের দৃঢ়সংকল্প ও প্রচেষ্টার প্রতিফলন। একটি সমন্বিত বাহিনী হিসেবে মেরিন কোরের বিবর্তনের ধারা অব্যাহত থাকায়, এটি মানব সহনশীলতা এবং উন্নত অস্ত্রের কার্যকারিতার উপর ভারসাম্যপূর্ণ মনোযোগ বজায় রাখার গুরুত্বকে তুলে ধরেছে। উল্লেখ্য, ত্রিশক্তি কোরের জন্য, সেনাদের পেশাদারিত্ব এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা যাচাই করা হয়।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি
সংশ্লিষ্ট কাজের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্বনামধন্য, সম্পদশালী ও প্রকৃত ঠিকাদারদের নিকট হতে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকার পার্ক ও বাগান বিভাগের কাজের জন্য এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দিষ্ট ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত প্রাসঙ্গিক তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের বিভাগ https://www.wbtenders.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৮.০৯.২০২৬ বিকেল ৬.০০ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ED/03/P&G/26-27 তারিখ: ০৫-০৯-২০২৬
৭৩(৩)/২৬-২৭
৮.৯.২৬
সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
e-Tender is invited by AE, EMSD-I, PHED Ref. No. WBPHED/AE/EMSD-I/NIET-08/26-27 and ID: 2026_PHED_5022477. The last date of bid submission (both technical and financial):- 18/09/2026 upto 16.00 Hrs. Details will be available in the website wbtenders.gov.in Sd/- for AE, EMSD-I, PHED.
ICA- T17282(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

ABRIDGED TENDER NOTICE
Rates are being invited from bonafied agencies by The Office of the District Magistrate, South 24 Parganas, Tender Inviting Authority (TIA) through Expression of Interest (EOI) from reputed Academic Institutions, Universities, Government Institutions, Development Organizations, Bonafide and financially sound Professional Recruitment Agencies and other eligible organizations having proven expertise in human resource management, recruitment, capacity building and developmental programmes for empanelment of Outsourcing Agencies in connection with recruitment and deployment of Aspirational Block Fellows (ABFS) under the Aspirational Blocks Programme (ABP) of NITI Aayog vide NIT No. 588/ Plan Date- **07/09/2026.** The last date of submission of rate is **28/09/2026 by 3:00 PM.**
For details of the above kindly visit:- https://tenders.wb.gov.in
Sd/-
Additional District Magistrate (Dev)
South 24 Parganas
Memo no-3275/DICO/S-24 Pgs
Dt.- 08.09.2026

GOBARDANGA MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
In continuation to this office e-**Tender No-WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-3e/26-27, DT-08.09.2026** and its corrigendum Notice vide **Memo. No-538/GM/PW/NIT/26, DT-05.09.2026,** the following correction is hereby notified. FOR: In the date schedule of original tender Notice is written as **08.09.2026.** READ AS: **05.09.2026.** All other terms, conditions and time schedule as per the original NIT will remain unchanged.
Sd/- **Administrator**
Gobardanga municipality

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/86/26-27 Dated 29.08.2026	The Repairing of Lahabagan Bituminous Road from NS Road to Khodaboksa Road at Ward No.-29 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.3,21,406.00

Bid Submission end date is being extended from **08.09.2026 at 11-00 hrs to 16.09.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Tender is invited by The Executive Engineer, New Town Kolkata W/S Divn.-II, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. PHE/NTKD-II/e-26 OF 2026-2027, ID: 2026_PHED_5022492_1 to 3 for Sl. No. 1 to 3. (i) Last date of submission: 18.09.2026 Upto 12:00 p.m. (ii) Date of Opening: 21.09.2026 After 12:00 p.m. (iii) Intending Bidders are requested to visit the website: http://wbtenders.gov.in Sd/- for Executive Engineer, New Town Kolkata W/S Divn.-II, P.H.E. Dte.
ICA- T17281(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
TENDER ID-2026_WBPWD_5022530_1/2
Sealed Bids are invited against NIeT No: WBPWD/AE/KMCHSD/NIT-09e/2026-27 for 2 (Two) numbers work. Bid submission start date is 11.09.2026 from 11:00 A.M. & Bid submission end date is 18.09.2026 upto 2:00 P.M. Details are available in **tenders.wb.gov.in** & **www.pwdwb.gov.in** as well as at the office of the Assistant Engineer, Kolkata Medical College Hospital Sub-Division, P.W.D, 33 A Eden Hospital Road, Kolkata-700073. Sd/ Assistant Engineer, P.W.D. Kolkata Medical College, Hospital Sub-Division.
ICA- T17348(1)/2026

BANSBERIA MUNICIPALITY
E-TENDER NOTICE
The Executive Officer, Bansberia Municipality published E-Tender Notice for information to bonafide Contractors for below mentioned **WBMAD/ EXECUTIVE OFFICER/BNS/NIT-6/2026-27, Dated 08/09/2026.** For details log on to **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/- **Executive Officer**
Bansberia Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
IRRIGATION & WATERWAYS DIRECTORATE
Notice Inviting Tender
No. WBIW/EE/SDD/e-SNIT-02/2026-27
On behalf of the Governor of West Bengal, tender is invited by the undersigned for Emergent Maintenance and repair of wooden bridge over Churial Main Khal at 13613.00 M at Vill: Alamnagar, Mouza: Buita, Block: Budge Budge-1, PS-Budge Budge, Dist: South 24 Parganas under Suburban Drainage Division amounting to Rs. 900477.00. Last date of application online is 16.09.2026 at 17:00 hrs. Other details may be seen in the websites https://iwd.wb.gov.in / wbtenders.gov.in and in the notice board of the office of the undersigned. Sd/- Executive Engineer, Suburban Drainage Division
ICA- T17260(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
TENDER ID- 2026_WBPWD_5022565_1
Sealed Bids are invited against NIeT No: WBPWD/AE/KMCHSD/NIQ-04e/2026-27 for "Hiring of Inspection Vehicle for official use of the Executive Engineer-II, PWD, Kolkata North Health Division for the period of 1 year." Bid submission start date is 11.09.2026 from 11:00 A.M. & Bid submission end date is 18.09.2026 upto 2:00 P.M. Details are available in **tenders.wb.gov.in** & **www.pwdwb.gov.in** as well as at the office of the Assistant Engineer, Kolkata Medical College Hospital Sub-Division, P.W.D, 33A Eden Hospital Road, Kolkata-700073. Sd/- Assistant Engineer, P.W.D. Kolkata Medical College, Hospital Sub-Division.
ICA- T17347(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

BHATPARA MUNICIPALITY
NIeT No.-MAD/ULB/BHATPARA /DR-2/448, Dated-08/09/2026
NIeT is invited in two parts for **"Desilting including cleaning of hyacinth of Mukhtarpur Khal under Bhatpara Municipality".** Last Date of Submission of Tender is 23/09/2026 at 16-00Hrs. Details may be seen in **"tenders.wb.gov.in"** and **"bhatparamunicipality gov.co.in"**
S/d
Executive Officer & Administrator, Bhatpara Municipality

Serampore Municipality
1, N. S. Avenue, Serampore, Dist.: Hooghly, Pin: 712201
Notice Inviting e-Quotation
e-Quotation of the following works are invited by Executive Officer, Serampore Municipality from experienced and resourceful, GST registered bidders for execution the works vide **NIQ No:- WBMAD/ULB/SRMP/NIQ-01/2026-27, date -08.09.2026,** Name of Work- **1.** Replacement and installation of a new water supply pump, **2.** Supply and installation of 3 (Three) Nos. of Automatic Pump timer. Bid Submission Start date (online) : **08/09/2026 at 15.00 P.M.** Bid Submission Closing (online) : **19/09/2026 at 11.00 A.M.** Bid Opening Date for Technical Proposals (online) : **21/09/2026 up to 11.00 A.M.** For details of the project go through **http://wbtenders.gov.in** and **www.seramporemunicipality.com**
Sd/-
Executive Officer
Serampore Municipality

OFFICE OF THE MSVP
TAMRALIPTO GOVT. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
TAMLUK, PURBA MIDNAPUR
TENDER NOTICE
Memo No. MSVP/TGMCH/3040/2026 dt. 07.09.2026
e-NIQ is invited by the MSVP from the reputed agencies for Out-sourcing of Driver-services. Details can be downloaded from www.wbhealth.gov.in & tenders.wb.gov.in, Last date of Bidding is 23/09/26.
Sd/-
Principal

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice
e-NIQ No.-WBPWD/AE-NSESD/NIQ 85/2026-27. Tender ID- 2026_WBPWD_5022630_1 : Name of Work : Annual comprehensive maintenance & servicing of Lift no. 6, 13-passenger Automatic Lift (G+5), Lift no-7, 15-passenger Automatic Lift (G+9), Lift no-8, 15-passenger Automatic Lift (G+9), 1ton Goods Lift (G+11) with V3F drive and microprocessor controlled system at New Secretariat Building, Kolkata. Bid Submission End Date: 21/09/2026 up to 1:00 p.m. Website: - **https://etender.wb.nic.inorhttps://tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, P.W. Dte., New Secretariat Electrical Sub -Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T17326(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(R) Dte. TENDER NOTICE
2026_WBPWD_5022500_1-3
Online e-Tender (eNIT 08 of 2026-27) has been invited by the Assistant Engineer, P.W.(Roads) Directorate, Baguihati Highway Sub-Division at Golaghata, K.N.I. Avenue, Kolkata-700048 from Bonafide agency for different types of works. Bid submission closing (Online) 18.09.2026 at 15.00 hrs. Other details may also be seen from the office notice board/website. Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Assistant Engineer, Baguihati Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate
ICA- T17361(1)/2026

GOVT. OF WEST BENGAL
Irrigation and Waterways Directorate
N.I.Q. No. WBIW/ EE/MHQD/ Quotation -05/2026-27
Offline NIQ is being invited by the Executive Engineer Mayurakshi Head Quarters Division, Suri, Birbhum from the eligible bonafied consultancy Firm for 01 (One) no, work under SDS(M) Last date of Submission of Tender **15.09.2026 upto 15:00 Hrs.** Other details of tender notice may be seen at website **www.iwd.wb.gov.in**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিইই/টিআরডি/খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য আইটেমগুলির জন্যে উল্লেখিত তারিখে ১৫.০০ টার পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং টেন্ডার খোলা হবে ১৫.৩০ টার পর। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং :** টিআরডি-কেজিপি-ডব্লিউ-২০২৬-২৭-০৫আরটি, তারিখ: ০৭.০৯.২০২৬; **কাজের বিবরণ:** খড়গপুর ডিভিশনের অধীনে মরচে ধরা ক্যান্টিলিভার অ্যাসেম্বলি প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৮,১৬,৮১,৬২৫.৫০; **ইএমডি:** ₹ ১৬,৩৩,৬০০; **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য; **খোলার তারিখ:** ৩০.০৯.২০২৬; **সমাপ্তির সময়কাল:** ১৮ মাস। **জমা দেওয়ার তারিখ:** ৩০.০৯.২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত; আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বিশদ বিবরণ এবং স্পেসিফিকেশনের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **দ্রষ্টব্য:** সমস্ত টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য দরদাতারা নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। **(PR-734)**

HOOGHLY ZILLA PARISHAD
Tender Ref No.: e-NIT- 023 & 024 of 2026-27
e-Tender (online) is invited from reputed and resourceful contractors for Potholes & Patch repairing of road works within Hooghly District. Closing date of bid submission is **15.09.2026 & 21.09.2026** respectively. For further details, please log on to: **https://tenders.wb.gov.in**
Memo No: 252(3)/HD/ ICA/Advt
Dt- 08-09-2026
Sd/- District Engineer
Hooghly Zilla Parishad

OFFICE OF THE PRINCIPAL
TAMRALIPTO GOVT. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
TAMLUK, PURBA MIDNAPUR
TENDER NOTICE
Memo No. TGMCH/2167/2026 dt. 07.09.2026
e-NIQ is invited by the Principal from the reputed agencies for out-sourcing of Security services(Rattirer Sathi). Details can be downloaded from www.wbhealth.gov.in & tenders.wb.gov.in , Last date of Bidding is 23/09/2026.
Sd/-
Principal

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice
e-NIQ No.-WBPWD/AE-NSESD/NIQ 83/2026-27; Tender ID- 2026_WBPWD_5022326_1 : Name of Work : Annual Comprehensive maintenance and operation of sound system at Conference room of Calcutta high court new administrative Block & Sports Department of New Secretariat Building, Kolkata. Bid Submission End Date : 21/09/2026 up to 1:00 p.m. Website: **https://etender.wb.nic.inorhttps://tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, P.W. Dte., New Secretariat Electrical Sub-Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T17327(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
AE/NKHSD-III/NIeT-09/26-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5022697_1
Online tenders (e-Tender) are hereby invited by the undersigned for Emergent Replacement of Overhead water Tank vide NIeT number mentioned above. Online bid submission will be start on 11/09/2026 & closing date and time is 18/09/2026 upto 02.00 PM. For detail information and tender documents please visit https://tenders.wb.gov.in & https://wbpwd.gov.in Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Assistant Engineer, PWD, North Kolkata Health Sub-Division-III.
ICA- T17323(1)/2026

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITY
NOTICE INVITING E-TENDAR 1st Call
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-16/26-27, Memo No-496, Date-07.09.2026
Tender Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samity. Bid Submission Start Date : **09/09/2026.** Bid Submission end Date : **16/09/2026** and Bid Opening Date : **19/09/2026.** For Details Please Visit website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samity
Daspur :: Paschim Medinipur

BHATPARA MUNICIPALITY
Kankinara, 24 pgs. (North)
NIeT No. MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/448, Dated: 08/09/2026
NIeT is invited in two parts for "Desilting including cleaning of hyacinth of Mukhtarpur Khal under Bhatpara Municipality".
Last Date of Submission of tender is **23/09/2026 at 16:00 Hrs.**
Details may be seen in **"tenders.wb.gov.in"** and **"bhatparamunicipalitygov.co.in"**
Sd/-
Executive Officer & Administrator
Bhatpara Municipality

OFFICE OF THE PRINCIPAL
TAMRALIPTO GOVT. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
TAMLUK, PURBA MIDNAPUR
TENDER NOTICE(2nd Call)
Memo No. TGMCH/2166/2026 dt. 07.09.2026
e-NIQ is invited by the Principal from the reputed agencies for out-sourcing of GDA services. Details can be downloaded from www.wbhealth.gov.in & tenders.wb.gov.in . Last date of Bidding is 23/09/2026.
Sd/-
Principal

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
E-Tenders is invited by the undersigned for the work "Repair & renovation of electrical installation work for proposed enhancement of toilet facilities inside Sealdah Court premises.---EI work." NOTICE INVITING E-TENDER No: WBPWD/EE/51/IR/T/KCED/II of 2026-27 & Tender ID - 2026_WBPWD_5022528_1. Bid Submission end date - 21.09.2026 up to 02.00 P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- B.Mandal. Executive Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Division
ICA- T17356(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE
E-Tenders is invited by the undersigned for the work "Repair & renovation of electrical installation work for proposed enhancement of toilet facilities inside Sealdah Court premises.--- SITC of FIRE detection System." NOTICE INVITING E-TENDER No:WBPWD/EE/52/IR/ T/ KCED/II of 2026-27 & Tender ID - 2026_WBPWD_5022539_1. Bid Submission end date –21.09.2026 up to 02.00P.M Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- B.Mandal. Executive Engineer, PWD Kolkata Central Electrical Division.
ICA- T17355(2)/2026

NADIA ZILLA PARISHAD
Krishnagar, Nadia
E-Tender is invited by the under signed from the bonafied Contractors for the following work in Nadia district:
NIT-**04/NZP of 26-27 (SI-01 to 29):** Repairing of Potholes of various Roads at different pin pointed location in the dist of Nadia with total amount of **Rs.418.875 lakh.** Last date for submission of above stated e- tenders is (**S1-01 to 29) 19.09.2026**
Please see website: **www.wbprd.gov.in** or contact to this office.
Memo No:150(3)/DICO/N/Advt.26
Dt- 07-09-2026
Sd/- District Engineer,
Nadia Zilla Parishad

E.E Berhampore Division-I, PWD invites online e-tender for the work of
1. Post monsoon damage repairing and maintenance work over the damage surface in stretchs between Km 35.000 to Km 37.500 on Berhampore-Kandi-Sultanpur Road (S.H-11) Under Berhampore Division No.-I, PWD during the year 2026-2027. **(Estimate Cost.- Rs. 24,78,476.31)**
Tender ID: 2026_WBPWD_5022694_1
Notice Inviting e-Tender No. WBPWD/EE/BD-I/e-NIT - 11 of 2026-27.
Bid Submission start date and time (online): **08/09/2026 at 11.30 A.M.** Bid Submission end date and time (online): **30/09/2026 at 11.30 A.M.** Details will be available from the web site **http://wbtenders.gov.in** and notice board of this office on all working days within office hours.
Sd/- Executive Engineer, P.W.D
Berhampore Division-I

GOBARDANGA MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
In continuation to this office e-**Tender No-WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-4e/26-27, DT-08.09.2026** and its corrigendum Notice vide **Memo. No-539/GM/PW/NIT/26, DT-03.09.2026,** the following correction is hereby notified. FOR: In the date and time schedule, SL. No. 1 to 37 for tender opening date for technical proposals (online) is written as **24.08.2026 at 12.00 noon.** READ AS: **24.09.2026 at 12.00 noon.** All other terms, conditions and time schedule as per the original NIT will remain unchanged.
Sd/- **Administrator**
Gobardanga municipality

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.-Panihati, P.S.-Khardah, Dist.-North 24 Parganas, Kolkata-700114, Tel. No.-033 2553-2909, Fax-033 25531487
Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work **Tender NIT No.: PM/WATER/26-27/3rd Call, Dated: 08.09.2026** under Panihati Municipality for details log on **www.tender.wb.gov.in**. Contact concern authority Water Department, Panihati Municipality at the above address. Last date of submission **14.09.2026.**
Sd/- **Executive Officer**
Panihati Municipality

Joynagar Mozilpur Municipal Office
P.O.-Jaynagar Mozilpur, Pin-743337, South 24Pgs., West Bengal
E-bids are invited by the Executive Officer, Jaynagar Majilpur Municipality for the following development work within Jaynagar Majilpur Municipality.

Sl. No.	Name of Work	NIT No.
1	Rejuvenation of Water Body at Municipal Complex Pond including O & M works for 05years within Jaynagar-Majilpur Municipality under AMURT-2.0 Project.	WBMAD/ULB/JOY-NAGAR-MOZILPUR/ AMRUT2.0/19/ 2026-27

Tender ID: **2026_MAD_5022773_1**
Bid submission starting date: **09/09/2026 at 11:00 AM**
Bid submission closing date: **30/09/2026 at 05:30 PM**
Date and time of opening of Technical Proposals (online): **03/10/2026 at 11:00 AM**
Details may be seen in the website: **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/- **Chairman,**
Joynagar Mozilpur Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 19/EE/DIV-IV/Housing (BSUP)/KMDA of 2026-2027
e-Tender is invited by The Executive Engineer, DIV-IV, Housing (BSUP), Housing Sector, KMDA, 6th floor, Block-A, Unnayan Bhavan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Repairing and renovation of concrete pathway and allied civil works at Ramkrishna Sarada Mission Vivekananda Vidyabhavan at 33, Sree Maa Sarada Sarani, Kolkata-700055., Rs.7,22,938/- (including GST & LWC), Rs.14,460/-, 45 days, **Last date & time of Online Bid submission:** 18.09.2026, Time: 17.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in (KMDA-496)
www.wbtenders.gov.in
ICA- T17301(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE
All other terms & conditions of NIQ and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 18/09/26 upto 12:00 Noon instead of 03/09/26 at 12:00 Noon and bid opening date will be on 21/09/26 at 12:00 Noon instead of 07/09/26 at 12:00 Noon for "IPGMER-SSKM Hospital- Providing FDS, Fire Damper System at Fire Control Room and Emergency and Escape lighting as per Revised Fire safety Recommendation of Trauma Care Centre (G+X), New OPD Building (B+G+Viii), Sports Medicine (G+III) and BIN New OPD Building (G+VIII) with allied Works. (PWD Electrical Works)- SITC of Fire Detection System" vide Tender ID - 2026_WBPWD_5016700_1 invited by the E.E.-I, KSHED, PW Dte. All documents can be seen / obtained from the websites- **tenders.wb.gov.in** and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer – I, Kolkata South Health Electrical Division, PW Dte.
ICA- T17332(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ • পেজ ৮

একদিনে নবদ্বীপ ও মায়াপুর

অনীশ দাস

নদিয়া জেলা, ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক তথা বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পুণ্য আবির্ভাব ক্ষেত্র। তাই নদিয়ার মাটির প্রতিটি ধূলিকণাতেই যেন মিশে রয়েছে কৃষ্ণপ্রেম। মন বলে উঠলো, গৌরাঙ্গের স্মৃতিবিজরিত পুণ্যক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণ নামে ধন্য হতে। বিলম্বে আর কাজ নেই, গ্রীষ্মের অন্তে একটি রবিবার দেখেই বেরিয়ে পড়লাম নবদ্বীপ এবং মায়াপুরের উদ্দেশে। এবারে আমার সঙ্গী হয়েছিলেন আমার পাঁচজন বন্ধু- প্রিয়ম, অনুপম, সৃজন, মিলন ও অভিজিৎ দা। ভোর ভোর উঠে ছ'জন মিলে সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম নবদ্বীপ ধাম স্টেশন। স্টেশন সংলগ্ন একটি দোকান থেকে চা আর জলখাবার খেয়ে নিলাম। স্টেশনের বাইরেই টোটো স্ট্যান্ড। সামান্য দরদাম করে নবদ্বীপের সাইট-সিইংয়ের জন্য একটা টোটো রিজার্ভ করে নেওয়া হল। টোটোওয়ালা দাদার সাথে কথা বলে বেশ কয়েকটি মন্দির দেখানোর কথা স্থির হল। এতে সময় লাগবে প্রায় এক থেকে দেড় ঘন্টা।

নদিয়ার প্রাণকেন্দ্র হল এই নবদ্বীপ। অনেকের মতে, এই নবদ্বীপ থেকেই নাকি 'নদিয়া' নামের উৎপত্তি। একটি মত অনুসারে, এক তান্ত্রিক নয়টি দীপ জেলে যে দ্বীপে সাধনা করতেন, সেটিই নবদীপ এবং তারপর এর থেকেই 'নবদ্বীপ' নামের উৎপত্তি। এই নয় দীপ (দিয়া) সহযোগে সেই তান্ত্রিক সাধনা করতেন বলে নয় দিয়া থেকেই নাকি 'নদিয়া' (অতীতের 'নদীয়া') নামের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। আবার নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে রয়েছে-

'নদীয়া পৃথক গ্রাম নয়।
নবদ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয়।।
নয় দ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম।।'

অর্থাৎ, নয়টি দ্বীপ নিয়েই নাকি এই নবদ্বীপ। তবে যাই হোক, এই নবদ্বীপ তথা নদিয়ার ইতিহাস বহু প্রাচীন। নবদ্বীপে রয়েছে একাধিক প্রাচীন মন্দির। কালের নিয়মে কয়েকটি জৌলুস হারালেও এখনও বহুজনের ভক্তি ও আবেগের মিশেলে সেগুলি যেন আজও সমানভাবে প্রাণবন্ত। রাধারানী মন্দির এবং গুপ্ত বৃন্দাবন, বলভদ্র মন্দির, চৈতন্যদেবের নির্দেশে নির্মিত রাধামাধব মন্দির, নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মন্দির, সোনার গৌরাঙ্গ, জগাই মাধাই উদ্ধার মন্দির,

শচীমাতা-বিষ্ণুপ্রিয়া মন্দির, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া মিলন মন্দির, ধামেশ্বর শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দির, পোড়া মা তলা প্রভৃতি স্থান নবদ্বীপের সাইট-সিইংয়ের মধ্যে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আমরাও একে একে প্রতিটি স্থান দর্শন করলাম। তবে, এইখানে কোনো জায়গাই একে অপরের থেকে খুব বেশি দূরত্বে অবস্থিত নয়।

সাইট-সিইং কমপ্লিট করে আমরা সরাসরি গিয়ে নামলাম নবদ্বীপ স্বরূপগঞ্জ ঘাট টোটো স্ট্যান্ডে। এই ঘাট থেকে মায়াপুরগামী লঞ্চ কিংবা নৌকা সহজেই পাওয়া যায়। লঞ্চে করে আমরা পার হলাম নদী; যাত্রাপথে ভাগীরথী আর জলঙ্গির অপূর্ব সঙ্গমস্থল দেখতে পেলাম। দুটি নদীর জলের রং দু'রকম, পাশাপাশি মিললেও যেন মিশে যায়নি। মাত্র ১০ থেকে ১৫ মিনিট লাগে নদী পার হতে। মায়াপুর ঘাটে নেমেই দেখি টোটো, জনপ্রতি ৫-১০ টাকার বিনিময়েই পৌঁছে দেয় ইসকন মন্দিরের ১ নম্বর গেটের কাছে। তবে, পায়ে হেঁটেও যাওয়া যায় মন্দিরে। সেক্ষেত্রে, মিনিট পনেরো সময় লাগে। তখন সকাল ১০টা, আমরা দাঁড়িয়ে ইসকন মন্দিরের ১ নম্বর গেটের সামনে। গেট পেরিয়ে

প্রবেশ করতেই দেখি সন্নিকটেই হয়ে চলেছে অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন। প্রথমেই আমরা গদা ভবনের ভোগ প্রসাদের জন্য কুপন কাটতে হাজির হলাম কাউন্টারের সামনে। জনপ্রতি মাত্র ৯০ টাকার বিনিময়ে ছ'টি কুপন সংগ্রহ করে নিলাম। গদা ভবন ছাড়াও সেখানে রয়েছে আরও নানান ভবনের টিকিট কাউন্টার ও ভোগের ব্যবস্থা। সব মিলিয়ে দর্শনার্থীদের অন্নগ্রহণের কোনো অসুবিধাই হবে না। গদা ভবনে প্রসাদ বিতরণের সময় বেলা একটা থেকে আড়াইটে পর্যন্ত; হাতে আমাদের তিনঘন্টা সময় রয়েছে। একটা টোটো ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লাম মন্দির প্রাঙ্গণের বাইরে কিছু দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের উদ্দেশে।

ইতিহাসের পাতা উল্টালেই কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক সেন বংশের রাজা বল্লাল সেনের নাম পাওয়া যায়। তাই, আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল বল্লাল ঢিপি। এটি নদিয়ার অন্যতম ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে সুপরিচিত। বর্তমানে, এটি ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের অধীনে সংরক্ষিত। খননকার্যের ফলে এখান থেকে বহু প্রাচীন বস্তু ও পোড়ামাটির সামগ্রী উদ্ধার হয়েছিল। তারপর চললাম ভক্ত চাঁদ কাজীর সমাধি দর্শনে। এই সমাধিটিতে দুটি গাছ ছিল। চাঁপা গাছটিকে চাঁদ কাজীর অবতার ও নিম গাছটিকে চৈতন্যদেবের অবতার বলা হতো। এরপরের গন্তব্য মায়াপুর শ্রী চৈতন্য মঠ। এই জায়গাটি এত সুন্দর ও বৈচিত্রময় যে ঘুরে দেখতে বেশ খানিকটা সময় লেগে যায়। এখানে রয়েছে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর সমাধি মন্দির, ভক্তি বিজয় ভবন, শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজীর সমাধি মন্দির, শ্যাম কুণ্ড, রাধা কুণ্ড প্রভৃতি। এরপর আমরা শ্রীবাস অঙ্গন দেখে এগিয়ে চললাম নিমাইয়ের জন্মস্থান দেখতে। কারো মতে, শ্রী চৈতন্যের জন্মস্থান নবদ্বীপে হলেও কেউ কেউ বলেন নবদ্বীপের অদূরে মায়াপুরেই আবি ভাব ঘটেছিল গৌরাঙ্গের। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে মায়াপুরকেই চৈতন্যদেবের জন্মস্থান হিসেবে পাই-

'নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান।।'

আবার, কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী-কৃত 'নবদ্বীপ মহিমা' ও 'নবদ্বীপ তত্ত্ব' গ্রন্থে প্রাচীন নবদ্বীপকেই চৈতন্যদেবের আবি ভাব ক্ষেত্র বলা হয়েছে। যতই মতানৈক্য থাকুক, নদিয়া যে তাঁর আবি ভাব ক্ষেত্র, এতে কোনো সংশয় নেই। কিছুক্ষণের জন্য চলে গেছিলাম এক অদ্ভুত আবেশে। মনে হচ্ছিল, সেই প্রাচীন ইতিহাস চোখের সামনে যেন জীবন্ত হয়ে উঠছে।

কিন্তু সময় যে বড় বালাই, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ঘড়ির কাঁটা জানান দিচ্ছে ভোগ গ্রহণের সময় হয়ে আসছে। পুনরায় মন্দিরে ফিরে এসে ৪ নম্বর গেট দিয়ে ঢুকে গদা ভবনের অন্ন প্রসাদের লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই বেলা ১ টায় খুলে গেল দরজা। সবাই মিলে ভিতরে প্রবেশ করে দেখি এলাহী বন্দোবস্ত। ভাত, রুটি, ডাল, ভাজা, আলু-পটলের তরকারি, পনিরের তরকারি, পায়েস দিয়ে পরম তৃপ্তির সাথে দ্বিপ্রাহরিক আহারটা সম্পন্ন করলাম। আহার শেষে সামান্য কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ঘুরে বেড়ালাম ইসকন মন্দির চত্বরের পুরো এলাকা। সামান্য পায়ে হাঁটা দূরত্বেই রয়েছে গোশালা, যেখানে অসংখ্য গোমাতা অধিষ্ঠান করছেন। গোশালায় উচ্চমানের দুগ্ধজাত খাদ্য কিনতে পাওয়া যায়। গোশালা থেকে জনপ্রতি মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে গরুর গাড়ি চড়ে ফিরে এলাম মন্দির চত্বরে। কাছেই রয়েছে শ্রী চৈতন্য দেবের লীলার ত্রিমাত্রিক প্রদর্শনীর প্রেক্ষাগৃহ। সামনেই দেখা যাচ্ছে বিখ্যাত চন্দ্রোদয় মন্দির, যাকে তটেম্পল অফ ভেদিক প্লানেটোরিয়ামদও বলা হয়। ইসকনের সদর দপ্তর এই মন্দিরটি পৃথিবীর সব থেকে উচ্চতম ইসকন মন্দির। তার পাশেই রয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মগুরু এবং ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাদের পুষ্প সমাধি মন্দির। অসাধারণ সুন্দর এই মন্দিরটি দুপুরে বন্ধ থাকলেও বিকেলে ভক্তদের জন্য খোলা হয়। দারুণ এক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হল। সন্ধ্যা হতেই চললাম রাধামাধবের মন্দিরে। অসাধারণ নাম-কীর্তন চলছে সেখানে। হরিনামে মত্ত হয়ে তালে তালে নাচছেন সবাই। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সমবেত কণ্ঠে হরিনামে মুখরিত চারিদিক। এরপর শুরু হলো আরতি। সামান্য কিছুক্ষণ আরতি দর্শন করে আর থাকার সময় হলো না আমাদের, কারণ এবারে ফিরতে হবে। মনটা খারাপ, কিন্তু কিছুই করার নেই! পরের দিন সোমবার, সবাইকে যে যার কাজে ফিরতে হবে।

কানে তখনও যেন বেজে চলেছে হরিনাম, আমরা এসে পৌঁছলাম মায়াপুর ঘাটে। তারপর, মোটরচালিত বোটে চড়ে জনপ্রতি মাত্র ৩ টাকার বিনিময়ে জলঙ্গি নদী পার করে ৩ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম স্বরূপগঞ্জ হুলোর ঘাট। তারপর অটো করে জনপ্রতি ৩০ টাকার বিনিময়ে মাত্র তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম কৃষ্ণনগর স্টেশন। এছাড়াও, মায়াপুর থেকে কৃষ্ণনগর বাস পরিষেবাও রয়েছে। কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে রাত ৮ টা ২৫ মিনিটের ট্রেনে ফিরে এলাম কলকাতায়।

কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য একটু ভোর ভোর বেরোলে নবদ্বীপ এবং মায়াপুর এক দিনেই ঘুরে দেখা সম্ভব। তবুও, যদি কেউ থাকতে চান, তাহলে মায়াপুরে থাকার প্রচুর হোটেল রয়েছে। এমনকি, ইসকন মন্দির চত্বরেও রয়েছে বিভিন্ন ভবন, যেখানে অনলাইনে আগে থেকে বুকিং করতে হয়। তাছাড়া, গদা কিংবা অন্যান্য ভবনের ভোগ খেতে গেলে সকাল ১০ টার মধ্যেই কুপন কেটে না নিলে পরে কাউন্টারগুলি বন্ধ হয়ে যায়। অন্নদান কমপ্লেক্স থেকে বিনামূল্যে ভোগ প্রসাদ খেতে গেলে তার কুপনও সঠিক সময়ে কেটে রাখতে হবে।